বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

"সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘একটি সুশিক্ষিত, মেধাভিত্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আশা করি সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা অর্জিত হবে এবং প্রাচুর্য আর সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে মানুষের জীবন।’

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একটি স্বচ্ছ, দক্ষ, গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তর হলো মন্ত্রণালয়। সঠিক সময়ে যথাযথ বিধিবিধান ও আইন কানুন অনুসরণ করে কর্মসম্পাদন করার মাধ্যমে সরকার তার প্রতিশ্রুত কাজ সম্পন্ন করে থাকে। আর এ উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়নের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সংক্রান্ত 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩' প্রকাশ করায় আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন শিক্ষায় বিনিয়োগই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। তাঁর নির্দেশনায় ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০৪১ এর মাধ্যমে যে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও শান্তিময় বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী ও ২০৩০ এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে আমাদেরকে দক্ষ ও জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি নির্ভর, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে।

পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ও সামগ্রিক বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ, উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং রূপরেখার আলোকে পাঠ্যক্রম পরিমার্জন করার কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে সারাদেশের মাধ্যমিক, কারিগরি ও দাখিল স্তরের সকল প্রতিষ্ঠানে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তক ও শিখন-শেখানো সামগ্রী পরিমার্জন করে চালু করা হয়েছে। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে অষ্টম ও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন-শেখানো সামগ্রী (পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা) প্রণয়নের কাজ চলছে। পর্যায়ক্রমে ২০২৭ সালের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিখন-শেখানো উপকরণ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। নতুন প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম বিস্তরণের লক্ষ্যে মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করে দেশব্যাপী মাধ্যমিক স্তরের সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন ২২৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। অধিকন্তু, এই সময়ে এনটিআরসির মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ৩২,৪৩৮ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ.ডি.পি.তে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৭৩টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ৭২১৮.৩৩ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫১৫৩.৮৭ কোটি টাকা এবং এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭১.৪০%। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষায় নারী পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণসহ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ করা হয়।

এ সকল উদ্যোগের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক ও বৈষম্যহীন আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠন এবং সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি। 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩' প্রকাশে তথ্য সংকলন, সম্পাদন ও অন্যান্য কাজে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

(ডা. দীপু মনি, এমপি)

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থা সমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যক্রমের উপর একটি সমৃদ্ধ 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩' প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

করোনাকালীন শিক্ষার্থীদের উপর আসা অভিঘাতের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি প্রথাগত পদ্ধতি ও গতানুগতিক ধারায় শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। আমাদের লক্ষ্য নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা দিয়ে গড়ে তোলা। ক্রমপরিবর্তনশীল বিশ্বায়ন, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী সুশিক্ষিত, আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে তরুণ প্রজন্মকে তৈরি হতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করা তথা দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং জনগণ এর সুফলও ভোগ করতে শুরু করেছে।

বিশ্বের অনেক দেশ যখন শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জনে অনেক পিছিয়ে আছে তখন বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এই জেন্ডার সমতা আনয়নে অনুসরণীয় সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-১০ম) ও উচ্চ মাধ্যমিক (কলেজ) স্তরে মেয়েদের ভর্তির হার ছিল ছেলেদের তুলনায় ২/৩ শতাংশ বেশি যা বাস্তবিক অর্থেই প্রশংসনীয়। এটি নারী শিক্ষার প্রসারে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন। বছরের প্রথম দিনে ১০ম শ্রেণি বা সমমান পর্যন্ত বিনামূল্যে নতুন পাঠ্য বই বিতরণেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বের রোল মডেল। উচ্চ শিক্ষা প্রসারে মেডিক্যাল, টেক্সটাইল, মেরিটাইম, এ্যাভিয়েশন এন্ড অ্যারোস্পেস, ডিজিটাল প্রভৃতি বিশেষায়িত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় এই সরকারের সময় ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

নিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ও সামগ্রিক বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ, উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং রূপরেখার আলোকে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হচ্ছে।

বাঙ্গালী জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী সদয় নির্দেশনার আলোকে পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করা ও নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রূপান্তর করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমান সরকার বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ও প্রায়োগিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সফলতার যে প্রতিচ্ছবি দেখিয়েছে তা নিরন্তর বহমান থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩'সংকলন, সম্পাদন, মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.)

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য জানার অধিকার এ দেশের নাগরিকগণের সাংবিধানিক অধিকার। এ অধিকারকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩' প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। নতুন রাষ্ট্রে জাতির পিতা নাগরিকদের জন্য সু-শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্রত গ্রহণ করেন। সেই শিক্ষা দর্শনকে হৃদয়ে ধারণ করে বর্তমানে পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন-জীবিকার নিয়ত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সক্ষম ও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ অব্যাহতভাবে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আর এ কারণেই দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর গুণগত শিক্ষার মানোন্নয়নে বাংলাদেশ বিস্ময়কর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রসরমান চিন্তা, বিজ্ঞান মনস্ক ভাবনা ও সৃজনশীল নেতৃত্বের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের সহায়ক হিসেবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম তরুণ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা হচ্ছে। আর এ লক্ষ্যেই জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং নতুনভাবে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য শ্রেণিতে নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকাশিত এ বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশনার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

(সোলেমান খান)

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সরকার ভিশন ২০৪১ প্রণয়ন করেছে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আইসিটি ভিত্তিক একটি সুখী সমৃদ্ধ উন্নত দেশে পরিণত করা। স্মার্ট বাংলাদেশের ৪টি পিলার হচ্ছে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট গভর্ণমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি। বর্তমানে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে বিশেষ করে জাতির পিতার স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন, অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন হলো একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বাৎসরিক সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিচ্ছবি। সংক্ষেপে বলা যায় এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের সমন্বিত প্রতিফলন ঘটে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশের মাধ্যমে এর সামগ্রিক কর্মপরিধি, কার্যক্রম,অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। সামগ্রিক কর্মকান্ডের বিশাল পরিধি হতে উল্লেখযোগ্য অংশের সমন্বয় একটি কঠিন কাজ। তথাপি প্রতিবেদনে যাতে সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠে সে বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। তবে প্রতিবেনেনে নিখুঁত খন্ডচিত্র পরিস্ফুট ঘটাতে প্রমাদজনিত ভুল থাকতে পারে যা অনিচ্ছাকৃত বলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশের উদ্যোগের সাথে যুক্ত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয় জনাব সোলেমান খান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ। এছাড়া বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রণয়নে আহবায়ক কমিটি এবং সম্পাদনা পরিষদ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকলের সার্বিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)

বার্ষিক প্রতবিদেন ২০২২-২০২৩ প্রকাশরে সাথে যারা সম্পৃক্ত

প্রধান উপদেষ্টা
ডা. দীপু মনি এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা
জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.
মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়
জনাব সোলেমান খান
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ ও আহবায়ক কমিটি (জ্যৈষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১. জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
২. জনাব মোঃ আবু ইউসুফ মিয়া, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৩. জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৪. জনাব সৈয়দা নওয়ারা জাহান, যুগ্ম-সচিব (কলেজ-১ অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৫. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৬. জনাব সরোজ কুমার নাথ, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৭. কাজি মোঃ আবদুর রহমান, যুগ্মসচিব (সরকারি মাধ্যমিক অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৮. জনাব আবু সাঈদ মো: ফজলে এলাহী, উপসচিব (আইন ও শৃঙ্খলা বিষয়ক অধিশাখা),মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৯. জনাব খোদেজা খাতুন, উপসচিব (সরকারি কলেজ-৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১০. জনাব মনিরা বেগম, উপসচিব (উন্নয়ন-১) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১১. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক-১) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১২. জনাব এস. এম. ইমরুল হাসান, উপসচিব (পরিকল্পনা-২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১৩ জনাব মোছা: শাম্মী আক্তার, উপসচিব (সরকারি মাধ্যমিক-৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৪. জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, উপসচিব (সংসদ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১৫. জনাব মোঃ গোলাম জাকারিয়া, উপসচিব (সমন্বয়) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১৬. জনাব মোসাঃ নাজমা আখতার, সচিব, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
১৭. জনাব শতরুপা তালুকদার, সিনিয়র সহকারী সচিব (সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ সদস্য শিক্ষা বিভাগ
১৮. জনাব মোহাম্মদ জোবায়ের, সিস্টেমস এনালিষ্ট (আইসিটি) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১৯. জনাব গোলাম মোহাম্মদ ফারুক, গবেষণা কর্মকর্তা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
২০. জনাব স্বপন কুমার নাথ, উপপরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন), বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
২১. জনাব কাজী ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ, চীফ, ডিএলপি বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
২২. জনাব মো: আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (প্রশাসন), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
২৩. জনাব মোঃ শাহীন সিরাজ, উপপরিচালক- সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
২৫. জনাব মো: এস এম দেলোয়ার হোসেন, উপসচিব (প্রশাসন) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
২৬. জনাব কামরুন নাহার, সহকারী পরিচালক (একিউ এইউ), মাধ্যমক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

সার্বিক সহযোগিতায়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা

অঙ্গসজ্জা, চিত্র ও বিন্যাসে
জনাব এনামুল হক, সহকারী প্রোগ্রামার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সহযোগিতায়: জনাব মিঠুন কুমার তালুকদার, ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা (সমন্বয় শাখা)
জনাব মো: ফখরুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (সমন্বয় শাখা)

প্রকাশনায়: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পরিচিতি	১০
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের রূপকল্প , অভিলক্ষ্য , কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী	১১
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১২
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের কাঠামো	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
২০২২-২৩ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন	১৪-২০
প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের কার্যক্রম	২১-২৫
উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যক্রম	২৬-২৯
সরকারি মাধ্যমিক অনুবিভাগের কার্যক্রম	৩০-৩২
বেসরকারি মাধ্যমিক অনুবিভাগের কার্যক্রম	৩৩-৩৪
কলেজ অনুবিভাগের কার্যক্রম	৩৫-৩৬
বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগের কার্যক্রম	৩৭-৩৯
পরিকল্পনা অনুবিভাগের কার্যক্রম	৪০-৪২
নিরীক্ষা ও আইন অনুবিভাগের কার্যক্রম	৪২-৪৩
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য তথ্যাবলি	৪৩-৬২
তৃতীয় অধ্যায়	
দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৬৩-১২৭
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	৬৩-৬৫
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল	৬৬-৬৭
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	৬৮-৭৯
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	৭৯-৮৩
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	৮৪-৮৬
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)	৮৬-৯০
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ(এন.টি.আর.সি)	৯০-৯৩
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	৯৩-৯৯
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)	৯৯-১০২
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	১০২-১১০
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন	১১০-১১১
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর	১১২-১১৩
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড	১১৩-১১৪
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক -কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট	১১৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, যশোর, বরিশাল, কুমিল্লা, সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ)	১১৫-১২৬

প্রথম অধ্যায়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পরিচিতি

“সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা” এ ভিশন বা রুপকল্প অর্জনের লক্ষ্যে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি ও উন্নয়নে কর্মকৌশল গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে মার্চ মাসে সর্বপ্রথম শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে এর পুন:নামকরণ করা হয় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে এর বিস্তৃতি আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে এটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ২টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি “মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ” এবং অপরটি “কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ”।

ছবিঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মাধ্যমিক স্তর হতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত নীতি নির্ধারণী ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ ছাড়া শিক্ষা বিষয়ক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করে থাকে। এ বিভাগের মূল দায়িত্ব হচ্ছে আওতাধীন ২৩টি দপ্তর-সংস্থা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি করে শিক্ষাকে মানসম্মত এবং সকলের জন্য সহজলভ্য করা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের আমলে (২০০৯-২০২৩) শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও যুগান্তকারী উন্নয়ন হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন আজ সারাদেশের মানুষের কাছে স্বীকৃত ও বিশ্ব সমাজের কাছে প্রশংসিত। পিছিয়ে পড়া দেশগুলো বাংলাদেশকে অনুকরণীয় বলে বিবেচনা করছে । আমাদের নতুন প্রজন্মকে মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে এবং বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদেরকে জ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এ বিভাগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মাত্র ১৫ বছরে দেশ আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি:

রূপকল্প:

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য:

সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- সকল ছেলে-মেয়ের জন্য মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা;
- সাশ্রয়ী ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিসহ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;
- গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা।

কার্যাবলি:

- মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ;
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাতের জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা;
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগ এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ;
- মেধাবৃত্তিসহ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আইসিটির বাস্তব প্রয়োগ;
- শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ		সংখ্যা	মোট
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সরকারি	০০	২৩৬৯
	বেসরকারি	২৩৬৯	
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সরকারি	৬২৭	১৮৯০৭
	বেসরকারি	১৮২৮০	
স্কুল এন্ড কলেজ	সরকারি	৬৪	১৪৪৬
	বেসরকারি	১৩৮২	
কলেজ	সরকারি	৬৩৭	৩৩০১
	বেসরকারি	২৬৬৪	
বিশ্ববিদ্যালয়	সরকারি	৫৬	১৬৯
	বেসরকারি	১১৩	

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের কাঠামো

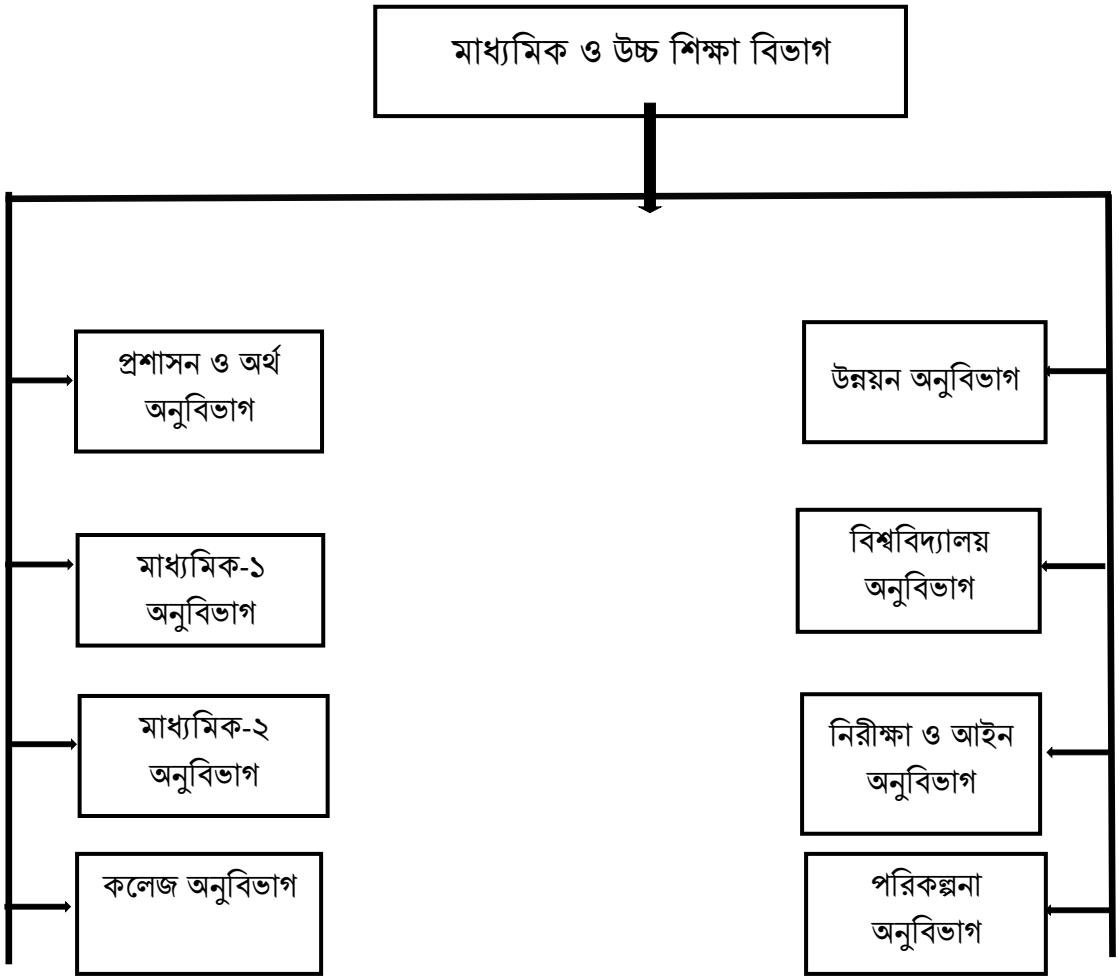

২০২২-২০২৩ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কারণে জীবন-জীবিকার দ্রুত পরিবর্তন, কোভিডের ন্যায় অতিমারি, স্থানীয়-বৈশ্বিক অভিবাসন, মানুষের জীবনধারা ও মনোসামাজিক জগতে দ্রুত পরিবর্তন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণের লক্ষ্যে সরকার ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন ও বিস্তরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

- 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১' অনুযায়ী প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ সালে সারাদেশে ৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাইলটিং করা হয়েছে এবং ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে সারাদেশে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে চালু করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ এর ভিত্তিতে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম বিস্তরণের লক্ষ্যে ১৮৫১২ জন মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করে দেশব্যাপী মাধ্যমিক স্তরের ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৪২৯ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের ৫৯৭ জন কর্মকর্তাকে নতুন শিক্ষাক্রম বিতরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ;

- মোট ৪,১৬,৫৫,২২৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৪,৩৬,৬২,৪১২ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উৎসবের দিন সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পূর্ণসেট নূতন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিবছর Ph.D. গবেষণার জন্য ৫৫ জন এবং Post-Doctoral গবেষণার জন্য ১০ জন গবেষককে অর্থায়ন করে যাচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক বছর মেয়াদী গবেষণা প্রকল্পেও কমিশন অর্থায়ন করছে। সেইসাথে প্রতিবছর UGC Gold Medal, UGC Banghabandhu Sheikh Mujib Fellowship, UGC Professorship দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদেশে Ph.D. ডিগ্রি করার জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছর থেকে বৈদেশিক বৃত্তি (Foreign Scholarship) প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদেরকেও উচ্চ-শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য Prime Minister Gold Medal দেয়া হচ্ছে।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ আইন, ২০২৩, মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর আইন, ২০২৩ ও বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন এর গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

- ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় শরীয়তপুর, আইন, ২০২৩ ও লক্ষীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩ এর খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ সুপারিশ গ্রহণ অন্তে জাতীয় সংসদে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া সাতক্ষীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়নগঞ্জ আইন, ২০২৩ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩ এর খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠক নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। সাতক্ষীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়নগঞ্জ আইন, ২০২৩ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;

- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গুণগত শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১২৪টি (পাবলিক ৪১টি এবং বেসরকারি ৮৩টি) বিশ্ববিদ্যালয়ে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের যৌক্তিক সংখ্যা নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচিং লোড ক্যালকুলেশন নীতিমালা-২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

- এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারির বেতন ভাতা প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কাজ অনলাইনে করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের এমপিও এর বেতন ভাতা বাবদ ১৮৭ কোটি ৮৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৬৫ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন ২২৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

- বেসরকারি কলেজে কর্মরত ৪৩১৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত এবং ৭৩৭৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়েছে;

- বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ৮০০ (আটশত) প্রধান শিক্ষক, ৫০০ (পাঁচশত) সহকারী প্রধান শিক্ষক, ০১ (এক) হাজার সহকারী শিক্ষক, ৫০০ (পাঁচশত) কর্মচারীর এমপিওভুক্তি এবং ৬০০ (ছয়শত) শিক্ষকের উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়;

- পারফরমেন্স বেজড গ্রান্টস ফর সেকেন্ডারী সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউশনস (পিবিজিএসআই) স্কিমের আওতায় ৬ ধরনের অনুদান/পুরস্কারের সংস্থান রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে নির্ধারিত মানদন্ডের ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ের অনুমোদিত কমিটির মাধ্যমে ৫০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ লক্ষ টাকা হারে মোট ২৫০ কোটি টাকা স্কুল/ মাদ্রাসা/স্কুল অ্যান্ড কলেজ ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুদান প্রেরণ করা হয়েছে;
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এবং পরিচালন বাজেটের আওতায় ৩৭২১৯৫.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্বাহ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে, ৭১টি সরকারি ও বেসরকারি কলেজ, ৭৭০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৬৭৬ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ২টি ছাত্রাবাস, ২টি ছাত্রীনিবাস, সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪১৫২ টি মেরামত ও সংস্কার কাজ উল্লেখযোগ্য।
- IEIMS প্রকল্পের আওতায় CRVS ব্যবস্থার আলোকে মাধ্যমিক স্তরের (৬ষ্ঠ-১২শ শ্রেণির) শিক্ষার্থী প্রোফাইল তৈরি ও UID প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে Data Entryএর কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১১১,০০,০০০ শিক্ষার্থীর Data Entry সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬০,০০,০০০ এর অধিক শিক্ষার্থীর UID পাওয়া গিয়েছে।
- দেশের ৯টি শিক্ষাবোর্ড, ৩টি অধিদপ্তর, NTRCA ও ব্যানবেইস ইত্যাদি সংস্থার ব্যবহারের জন্য ৩৪টি Software Module Development এর কাজ প্রায় ৯০% সম্পন্ন হয়েছে এবং ICT অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রকাশিত ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় ৩২,৪৩৮ (বত্রিশ হাজার চারশত আটত্রিশ) জন প্রার্থীকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়োগের সুপারিশের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ সকল নির্বাচিত প্রার্থীর পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- SDG-4 অনুযায়ী মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে ৮৫,৪৫৬ (পঁচাশি হাজার চারশত ছাপ্পান্ন) জন নিবন্ধনধারীকে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে সম্পূর্ণ মেধারভিত্তিতে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছর হতে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি'র অর্থ উপকারভোগী/শিক্ষার্থী কর্তৃক কোনো প্রকার ক্যাশআউট চার্জ প্রদান ছাড়াই সরাসরি ১,৪৫,৯৮৯ জন শিক্ষার্থীর মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ৭৯,৪৭,৬১,৬৫০ টাকা প্রেরণ করা হচ্ছে।

- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (HSP) এর মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫০,৫৩,৬৬১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবাদ ১৪৭৫,৫২,৭৩,৭৬০ টাকা বিতরণ। সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৭,৬২,৫৯৩ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৫০৩,৬০,৫৫,৩১০ টাকা বিতরণ;
- উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদানের জন্য নির্বাচিত প্রতিজন শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক পর্যায়ে এককালীন ৫,০০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮,০০০ টাকা এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১০,০০০ টাকা হারে ভর্তি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩৫৭১ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি সহায়তা বাবদ মোট ২,৪৯,৫৭,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।
- দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা সেবা নির্বিঘ্ন ও ব্যয় সহনীয় করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এককালীন চিকিৎসা অনুদান সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা অনুদান হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২০ জন শিক্ষার্থীকে ৮,৬০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। দেশের অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ৫৫ জন শিক্ষার্থীকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৭,৯৫,০০০ টাকা বিতরণ;
- দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে এম.ফিল.এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধনপ্রাপ্ত গবেষকগণের গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে পিএইচ.ডি. কোর্সে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদ মাসিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা হারে গবেষকদের ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান নির্দেশিকা, ২০২২' অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরস্থ সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৬টি অধিক্ষেত্রে ২২ (বাইশ) জন অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ স্বাক্ষরে ১টি সনদপত্র, এককালীন ৩ লক্ষ টাকার একাউন্ট পে-চেক ও ১টি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে ১০ হাজার ২শত ১৮জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ১১শত ৮৬কোটি ৮৮লক্ষ ৫হাজার ৯১৮ টাকা প্রদান করা হয়।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৭,১৪৫ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৭৪৫ কোটি ৮২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিংবডি অনুমোদনের সংখ্যা ১০৯৬ টি, শিক্ষার্থীদের সনদ বিতরণের সংখ্যা (ফ্রেশ কপি +দ্বিনকল) ১,৩৭,৫৬৭

টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সংখ্যা ১৪৯ টি, নাম সংশোধনের সংখ্যা ৩৩,১৫৪ টি, আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি কর্তৃক অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩১টি।

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ.ডি.পি.তে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৭৩টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ৭২১৮.৩৩ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫১৫৩.৮৭ কোটি টাকা এবং এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭১.৪০%।
- ২৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ০১ লক্ষ টাকা করে মোট ০২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, ৪০০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৩০ হাজার টাকা করে ০১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণির ৩৬৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ০৮ হাজার টাকা করে মোট ০২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা, ৯ম-১০ম শ্রেণির ২৬২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ০৮ হাজার টাকা করে মোট ০২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ১৮৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ০৯ হাজার টাকা করে মোট ০১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯৪ হাজার এবং স্নাতক ও সমমানের ১৬৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ১০ হাজার টাকা করে মোট ০১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান এবং ৩২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ৬০ হাজার টাকা করে মোট ০১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে MyGov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং মোবাইল ব্যাংকিং (নগদ) এর মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান;
- "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) স্থাপন, পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান নীতিমালা-২০২২ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়েছে;
- ১৭টি বেসরকারি কলেজ স্থাপন, ১৫টি বেসরকারি কলেজের পাঠদান, ৩০টি বেসরকারি কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি, ৩৫টি বেসরকারি কলেজে বিষয় খোলা এবং ৫টি বেসরকারি কলেজে বিভাগ খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৮ (আটাশ) কোটি টাকার বরাদ্দ হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ হতে ২৮০ টি প্রকল্পে মোট ১৯,০১,২৪,০০০/- টাকা অর্থ ছাড়করণ। হাঙ্গেরি সরকারের ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত ২০৭ জনকে প্রাথমিক মনোনয়ন প্রদানের প্রেক্ষিতে ১০০ জন প্রার্থী, চীন সরকারের ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত ১৪০

জনকে প্রাথমিক মনোনয়ন প্রদানের প্রেক্ষিতে ৪৯ জন মূল ও ১৯ জন অপেক্ষমানসহ মোট ৬৮ জন প্রার্থী চূড়ান্ত নির্বাচিত;

- Japanese Government এর MEXT Scholarship for 2023 এ ৯৯ জন মরোক্কো সরকারের বৃত্তি -১৫ জন, মিশর সরকারের বৃত্তি- ১২ জন, আল -আজহার, আল-শরিফ ইনস্টিটিউটে -১২ জন, কমনওয়েলথ বৃত্তি ২০২৩ এ ৫১ জন এবং ব্রুনাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি-এ ১০ জনকে জনকে প্রাথমিক মনোনয়ন।
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রধান শিক্ষক পদে ৮০ জন এবং জেলা শিক্ষা অফিসার পদে ২৫ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়।
- দেশব্যাপী অনন্য সাধারণ মেধা অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের বৈষম্য নিরসনে বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০২২ উপজেলা, জেলা, মহানগর, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ৩টি ক্যাটাগরিতে ৫টি বিষয়ে 'বছরের সেরা মেধাবী' হিসেবে নির্বাচিত ১৫ জনকে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে (ভার্চুয়াল) ২৬ জুন, ২০২২ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণ;
- দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শ্রেষ্ঠ শ্রেণি-শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিবছর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ০৬ মে ২০২৩ তারিখে শুরু হয়ে তারপর পর্যায়ক্রমে উপজেলায় ১৩-১৪ মে, জেলা পর্যায়ে ২০-২১ মে .বিভাগীয় পর্যায়ে ১৭-১৮ মে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ০৫-০৬ জুন সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা এবং ধানমন্ডি গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চারটি গ্রুপে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। একইসাথে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী,শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান,শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান, শ্রেষ্ঠ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং শ্রেষ্ঠ জেলা শিক্ষা অফিসার নির্বাচন করা হয়। বিগত ১৯ জুন ২০২৩ তারিখে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বিজয়ীদের মাঝে নগদ অর্থ, সনদ, ক্রেস্ট ও মেডেল প্রদান করা হয়।
- শিক্ষক দিবস-২০২২' এই প্রথমবারের মতো আড়ম্বরপূর্ণভাবে এবং উৎসবমুখর পরিবেশে গত ২৭ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে শিক্ষক দিবস ২০২২ পালন করা হয়। এ আয়োজনে দুই মন্ত্রণালয়ের (শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের) উদ্যোগে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শিক্ষক দিবস ২০২২ উদযাপিত হয়। এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সাথে

সমন্বয় করে দিবসটি পালন করে। শিক্ষক দিবসের প্রতিপ্রাদ্য বিষয় ছিল- "The Transformation of Education Begins with Teachers" অর্থাৎ 'শিক্ষকদের হাত ধরেই শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর শুরু' ।

- ৪৯তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জাতীয় পর্যায়ে ২০ হতে ২৪ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে ভাষা সৈনিক রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়েছে । বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল,মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে উপজেলা/থানা, জেলা, উপ-অঞ্চল, অঞ্চল হয়ে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত প্রতিযোগিতায় ০৫টি খেলা অনুষ্ঠিত হয় । খেলাগুলো হলো- সাঁতার(ছাত্র-ছাত্রী), ফুটবল (ছাত্র-ছাত্রী) হ্যান্ডবল (ছাত্র-ছাত্রী), কাবাডি(ছাত্র-ছাত্রী) ও দাবা (ছাত্র-ছাত্রী) ।
- বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের নবাগত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যাকলগ দূরীকরণের জন্য জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ কোর্স ছাড়াও ৬(ছয়) টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩৪৫ জনকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে অনন্য সাধারণ অবদান, মাতৃভাষার চর্চা, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক দেশি ও বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অনুকূলে জাতীয় পদক এবং আন্তর্জাতিক পদক প্রতি এক বৎসর পরপর প্রদান করা হয়। প্রদেয় পদকের সংখ্যা ৪টি ।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৫৪০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২৮৫২টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (মহানগরী ও জেলার সদর উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত অনলাইনে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- 'সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ২০১৮' অনুযায়ী ৩২৬টি সরকারিকৃত কলেজসমূহের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২২টি কলেজের যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিয়োগকৃত বেসরকারি আমলে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীগণকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল/স্কুল এন্ড কলেজ) কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের কার্যক্রম

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

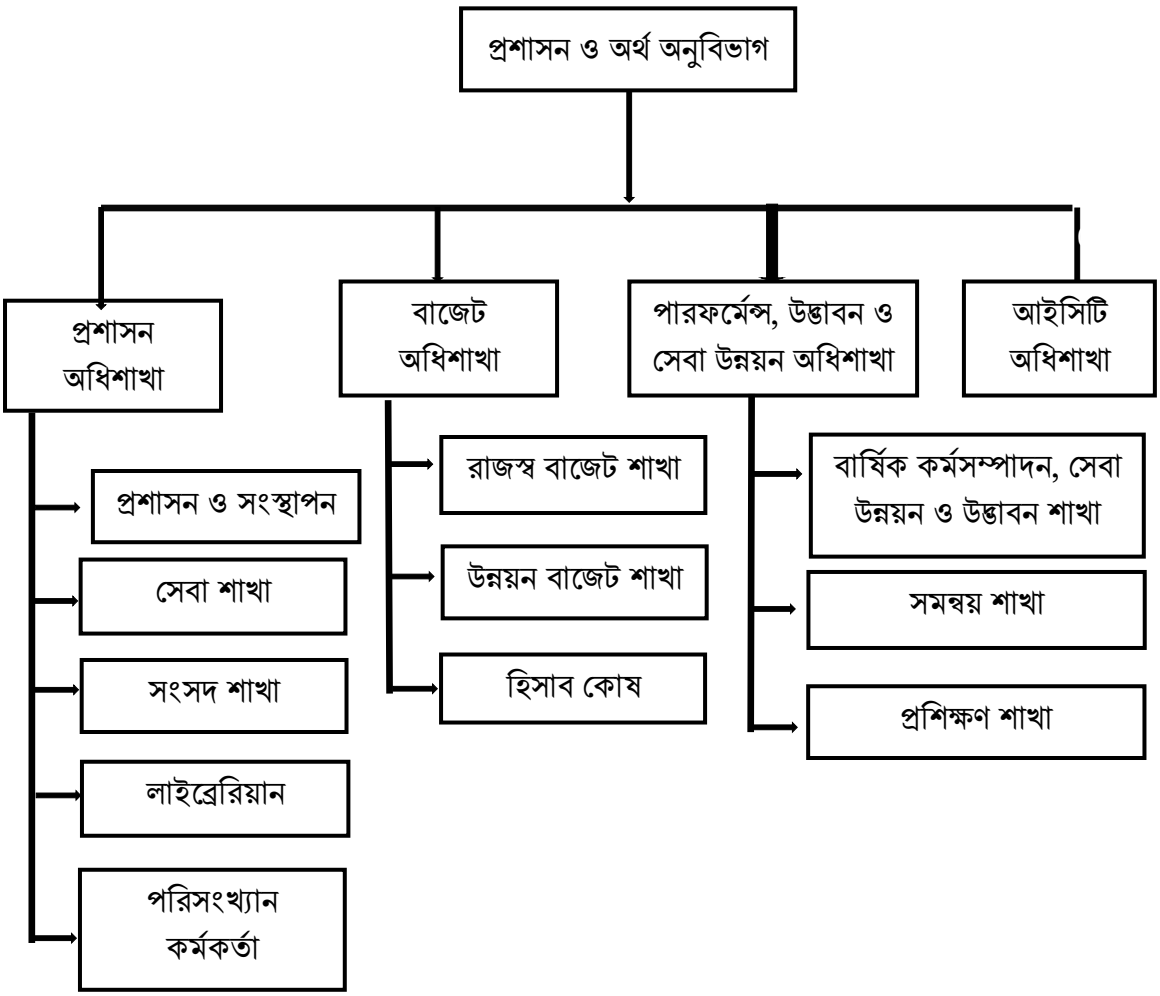

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ২৮ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান;
- ১ম শ্রেণির ২টি পদে (সিস্টেম এনালিষ্ট-০১টি ও সহকারী প্রোগ্রামার-০১টি) পদোন্নতি প্রদান;
- ৩য় শ্রেণির ০৬ জন কর্মচারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান;
- ৩য় শ্রেণির ০১ জন কর্মচারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট

অর্থবছর	পরিচালন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট (SEDP সহ)	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়		মন্তব্য
				টাকা	%	
মূল বাজেট	২৩,৩৬১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা	১৬,৬০০ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা	৩৯,৯৬২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা			কৃচ্ছ্রতা সাধনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্দেশনা দেয়ায় ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।
সংশোধিত বাজেট	২৩,৫৮৭ কোটি ৫৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা	১০০৬৪ কোটি ৬০ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা	৩৩,৬৫২ কোটি ১৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা	৩০০৩৮ কোটি ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার	৮৯.২৫%	

- ২৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ০১ লক্ষ টাকা করে মোট ০২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান;
- ৪০০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৩০ হাজার টাকা করে ০১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান;
- ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণির ৩৬৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ০৮ হাজার টাকা করে মোট ০২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা, ৯ম-১০ম শ্রেণির ২৬২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ০৮ হাজার টাকা করে মোট ০২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান;
- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ১৮৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ০৯ হাজার টাকা করে মোট ০১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯৪ হাজার এবং স্নাতক ও সমমানের ১৬৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ১০ হাজার টাকা করে মোট ০১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান;
- ৩২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ৬০ হাজার টাকা করে মোট ০১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর;
- এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর;

চিত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে (২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকাশিত) এপিএ-তে এ বিভাগের ১১তম স্থান অর্জন;

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বিভাগের ৯ম গ্রেড হতে তদুর্ধ্ব পর্যায়ের ৫০ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে সমসাময়িক ০৬ টি বিষয়ের উপর লার্নিং সেশনের আয়োজন;
- ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'তে ফলাফলের ভিত্তিতে আওতাধীন ০৩টি দপ্তর/সংস্থাকে ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান।

(১ম স্থান)

(২য় স্থান)

(৩য় স্থান)

চিত্র: এপিএ ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান

- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের নিয়ে ২টি বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা গত ০১ ও ০৭ জুন ২০২৩ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এ আয়োজন;
- উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগের সিটিজেন চার্টারভুক্ত "সরকারি বাসাবাড়ি বরাদ্দ প্রদান" সংক্রান্ত সেবাটি MyGov প্লাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশন;
- ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ১০০ জন কর্মকর্তাদের নিয়ে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে ০১ দিনের ০৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ মে ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এ আয়োজন;
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ;
- এ বিভাগের ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক এবং বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।
- ২০৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে "শুদ্ধাচার" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন;
- 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭' এর আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে কর্মরত গ্রেড ০২ হতে গ্রেড ০৯ পর্যন্ত ০১ জন কর্মকর্তা, গ্রেড ১০ হতে গ্রেড ১৬ পর্যন্ত ০১ জন কর্মচারী, ১৭ হতে গ্রেড ২০ পর্যন্ত ০১ জন এবং আওতাধীন ২৩টি দপ্তর/সংস্থার মধ্য হতে ০১ জন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান।

চিত্র: আওতাধীন ২৩টি দপ্তর/সংস্থার মধ্য হতে প্রতিষ্ঠান প্রধান

চিত্র: গ্রেড ০২ হতে গ্রেড ০৯ পর্যন্ত ০১ জন কর্মকর্তা

চিত্র: ১০ হতে গ্রেড ১৬ পর্যন্ত ০১ জন কর্মচারী

চিত্র: ১৭ হতে গ্রেড ২০ পর্যন্ত ০১ জন কর্মচারী

চিত্র: শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২৩ প্রদান

ক্রমিক নং	দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপের নাম ও ব্যাচ	অংশগ্রহণকারীর বিবরণ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (অভ্যন্তরীণ)- ০৬টি ব্যাচ	১০ম-২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী	১৫০ জন
২	নব-নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য ০৩ (তিন) দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ- ০১টি ব্যাচ	১৩ম-২০তম গ্রেডের কর্মচারী	২৮ জন
৩	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ- ০৪টি ব্যাচ	১০ম-২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী	১২০ জন
৪	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা- ০২টি ব্যাচ	৪র্থ-১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা	৯৩ জন
৫	বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) প্রচার বিষয়ক কর্মশালা- ০১টি ব্যাচ	৫ম-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা	৪০ জন
৬	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং-র‍্যাগিং প্রতিরোধ নীতিমালা-২০২৩ প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা- ০১টি	২য়-৭ম গ্রেডের কর্মকর্তা	৫৫ জন
৭	Government Employee Management System (GEMS) বিষয়ক কর্মশালা- ০১টি ব্যাচ	২য়-৭ম গ্রেডের কর্মকর্তা	৫৬ জন
৮	এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩ প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত খসড়া চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত আয়োজিত কর্মশালা- ০১টি ব্যাচ	২য়-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা	৪৮ জন

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে MyGov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং মোবাইল ব্যাংকিং (নগদ) এর মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান;

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (PIMS) সফটওয়্যার উন্নয়ন এবং এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকল তথ্য (ছুটি, পদোন্নতি, পদায়ন এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) অনলাইনে গ্রহণ ও সংরক্ষণ;
- এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর-সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য এ, বি ও সি টাইপের সরকারি বাসা-বাড়ি বরাদ্দের ক্ষেত্রে MyGov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি।
- দপ্তর/সংস্থার সাথে মাসিক সমন্বয় সভা ও অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা আহবান এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়তা;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলি সম্পর্কিত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;
- বিভিন্ন দেশ/ সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চাহিত মতামত প্রদান;
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত সভা আহ্বান এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ;
- একাদশ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের জবাব যথাসময়ে প্রস্তুত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির বৈঠকের জন্য কার্যপত্র প্রস্তুত করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
- ২০২৩ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্ট অংশের বাংলা ও ইংরেজি তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।
- জাতীয় দিবসসহ অন্যান্য দিবস উদ্‌যাপন/পালন;
- জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ উদ্‌যাপন;
- এ বিভাগের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের গৃহ-নিমার্ণ/ফ্ল্যাট ক্রয়ের লক্ষ্যে ২২১ টি ঋণ আবেদন অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ই-জিপির মাধ্যমে বাস্তবায়ন;
- এ বিভাগের সকল আদেশ, পরিপত্র ও প্রজ্ঞাপনের সমন্বয়ে আইন সংকলন বই আকারে প্রকাশ;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সুসজ্জিতকরণ এবং আধুনিকায়ন।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

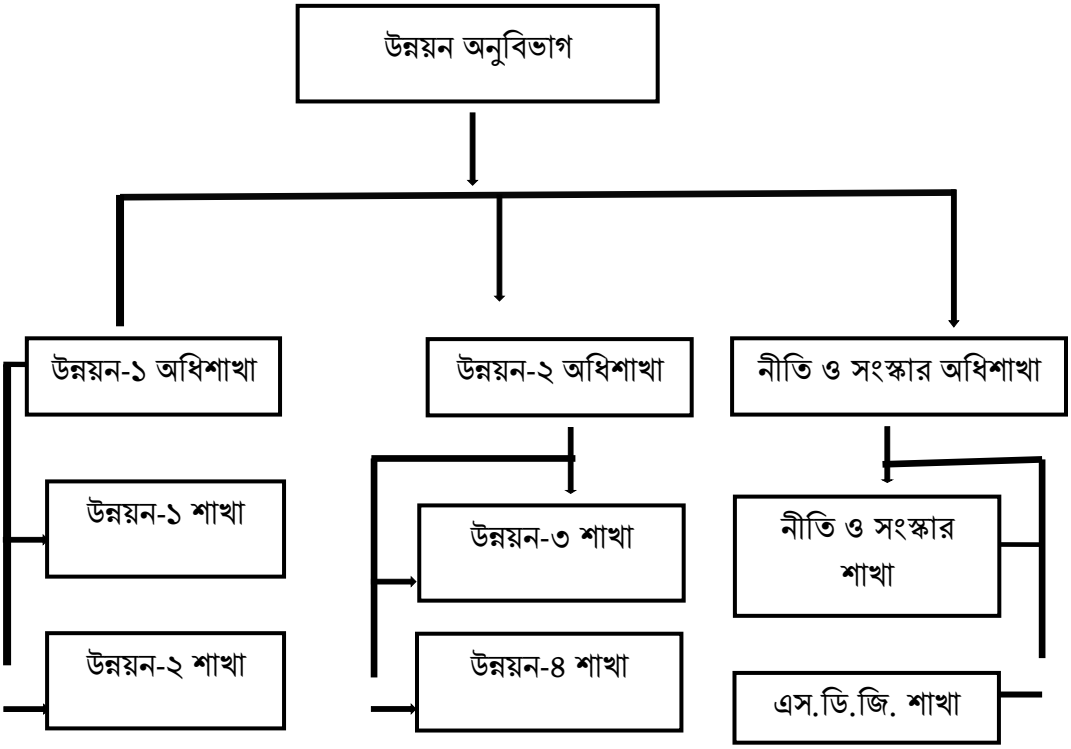

২০২২-২৩ অর্থবছরের উন্নয়ন অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- Secondary Education Development Program (SEDP) এর মেয়াদ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধি করা;
- SEDP কর্মসূচির ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন;
- SEDP প্রোগ্রামের আওতায় ডিসেমিনেশন অব নিউ কারিকুলাম স্কিমের আওতায় নতুন কারিকুলাম বিস্তরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ের ৩,২৯,৪৬৩ জন শিক্ষকদেরকে দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
- SEDP প্রোগ্রামের অধীন পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারী ইনস্টিটিউশন (PBGSI) শীর্ষক স্কিমের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা ব্যবপস্থাপনা জবাবদিহি অনুদান ৫০০০ (পাঁচ হাজার)টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা করে EFT এর মাধ্যমে প্রদান;

- SEDP'র অধীন Strengthening Reading Habit and Reading Skills among Secondary Students স্কিমের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৫০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন বেগবান করার জন্য ৯৩টি বই নির্বাচন;

উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	কর্মসূচির **নাম**	**বরাদ্দকৃত অর্থ**	**ব্যয়িত অর্থ**	**অগ্রগতি**
১.	ডিসেমিনেশন অব নিউ কারিকুলাম স্কিম	৩৬৪৬৬.০০	২৫৪২৭.০৫	আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.২৭%।
২.	পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারী ইনস্টিটিউশন (PBGSI)	৩০০৫৬.৬১	২৬২৫৪.৮৯	আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৩৫%।

- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অধীনে বাস্তবায়নাধীন 'সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি' শীর্ষক স্কিমের আওতায় দেশব্যাপী ৬ষ্ঠ থেকে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৫৮১৬২৫৪ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৯৭৯১৩.২৯ লক্ষ টাকা উপবৃত্তি প্রদান;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় ৫২টি এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর জন্য ০৭টিসহ সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৫৯টি সৃজন করা হয়েছে;
- National Assessment of Secondary Student (NASS) এর Framework অনুমোদন;
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী পদে ৫৭ জন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে ২৪০ জনকে নিয়োগ প্রদান;
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (০৬টি) পদে পদোন্নতি প্রদান;
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের দুই জন উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)কে সহকারী প্রকৌশলী পদে, ১৫ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)কে সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) পদে ও দুই জন ড্রাফটসম্যানকে সহকারী স্থপতি পদে এবং ১২ টি হিসাবরক্ষক পদ (১১তম গ্রেড) হতে সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড) পদে পদোন্নতি প্রদান;
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে অস্থায়ী সৃষ্ট ১৮৪৭টি পদের মেয়াদ সংরক্ষণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ;
- "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ০৩টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পে ০১টি উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে নিয়োগ;

- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ০৩টি, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ০৫টি, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ০৩টি, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ০১টি এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ এর ০১টি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন।

- ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) প্রকল্প: ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ-NAAND প্রকল্পের আওতায় একটি আন্তর্জাতিক মানের NAAND কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Vernacular Consultants Ltd. কর্তৃক প্রস্তুতকৃত NAAND Complex এর আর্কিটেকচারাল ড্রইং ও ডিজাইন চূড়ান্ত অনুমোদন;

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত NAAND কমপ্লেক্সের ড্রয়িং ডিজাইন চূড়ান্তকরণ কর্মশালা

- অটিজম ও এনডিডি শিশুদের সেবা প্রদান ও শিক্ষা কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে NAAND অস্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য ০১টি (অধ্যক্ষ) ক্যাডার পদসহ রাজস্বখাতে মোট ৫০টি পদ এবং আউটসোর্সিং নীতিমালা ২০১৮ মোতাবেক আরও ১২টি পদ সৃজন;

- "College Education Development Project (CEDP)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আইডিজি এওয়ার্ডভূক্ত ১২০টি কলেজে প্রায় ১০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ উন্নয়নের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে: যেমন: Renovation & Refurbishment এর মাধ্যমে Smart Classroom তৈরি, Smart Board স্থাপন, ICT ল্যাব স্থাপন, আধুনিক ওয়াশব্লক স্থাপন, লাইব্রেরী ও বিভাগীয় সেমিনারে পর্যাপ্ত বই ক্রয় ও আধুনিকায়ন, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন, চাইল্ড কেয়ার/মাদার কেয়ার কর্নার স্থাপন, ওয়াটার পিউরিফায়ার স্থাপন ইত্যাদি।

- "Establishment of Integrated Education Informational Management System (IEIMS)" শীর্ষক প্রকল্প:

- CRVS ব্যবস্থার আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (ষষ্ঠ –দ্বাদশ) শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ডেটাবেজ প্রণয়ন ও UID প্রদানের নিমিত্ত Software Development এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ডেটাবেজ প্রণয়ন ও UID প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ কর্তৃক জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১১০,০০০০০ শিক্ষার্থীর প্রোফাইল Data সফটওয়্যারে এন্ট্রি ও Upload সম্পন্ন করা হয়েছে। ৬০ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর UID নিশ্চিত হয়েছে।
- শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট ২০টি Software Module Development কাজের ৯৫% অগ্রগতি হয়েছে। User পর্যায়ের Testing এর কাজ চলছে। Software এর প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন ১৩ টি সংস্থার জন্য ১৪ টি Software Module Development কাজের ৮০% অগ্রগতি হয়েছে;
- "Establishment of 160 Upazila ICT Training and Resource Centre for Educational (UITRCE) Phase-II" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সাইট পরিবর্তন করায় ৩০ টি উপজেলায় পুনঃমাটি পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করে ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়েছে;

মাধ্যমিক-১ অনুবিভাগের কার্যক্রম

মাধ্যমিক-০১ অনুবিভাগ

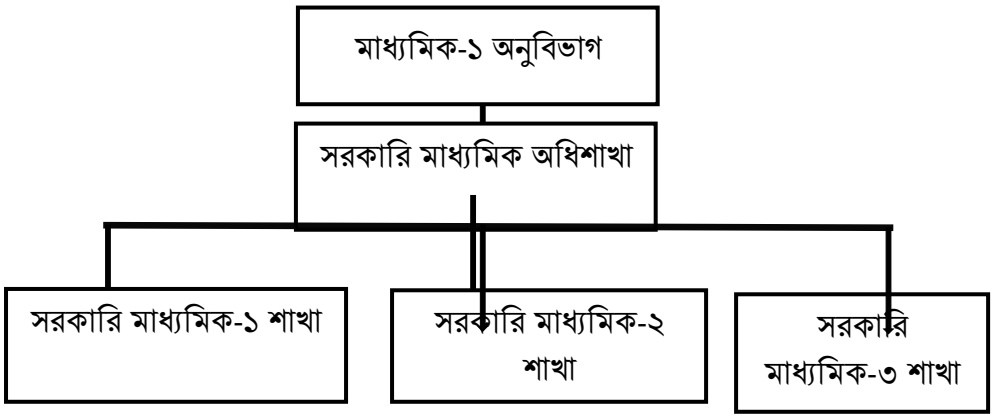

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন:

- ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলাধীন সখিপুর থানার 'চরভাগা বঙ্গবন্ধু আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ'টি সরকারিকরণ করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল/স্কুল এন্ড কলেজ) কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী অনন্য সাধারণ মেধা অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের বৈষম্য নিরসনে সৃজনশীল মেধা অনুসন্ধানে বাংলাদেশ সরকার একটি জাতীয় সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখ হতে সারাদেশে একযোগে বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০২৩ প্রতিযোগিতা উপজেলা, জেলা, মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ৩টি ক্যাটাগরিতে ৫টি বিষয়ে 'বছরের সেরা মেধাবী' হিসেবে নির্বাচিত ১৫ জনকে গত ১১ জুন ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুরস্কার প্রদান করেন। নির্বাচিত সেরা ১৫ জন মেধাবীর প্রত্যেককে পুরস্কার হিসেবে ০২ লক্ষ টাকার চেক ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
- সরকারিকৃত মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (স্কুল এন্ড কলেজ) শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা-২০২৩ প্রণয়ন ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

- সরকারিকরণের প্রক্রিয়াধীন ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	বাঁশখালী বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়
২.	বাগেরহাট	ফকিরহাট	বঙ্গবন্ধু মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
৩.	জামালপুর	ইসলামপুর	ইসলামপুর জে.জে.কে.এম. গালর্স হাই স্কুল এন্ড কলেজ
৪.	ঢাকা	মোহাম্মদপুর	লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়'
৫.	ঢাকা	ডেমরা	বাওয়ানী আদর্শ বিদ্যালয়
৬.	রাজশাহী	পবা	রাজশাহী পাটকল উচ্চ বিদ্যালয়
৭.	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	ইউএমসি আদর্শ বিদ্যালয়
৮.	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	সবুজ শিক্ষায়তন উচ্চ বিদ্যালয়
৯.	খুলনা	খালিশপুর	পিপলস্ জুট মিলস্ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১০.	খুলনা	দীঘলিয়া	স্টার জুট মিলস্ উচ্চ বিদ্যালয়
১১.	চট্টগ্রাম	ষোলশহর	আমিন জুট মিলস্ উচ্চ বিদ্যালয়
১২.	খুলনা	খানজাহান আলী	আলীম ইস্টার্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৩.	যশোর	অভয়নগর	জেজেআই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৪.	খুলনা	খালিশপুর	ক্রিসেন্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৫.	খুলনা	খালিশপুর	প্লাটিনাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৬.	পাবনা	সাঁথিয়া	মাধপুর শেখ হাসিনা উচ্চ বিদ্যালয়
১৭.	নারায়ণগঞ্জ	সদর	সৈয়দপুর বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়
১৮.	জামালপুর	মেলান্দহ	বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়
১৯.	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	হাটমাগুড়া শেখ রেহানা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
২০.	জামালপুর	সদর	বঙ্গবন্ধু আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল, ক্ষুদ্রনৃ-গোষ্ঠী, ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরে ৪০,৯১,৫৩৮১ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৩,৪৮,৭৮,৪৫৫ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশ গ্রহণে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উৎসবের দিন সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর মাঝে পূর্ণসেট পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ

- জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ এর নির্দেশনা অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির বিস্তারিত শিক্ষাক্রম এবং মূল্যায়ন কৌশল অনুমোদন করা হয়েছে। সে আলোকে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১-এর আলোকে উন্নয়নকৃত জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুসারে নবম শ্রেণির জন্য বিষয় ভিত্তিক শিখন সামগ্রী প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত পাঠ্যপুস্তক কমিটির অনুমোদন করা হয়েছে;
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর ২০২৪ (২০২৩ উৎপাদন বর্ষ) শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), ইবতেদায়ি, দাখিল এবং এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল, কারিগরি ট্রেড বই এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের জন্য ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ এবং ইন্সপেকশন এজেন্ট নিয়োগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (TAP) অনুমোদন করা হয়েছে;

মাধ্যমিক-২ অনুবিভাগের কার্যক্রম

মাধ্যমিক-২ অনুবিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

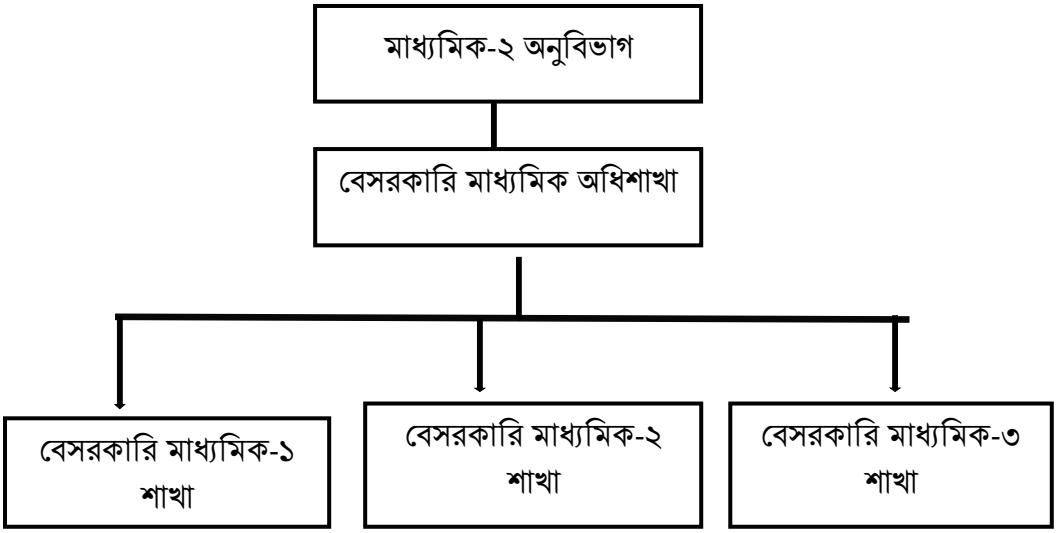

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা-২০২৩ খসড়াটি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিয়য়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) স্থাপন, পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান নীতিমালা-২০২২ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়েছে।
- এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় বেসরকারিভাবে ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ৯৬টি পাঠদান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক), ৪৬টি একাডেমিক স্বীকৃতি (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক), ১৭টি বিষয় খোলা, ০৪টি বিভাগ খোলা, ০৩টি শিফট খোলা, ১৩১টি অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলা অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, রাজশাহী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের অর্জন:

স্থাপন	১৬ টি
পাঠদান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক)	২২ টি
একাডেমিক স্বীকৃতি (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক)	২৩ টি
বিষয় খোলা	৪ টি

বিভাগ খোলা	৪ টি
শিফট খোলা	৩ টি
অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলা	৮ টি
মোট	**৮০ টি**

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা, সিলেট, বরিমাল, চট্টগ্রাম, যশোর উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের অর্জন:

স্থাপন	৫৪ টি
পাঠদান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক)	৭৪টি
একাডেমিক স্বীকৃতি (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক)	২৩ টি
বিষয় খোলা	১৩ টি
বিভাগ খোলা	০ টি
শিফট খোলা	০ টি
অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলা	১২৩ টি
মোট	**২৮৭ টি**

- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২২৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিভুক্তির আদেশ জারি করা হয়েছে। স্তর ভিত্তিক তালিকা নিম্নে ছকে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	আদেশের তারিখ	নিম্ন মধ্যমিক বিদ্যালয়	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	ডিগ্রী পাস কলেজ
০১	০৬/০৭/২০২২	৬৬৬টি	১১২২টি	১৩৬টি	১০৯টি	১৮টি
০২	১২/০১/২০২৩	৮১টি	৬৩টি	২২টি	২৭টি	০৫টি
	মোট	৭৪৭টি	১১৮৫টি	১৫৮টি	১৩৬টি	২৩টি

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত নীতিমালাটি প্রণয়ের জন্য গঠিত কমিটি একটি খসড়া দাখিল করেছেন। উক্ত খসড়াটি সংশোধন/পরিমার্জন করার জন্য সভা আহ্বান করা হবে।
- বেসরকারি এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য আচরণ বিধিমালা সংক্রান্ত নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের জন্য ২২.০৬.২০২৩ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কলেজ অনুবিভাগের কার্যক্রম

কলেজ অনুবিভাগ

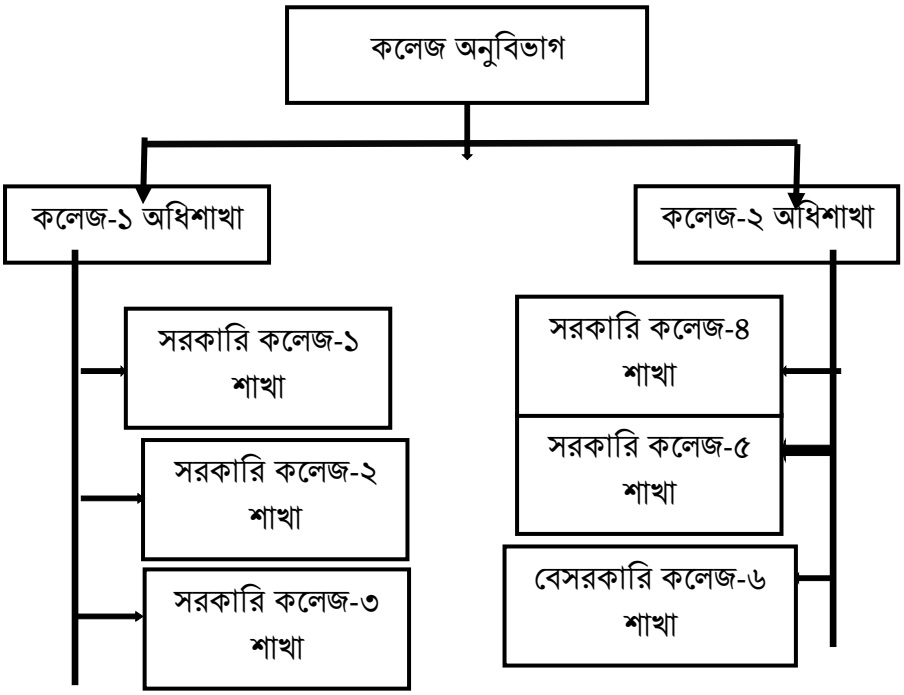

২০২২-২৩ অর্থবছরের কলেজ অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ৪০তম বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে প্রভাষক পর্যায়ের ৭৪৮ (সাতশত আটচল্লিশ) জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ/পদায়ন করা হয়।
- বি.সি.এস.(সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রভাষক পর্যায়ের ৪৩০ (চারশত ত্রিশ) জন কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ীকরণ করা হয়;
- বি.সি.এস.(সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ের ৬৮৮ (ছয়শত আটাশি) জন কর্মকর্তাকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- বি.সি.এস.(সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার (সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক) ও আত্মীকরণকৃত শিক্ষকদের পেনশন/আনুতোষিক মঞ্জুরি, ঐচ্ছিক অবসর, স্বেচ্ছায় ইস্তফা প্রদান, আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও) নিয়োগ ও চাকরির ধারাবাহিকতা সংক্রান্ত মোট ২৯৫টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

- বি.সি.এস.(সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদেরকে ২২ জনের লিয়েন মঞ্জুর, ১১৪ জনের প্রেষণ মঞ্জুর, ১৮ জনের শিক্ষাছুটি মঞ্জুর, ৬২০ জনের বহি:বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর, ৬৬ জনের নামের পূর্বে ড. ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে;

- বি.সি.এস.(সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের ৫১৫ জনের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান ১০০ জনকে অন্যত্র চাকরির আবেদন করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে;

- 'সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ২০১৮' সংশোধন/পরিবর্তন/পরিমার্জন-এর খসড়া সচিব মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উক্ত বিধিমালা অধিকতর যুগোপযোগী করার জন্য কর্মশালা করা হচ্ছে।

- 'সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ২০১৮' অনুযায়ী ৩২৬টি সরকারিকৃত কলেজসমূহের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২২টি কলেজের যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিয়োগকৃত বেসরকারি আমলে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীগণকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

- ১৭টি বেসরকারি কলেজ স্থাপন, ১৫টি বেসরকারি কলেজের পাঠদান, ৩০টি বেসরকারি কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি, ৩৫টি বেসরকারি কলেজে বিষয় খোলা, ১টি বেসরকারি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে কলেজ শাখা পৃথকীকরণ, ৩টি বেসরকারি কলেজের নাম পরিবর্তন, ৫টি বেসরকারি কলেজে বিভাগ খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগের কার্যক্রম

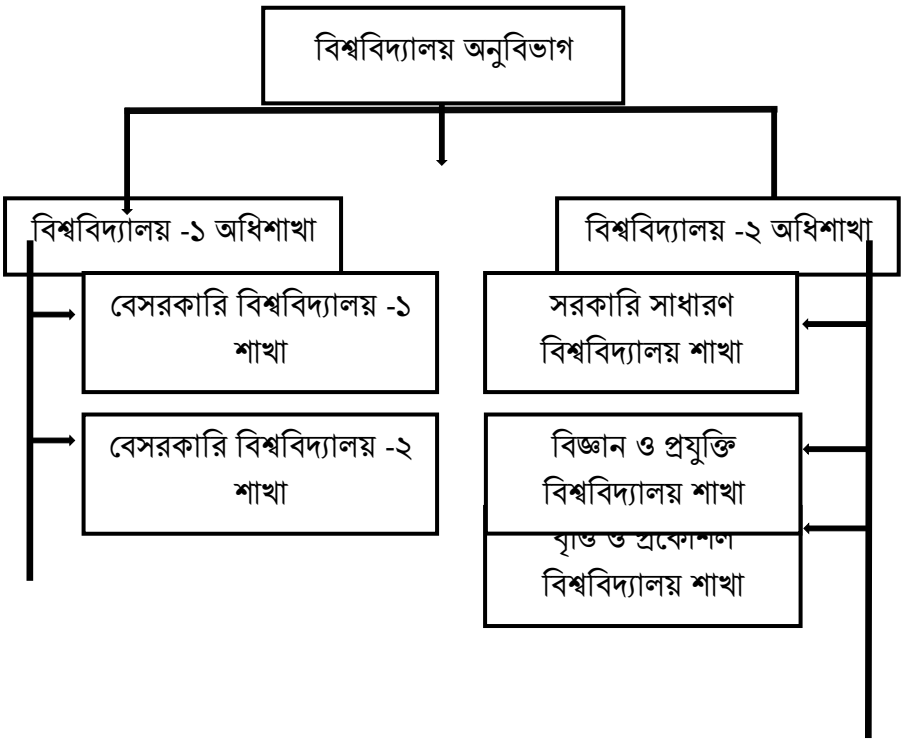

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ আইন, ২০২৩, মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর আইন, ২০২৩ এর গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ কার্যকর করার নিমিত্ত প্রজ্ঞাপন জারি;
- ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় শরীয়তপুর, আইন, ২০২৩ জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য বিল আকারে প্রেরণ;
- লক্ষীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ সুপারিশ গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
- ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩ এর খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত;

- সাতক্ষীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়নগঞ্জ আইন, ২০২৩ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;
- চট্টগ্রাম বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি, বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি খুলনা, তিস্তা ইউনিভার্সিটি, রংপুর, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ, আশুলিয়া, ঢাকা এবং লালন বিজ্ঞান ও কলা বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়াসহ মোট ০৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুনভাবে স্থাপন ও পরিচালনার সাময়িক অনুমতি প্রদান।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রশাসনিক পদে নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- ১২ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৩৯ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৫১ জন উপাচার্য নিয়োগ প্রদান;
- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ০৫ জন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ জনসহ মোট ১৯ জন উপ-উপাচার্য নিয়োগ প্রদান;
- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ০৭ জন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫ জনসহ মোট ৪২ জন ট্রেজারার নিয়োগ প্রদান।

(গ) শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা ও বৃত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৮ (আটাশ) কোটি টাকার বরাদ্দ হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ হতে ২৮০ টি প্রকল্পে মোট ১৯,০১,২৪,০০০/- টাকা অর্থ ছাড়করণ;
- হাঙ্গেরি সরকারের ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত ২০৭ জনকে প্রাথমিক মনোনয়ন প্রদানের প্রেক্ষিতে ১০০ জন প্রার্থী, চীন সরকারের ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত ১৪০ জনকে প্রাথমিক মনোনয়ন প্রদানের প্রেক্ষিতে ৪৯ জন মূল ও ১৯ জন অপেক্ষমানসহ মোট ৬৮ জন প্রার্থী চূড়ান্ত নির্বাচিত;
- Japanese Government এর MEXT Scholarship for ২০২৩ এ ৯৯ জন (৮৫ জন, Teachers Training পর্যায়ে ০৭ জন ও অন্যান্য ০৭ জন), মরোক্কো সরকারের বৃত্তি -১৫ জন, মিশর সরকারের বৃত্তি- ১২ জন, আল -আজহার, আল-শরিফ ইনস্টিটিউটে -১২ জন, কমনওয়েলথ

বৃত্তি ২০২৩ এ ৫১ জন এবং ব্রুনাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি-এ ১০ জনকে সহ মোট ৩৬৭ জনকে প্রাথমিক মনোনয়ন।

(ঘ) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি:

- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৩৯টি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন গৃহীত হয়েছে যেখানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন;

- ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চলমান গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করার আদেশ জারি করা হয়। উল্লেখ্য, আগামী বছর থেকে সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে একক আওতাভুক্ত করে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পর্যায়ক্রমে NTA (National Testing Authority) গঠন করার নিমিত্ত চেয়ারম্যান, ইউজিসি-কে নির্দেশনা প্রদান;
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে একক আইনের অধীনে অধিকতর কার্যকরীভাবে পরিচালনার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর সংশোধিত খসড়ার উপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মতামত গ্রহণ কার্যক্রম চলমান।

পরিকল্পনা অনুবিভাগের কার্যক্রম

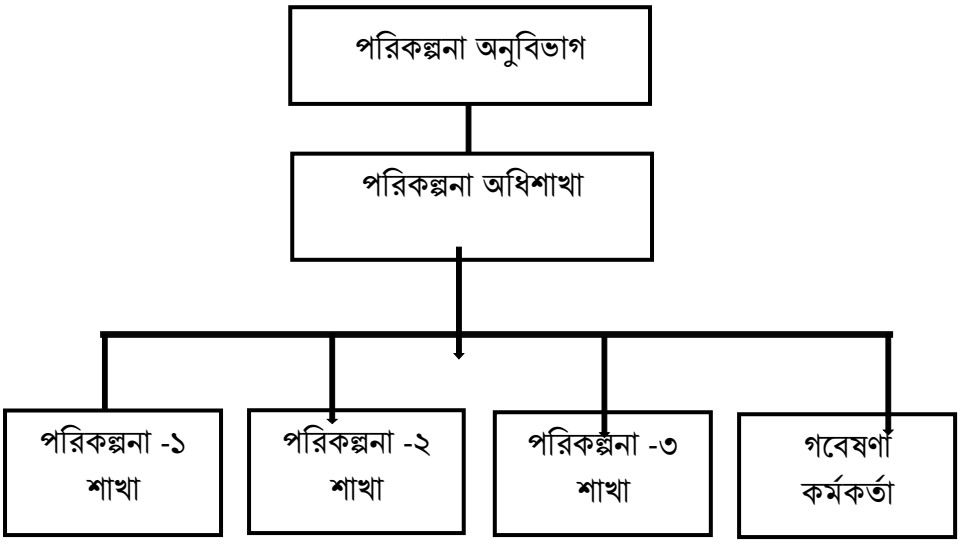

২০২২-২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে (এ.ডি.পি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৭৩টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ৭২১৮.৩৩ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৫১৫৩.৮৬ কোটি টাকা, যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৭১.৪০% । সংস্থাওয়ারী এ.ডি.পি. বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্য নিম্নরপ:

(কোটি টাকায়)

সংস্থার নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	শতকরা হার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	১০	১১২৪.১৭	৯০৬.৬৫	৮১%
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৫	২৩৮৫.৭৮	১৭৪৬.৫৫	৭৩%
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	৪৩	৩২০৪.৯১	২১৭০.৩৭	৬৮%
বাংলাদেশ স্কাউটস	০৩	৪৭.১৩	৪৪.৩৪	৯৪%
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	০২	৪৫৬.৩৪	২৮৫.৯৬	৬৩%
মোট	৭৩	৭২১৮.৩৩	৫১৫৩.৮৭	৭১.৪০ %

- উল্লেখ্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বিভাগের ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ ৫৮৩৫.৩৮ কোটি টাকা। উক্ত ব্যয়যোগ্য বরাদ্দের বিপরীতে এ বিভাগের অগ্রগতি ৮৮%।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৭৩টি প্রকল্পের মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৭১টি এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ২টি। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ছাত্র হল ও ছাত্রী হল নির্মাণ, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, আবাসিক ভবন (শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য) গবেষণাগার নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, বইপুস্তক সরবরাহ, আসবাবপত্র সরবরাহ, প্রশিক্ষণ, (শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য) যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

- উক্ত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করাসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৯০টি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া এ বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর ১৮টি প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ১৮টি প্রকল্পের মধ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ০১(এক)টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ০৩ (তিন)টিসহ মোট ৪টি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশন থেকে অনুমোদিত হয়েছে। তাছাড়া ৭৩টি প্রকল্পের অর্থছাড় কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুবিভাগ থেকে সম্পন্ন করা হয়েছে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত ১৪টি প্রকল্পের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১টি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ১১টি প্রকল্প রয়েছে, তালিকা নিম্নরুপ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
০১	গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলার ৩টি কলেজ এর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
০২	কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার মালিগাউ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন,
	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
০৩	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন
০৪	নোয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নোয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের
০৫	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি একাডেমিক ভবন এবং অডিটোরিয়াম ভবন নিমাণ
০৬	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর উন্নয়ন
০৭	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন
০৮	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি এবং গবেষণা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ
০৯	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অ্যাপলাইড বায়োইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা ইনকিউবেটর

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
	স্থাপন
১০	বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
১১	ইনট্রিগ্রেটেড ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর দ্যা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
১২	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিপ মডেল টেস্টিং সেন্টার স্থাপন (টোয়িং)
১৩	জার্মান বাংলাদেশ হায়ার এডুকেশন নেটওয়ার্ক ফর সাসটেইনেবল টেক্সটাইলস
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	
১৪	জেনারেশন ব্রেকথ্রো প্রকল্প, পর্যায়-২,

নিরীক্ষা ও আইন অনুবিভাগের কার্যক্রম

নিরীক্ষা ও আইন অনুবিভাগ

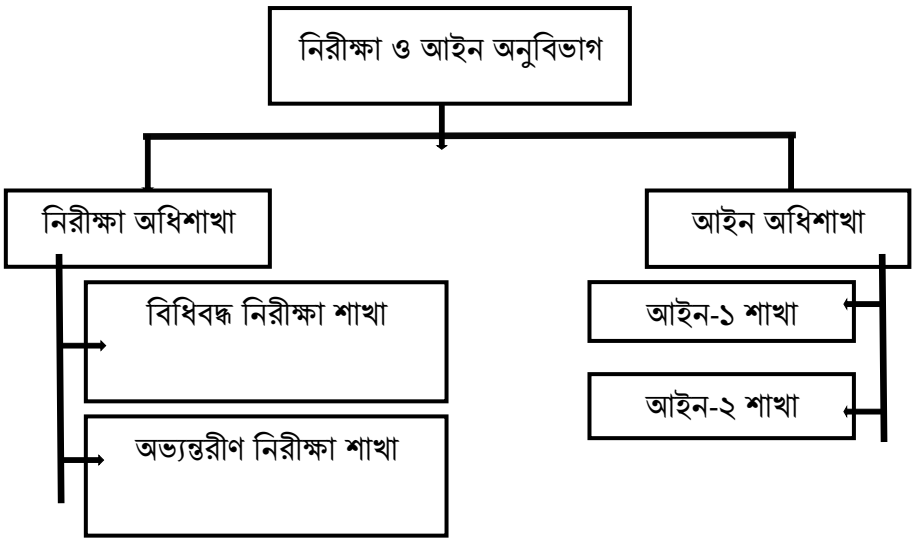

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- **অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:** মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ১৪১৩৪ টি অডিট আপত্তি পাওয়া গেছে। উক্ত আপত্তিসহ পূঞ্জিভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪১৩৪টি। ১৬২৬ টি অডিট আপত্তির ব্রডসীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। ১০৭৯ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ০৮ টি দ্বি-পক্ষীয় ও ১৩ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- **শৃঙ্খলা বিষয়ক শাখার বিভাগীয় মামলার তথ্য:** ২০২২-২০২৩ বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৯০টি, বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি পেয়েছেন ১০ (দশ) জন, বিভাগীয় মামলায় দন্ড পেয়েছেন ০৭ (সাত) জন, ১৭ (সতেরো) টি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং অনিষ্পন্ন রয়েছে ৭৩ (তিয়াত্তর) টি।

- **মামলা সংক্রান্ত তথ্য:** এ বিভাগের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/বোর্ড-এর বিপক্ষে মোট মামলার সংখ্যা ৭৩২৯ টি। তন্মধ্যে চলমান মামলার সংখ্যা ৪৮৪০টি। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৭৮০ টি এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১৩টি।

- **আইন প্রণয়ন:** 'শিক্ষা আইন, ২০২২ এর খসড়া পরিমার্জনপূর্বক 'মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আইনের খসড়া পরীক্ষ-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি-তে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে 'মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি-এর পঞ্চম সভায় 'শিক্ষা আইন, ২০২২ এর খসড়া উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ হালনাগাদ করার পর তদানুযায়ী শিক্ষা আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২৩ এর পরিমার্জিত চূড়ান্ত খসড়া পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের তথ্যাবলি:

এ বিভাগের আওতায় ৭৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পসমূহ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিম্নে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুলো ধরা হলো:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর:

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য প্রকল্প					
বিনিয়োগ প্রকল্প:					
১.	তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন" প্রকল্প জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৫৫৬৮৬০.৮৫	২৪২০০.০০	১৯৭৯৯.৮৬ ৮২%	০১। গত ১ বছরে ৪৯টি কলেজে ভবন নির্মাণ সম্পন্ন ও ১২৭ টি কলেজে ভবন নির্মাণ আংশিক সম্পন্ন; ০২। ২০টি কলেজে শ্রেণিকক্ষে ১৯২৬ জোড়া হাই-লো বেঞ্চ, ১২৭টি চেয়ার ও ১২৭টি টেবিল সরবরাহ করা হয়েছে; ০৩। ৫৯৫টি কলেজে পরীক্ষার হলে ১০৭১০ জোড়া হাই-লো বেঞ্চ, ৫৯৫ টি চেয়ার ও ৫৯৫ টি টেবিল সরবরাহ করা

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
					হয়েছে; ০৪। ৫১৯টি কলেজে ক্যান্টিনে ৪১২০ টি টেবিল ও ১৬,৪৮০টি চেয়ার সরবরাহ করা হয়েছে; ০৫। ৩০ জন শিক্ষককে ২১দিন ব্যাপী আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
২.	শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত ৭০ সরকারী পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজসমুহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) আগস্ট ১০-জুন ২৩	১৬৯০৪৪.৬৯	১৮৯২৮.০০	৪৮৭৬.৪৩ ২৬%	০১। নতুন ভবন নির্মাণ: ১৬টি ০২। নতুন ভবনে আসবাবপত্র সরবরাহ: ১২ প্যাকেজ ০৩। জেনারেটরসহ লিফট সংযোজন: ৩৮ সেট ০৪। বই-পুস্তক সরবরাহ : ৭৫ প্যাকেজ ০৫। তৈজষপত্র সরবরাহ: ০১ প্যাকেজ
৩.	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) (২য় সংশোধিত) জানুয়ারি-২০১৪-ডিসেম্বর-২০২৩	৩৮২৬৯২.৩৮	১৪২৬৩.০০	১৩৮৭৭.২৩ ৯৭%	০১। ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ে ২১,৫৯২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ভোকেশনাল ট্রেডের যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক ভোকেশনাল ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ বিষয়ে ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর, ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট, প্রতিষ্ঠান প্রধান, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ ৭৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ০২। সেসিপ-এর আওতায় ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ১৩ টি প্রতিষ্ঠানের ভোকেশনাল ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ০৩। সাধারণ ধারার ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য ৩৯৫টি আইসিটি ল্যাবে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। সেসিপ-এর আওতায় নির্বাচিত ১০টি ট্রেডের ল্যাবের জন্য (মোট ট্রেডল্যাব ১২৮০টি) যন্ত্রপাতি ও মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। ০৪। ভোকেশনাল কর্মসূচির আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ট্রেড ইনস্ট্রাক্টরদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন, কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল রিভিউসহ ০৬টি কর্মশালা এবং DSHE Institutional Assessment Implementation Framework বিয়ষক ১টি কর্মশালাসহ মোট ৭ টি কর্মশালা

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
					আয়োজিত হয়েছে। ০৫। ডিসেমিনেশন অব নিউ কারিকুলাম স্কিমের আওতায় জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক তৈরির জন্য ১০৫৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ১৬,২০০ জন প্রশিক্ষক এবং ২,৮০, ৭৯০ জন শ্রেনি শিক্ষক, জেলা পর্যায়ে ২৯,৫৬৪ জন প্রধান শিক্ষক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৯৭ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নতুন কারিকুলাম-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
৪.	ন্যাশনাল একাডেমী ফর অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্ট (ডিসএবিলিটি (এনএএএনডি) জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৪২২৩৪.০০	৮০১.০০	৫৫১.০৭ ৬৯%	১. বিভিন্ন টিটিসি, এইচএসটিটিআই-তে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক ০৫ দিনব্যাপী ৪৫টি ব্যাচে ১৮০০জন শিক্ষক ও অভিভাবককে প্রশিক্ষণ প্রদান; ২. ২৯টি উপজেলায় ২৯০০জন শিক্ষক, অভিভাবক, অংশীজনের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টনশন ওয়ার্কসপ সমাপ্ত করা; ৩. ৬৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯,৬০০জন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক মুক্ত আলোচনা ও কর্মশালা আয়োজন করা; এবং ৪. ১৫০জন শিক্ষক, অভিভাবক, সরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে রংপুর বিভাগে বিভাগীয় সেমিনার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।
৫.	সরকারি কলেজসমুহের বিজ্ঞান শিক্ষার সুয়োগ সম্প্রসারণ, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪	২৫১১৫১.৩৪	২৭০২৫.০০	২১১৭২.৪৫ ৭৮%	০১। প্রকল্পের আওতায় ৯৪ টি ৬ তলা একাডেমিক ভবনের মধ্যে ১৯ টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে; ০২। ৮৩ টি কলেজে ফটোকপিয়ার মেশিনটি কলেজে রেফ্রিজারেটর ৭১ ,, মাইক্রোওভেন এবং ৫১ টি কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
৬.	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন জানুয়ারি ১৭ হতে জুন ২০২৩	৩২৮৪০০.০০	২০০২৫.০০	১৬৭৭৯.১৮ ৮৪%	০১। ৩২০টি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান যার মধ্যে ২১ টি বিদ্যালয়ের ৬ তলা ভিতে ৬ তলা ১টি করে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে; ০২। নির্মিত ২১ টি বিদ্যালয়ের ভবনের জন্য খেলাধুলা সামগ্রী এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
৭.	আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়) জুলাই ১৬ হতে জুন ২০২৩	১৩৫৩০০.০০	১৪০.০০	৯২.৩৭ ৬৫.৯৮%	০১। ৩১৩৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের Need Assesement সম্পন্ন করা হয়েছে। ০২। ১৫/৬/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরডিপিপি পুনর্গঠণ করে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮.	ঢাকা শহরের সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন জুলাই ১৭-ডিসেম্বর ২৪	৬৭৩৪৬.৪৬	৩৯৬৪.০০	৩৩৫৩.২৯ ৮৪.৫৯%	০১। প্রস্তাবিত সাঁতারকুল, বাড্ডা, ঢাকা এলাকায় জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।
৯.	৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩	৪৬৪০০.০০	৩০২৭.০০	২৪৮৩.৬৫ ৮২%	৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণ/বন্দোবস্তকৃত ০৯টি জমির মধ্যে ৮টিতে (জয়পুরহাট, শ্রীমঙ্গল, রংপুর-কামালকাছনা ও উত্তম মৌজা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম-পূর্বপতেঙ্গা ও উত্তর পতেঙ্গা রাজশাহী- ছোটবনগ্রাম) একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অবশিষ্ট ০১টি (রাজশাহী-বড়বনগ্রাম) ভবন নির্মাণ চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান আছে।
কারিগরি সহায়তা					
১০.	জেনারেশন ব্রেকথ্রো প্রকল্প, পর্যায়-২ (ইউএনএফপিএ) জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২	৯৯৯.০০	৪৪.০০	৪৩.৭৬ ৯৯.৪৫%	কিশোর-কিশোরীদের মাঝে (সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, রাঙ্গামাটি, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী জেলার ২১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৪০টি মাদ্রাসায়) জেন্ডার সাম্য আচরণ ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫০ জন প্রধান শিক্ষককে এবং ৭৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য প্রকল্প					
১১.	কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন জুলাই-২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২২	২০৯৭.০০	১৫২.০০	১২৯.১৯ ৮৫%	**১টি** ৫-তলা ভিত বিশিষ্ট ৫-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।
১২.	পাইক গাছা কৃষি কলেজ স্থাপন. খুলনা জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২৫	১০১৫৬.০০	১৫৫৩.০০	১১৬২.০০ ৭৫%	১) ৪-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি- ৭৫% (২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন-১৫%)। ২) ৪-তলা প্রশাসানিক ভবন নির্মাণ

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
					কাজের অগ্রগতি- ৯২% (২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন-১৭%)। ৩) ৪-তলা ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজের অগ্রগতি- ৯০% (২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন-১৫%)। ৪) ৪-তলা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ কাজের অগ্রগতি- ৯৫% (২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন-২০%)। ৫) ৪-তলা শিক্ষক ডরমেটরী নির্মাণ কাজের অগ্রগতি- ৯৫% (২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন-২২%)।
১৩.	সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২৫	৩৮৩১২.০০	২২৭৫.০০	১৭৩৪.৭৫ ৭৬%	১। ৬টি ইইডি জেলা কার্যালয় ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২। ৬টি কার্যালয়ের ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
১৪.	বীর শ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রব পাবলিক কলেজ, বিজিবি হেড কোয়ার্টার, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৪	২৭০৪.০০	২০২.০০	১৭০.০০ ৮৪%	১০ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি- ৬০% (২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন-২৫%)।
১৫.	নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন জানুয়ারি ২০১৮ জুন ২০২৫	১০৯৪৬০৫.০০	১৪১৫০০.০০	৯৯২৩১.৪৪ ৭০%	১। ৬২১ টি নতুন ৪-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। ২। ১২০১ টি নতুন একাডেমিক ভবন শ্রেণিকক্ষের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
১৬.	নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	৫২৩৭৩৮.০০	৬৫৭০০.০০	৪৯০৯৪.৯৫ ৭৫%	১। ৬৫২টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ২। ৯৪০টি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষ আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
১৭.	গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলার ৩টি কলেজ এর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২	৮৮৫৮.০০	১১২০.০০	১১১৫.০০ ৯৯.৫৫%	১) রামশীল কলেজ, গোপালগঞ্জ- এর ১টি ৫-তলা ২৫০-শয্যা ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২) ড. কাজী মোতাহের হোসেন কলেজ, রাজবাড়ী- এর ১টি ৫-তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৩) বঙ্গবন্ধু 'ল' কলেজ, মাদারীপুর- এর

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
					১টি ৫-তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৮.	"নোয়াখালি ও ফেনী জেলার ২টি সরকারি ও ১টি ১টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪	৫০০৪.০০	১.০০	০%	১। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিজনিত কারণে গত ১ বছরে উল্লেখ্যযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি।
১৯.	"মিলিটারি কলেজিয়েট্ স্কুল, খুলনা এর অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প" অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	৪৯৮৩.০০	৮৭৫.০০	৭৪২.০০ ৮৫%	১) ৫-তলা ছাত্রী হোস্টেল (৪৭৬টি বেড) নির্মাণ কাজের অগ্রগতি- ৬৩% (২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন-২৩%)। ২) ৮-তলা টিচার্স কোয়ার্টার নির্মাণ কাজের অগ্রগতি- ৭০% (২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন-২০%)
২০.	"নিবাচিত ৯টি সরকারি কলেজের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩	৬২৯৭৪.০০	৬৬৭৫.০০	৫৬৩৪.৮৫ ৮৪%	১) ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫টি ভবন নির্মাণ কাজে ২৫% থেকে ৪০% পর্যন্ত অগ্রগতি অর্জন হয়েছে। ২) ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৮টি ভবন নির্মাণ কাজে ১০% থেকে ২৫% পর্যন্ত অগ্রগতি অর্জন হয়েছে।
২১.	"শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয় , সদর, গোপালগঞ্জ ও শেরে রাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, সুত্রাপুর, ঢাকা এর অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫	৭১০১.৬৩	৪৭০.০০	৩৯৭.৮০ ৮৫%	**শেখ রাসেল উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জঃ** ১) ৬-তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি- ৬৫% (২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন-২৫%)। ২) ৪-তলা ছাত্র হোস্টেল নির্মাণ কাজের অগ্রগতি- ৬০% (২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন-৩০%)। ৩) ৪তলা শিক্ষক ডরমেটরি নির্মাণ কাজের অগ্রগতি- ৬০% (২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন-৩০%)।
২২.	"ঢাকা, মাদারীপুর ও রংপুর জেলার ৩টি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	৮৮৫৭.০০	৮২৫.০০	৬০৬.৫৫ ৭৪%	১। ২ তলা অধ্যক্ষের বাসভবন ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২। ৫ম তলা শিক্ষক ডরমেটরী ৩য় তলার ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩। ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট সরকারি শেখ হাসিনা একাডেমী এন্ড উইমেন্স কলেজের একাডেমিক ভবনের পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে। ৪। সরকারি বঙ্গাবন্ধু কলেজ, মিরপুর, ঢাকা এর কার্যাদেশ সম্পন্ন হয়েছে। ৫। কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের শর্ট কলাম ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
২৩.	"কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকায় নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৩৯৩৪১.০০	৩৩৩৫.০০	২৮৩০.৫০ ৮৫%	**১। ২০টি ভবনের (৫ তলা** ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস, ৬/৫-তলা মাল্টিপারপাস ভবন) **গড় বাস্তব অগ্রগতি ২৩% সম্পন্ন হয়েছে** **২।** ৫-তলা ভিত বিশিষ্ট ৫-তলা (১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস) ৬ টির মধ্যে ৪ টির সার্ভিস পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে। ৩। ৫-তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা মাল্টিপারপাস ভবন ২০ টির মধ্যে ফিনিসিং কাজ ৪ টি, ছাদ ঢালাই ৭টি।
২৪.	"হাওর এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	৯৪৪৮০.০০	১৩২২০.০০	১১২৩৪.৪৫ ৮৫%	১। ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন ৮৪টি ৭টি ভবনের ফিনিশিং কাজ চলছে। ২। ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন ৮৪টি ৫টি ভবনের ৪ তলার কাজ সম্পন্ন। ৩। ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন ৮৪টি ৬টি ভবনের ৩ তলার কাজ সম্পন্ন। ৪। ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন ৮৪টি ২টি ভবনের ২ তলার কাজ সম্পন্ন। ৫। ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন ৮৪টি ৩টি ভবনের ১ তলার কাজ সম্পন্ন। ৬। ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন ৮৪টি ৩০ টি ভবন নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
২৫.	"সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০২৪	৪৬৬৮.০০	৬৭৫.০০	৫৭২.০৫ ৮৫%	১। ৫টি ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা মাল্টিপারপাস ভবন ২টি ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। ২। ৫টি ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা মাল্টিপারপাস ভবন ১টি পাইল ক্যাপ ঢালাই সম্পন্ন। ৩। ৫টি ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা মাল্টিপারপাস ভবন ১টি সার্ভিস পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন। ৪। ৫টি ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা মাল্টিপারপাস ভবন ১টি টেস্ট পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন।
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর উল্লেখযোগ্য প্রকল্প					
২৬.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS) প্রকল্প	৩৫৩২১.৪২	২০৫২৮.০০	৮১৩২.৩১ ৩৯.৬২%	১। CRVS ব্যবস্থার আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ১.১২ কোটি শিক্ষার্থীর প্রোফাইল Database তৈরি করা হয়েছে। ২। CRVS ব্যবস্থার আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ১.১২

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪				কোটি শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার NID Verification পূর্বক সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ৩। সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রনয়নের লক্ষ্যে ৩৪ টি Software Module প্রস্তুত করা হয়েছে। ৪। ১১ টি শিক্ষাবোর্ড ও ব্যানবেইস এ Unified আইটি অবকাঠামো ও সুবিধাদি নির্মাণ করা হয়েছে। ৫। ১১ টি শিক্ষাবোর্ড ও ব্যানবেইসের সকল কার্যক্রম Automation এবং ডাটা সংরক্ষণ করার জন্য Hardware ও Network যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট সংস্থায় স্থাপন করা হয়েছে।
২৭.	"এস্টবলিশমেন্ট অব ১৬০ উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩	৮৪৫৪২.৫৬	২৫১০৬.০০	২০৪৬৩.৫২ ৮১.৫১%	০১। ১৬০টি উপজেলায় ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ দোতলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ১১৭ টি সাইটে কাজ চলমান রয়েছে। ০২। ২য় তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে-২২টি ০৩। ১ম তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে-০৯টি, সার্ভিস পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে-১০টি, টেস্ট পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে-৫৭টি সার্ভিস পাইল কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে-২৯টি; ০৩। এক্সপার্ট ডিসপাচ প্রশিক্ষণের আওতায় কোরিয়া হতে আগত প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ৬টি মডিউলে ৬ মাস ব্যাপি মোট ২৬ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে;
বাংলাদেশ স্কাউটসের উল্লেখযোগ্য প্রকল্প					
২৮.	"বাংলাদেশ স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ" ১ম শংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৩	১৪০১৮.০০	২৯১১.০০	২৯০৬.০০ ৯৯.৮৩%	১. স্কাউট শতাব্দি ভবনের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। লিফট, জেনারেটর, সাবস্টেশন স্থাপন এবং কমিশনিং এর কাজ চলমান রয়েছে। ২. মৌচাক স্কাউট স্কুলের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৩. অ্যানিমেশন স্টুডিও এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪. অ্যানিমেশন স্টুডিও সংশ্লিষ্ট অফিসার্স কোয়ার্টারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫. অ্যানিমেশন স্টুডিও এর সকল প্রশিক্ষণ উপকরণ (কম্পিউটার, ল্যাপটপ,

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
					সাউন্ড স্টুডিও, ড্রোন, আসবাবপত্র) ক্রয় ও স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। ৬. অ্যানিমেশন স্টুডিও এর ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
২৯.	"সিলেট অঞ্চল ও মৌলভীবাজার জেরার স্কাউট ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৪৮২৩.০০	৮০২.০০	৬৭৯.৮১ ৮৪.৭৬%	১. মৌলভীবাজার জেলা স্কাউট ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ২. সিলেট অঞ্চলের মূল ভবনের ২টি বেজমেন্টসহ ১ম তলার ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
৩০.	"আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লালমাই, কুমিল্লা" শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৪৮৮০.০০	১০০০.০০	৮৪৮.০১ ৮৪.৮০%	০১. আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লালমাই কুমিল্লা এর মূল ভবনের ২য় তলার ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উল্লেখযোগ্য প্রকল্প					
বিনিয়োগ প্রকল্প					
৩১.	"যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববির্দ্যালয়ের একাডেমিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১৫ হতে জুন ২০২৩	৩২০২৩.০০	২৩৩৪.০০	২৩২৪.০০ ৯৯.৫৭%	১। ২য় একাডেমিক ভবন নির্মাণ (১০তলা ভিতের উপর ১০ তলা) ২। টিএসসি ভবন নির্মাণ (৬তলা ভিতের উপর ৬ তলা) ৩। ২য় ছাত্র হল নির্মাণ (১০তলা ভিতের উপর ১০ তলা) ৪। ২য় ছাত্রী হল নির্মাণ (১০তলা ভিতের উপর ১০ তলা) ৫। যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল নির্মাণ (৫তলা ভিতের উপর ২ তলা)
৩২.	"চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় ক্যাম্পাস স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প ফেবুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৩	২২১০১.০০	৭৮৩২.০০	৬৭৭৫.৬২ ৮৬.৫১%	১. ছাত্র হল নির্মাণ (১টি-৫তলা) ২. ফিল্ড ভেটেরিনারি হাসপাতাল ভবন নির্মাণ (১টি-২তলা) ৩. পাইলট প্ল্যান্ট ভবন নির্মাণ (৩টি-প্রতিটি ১তলা) ৪. গোট শেড নির্মাণ (১টি-১তলা) ৫. পোল্ট্রি শেড নির্মাণ (২টি- প্রতিটি ১তলা) ৬. রিসার্চ শেড নির্মাণ (১টি- ১ততলা)
৩৩.	"নোয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৪	২৮৩৬৭.০০	১৭২৪.০০	১৭২৪.০০ ১০০%	১। স্টাফ কোয়াটার্স (১০ তলা ভিতে ১০ তলা) (৩৮০০ ব:মি:) ২। কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ (৩ তলা ভিতে নীচ তলা) (৯৫০ ব:মি:) ৩। কেন্দ্রীয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন (ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক)

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
					৪। আসবাবপত্র ক্রয় ১৬৯৭ টি ৫। মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় ৪২ টি ৬। গবেষণাগার সরঞ্জামাদি ক্রয় ৩৪ টি
৩৪.	"বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প (প্রস্তাবিত) জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০২১	৯৭৫০.০০	১.০০	০.০০ ০.০০%	**বিগত অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কোন অর্জন নেই।**
৩৫.	"রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদল্যায় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০২৩	১৪৫৫৮.৭৫	৩২০.০০	৮৪.০০ (২৭%)	১। বৈজ্ঞানিক ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয় (স্মার্ট কোড সংযোজন: ৪.৯৭ লক্ষ টাকা) ২। অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় (৪.৯৭ লক্ষ টাকা) ৩। আসবাবপত্র ক্রয় ৪.৯৮ লক্ষ টাকা ৪। পরিকল্পিত বনায়ন সৃজন ৭.৪৩ লক্ষ টাকা ৫। ভূমি উন্নয়ন ৮.৬৮ লক্ষ টাকা ৬। অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ ১৪.৬০ লক্ষ টাকা
৩৬.	"সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি একাডেমিক ভবন এবং অডিটোরিয়াম ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০২২	৫৮৩৩.০০	১০৭১.০০	১০৬৫.০০ ৯৯.৪৪%	অডিটোরিয়াম ভবন নির্মাণ ও অডিটোরিয়াম ভবনে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ
৩৭.	"বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২৩	১৯২১৯.০০	১৮০০.০০	১৪০৬.৯০ ৭৮.১৬%	১। .একটি মাল্টিমিডিয়া ল্যাব তৈরী করা হয়েছে। ২। CAD for Fashion সফটওয়্যার ক্রয়সহ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ৩। এনভারমেন্ট পলিউশন এন্ড কন্ট্রোল ল্যাব স্থাপন সমাপ্ত করা হয়েছে। ৪। ৩৩০৯ টি বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ৫। একাডেমিক ভবনের জন্য ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।
৩৮.	"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৪ হতে	২৫০৫৬.০০	৬০০০.০০	০.০০	বিগত অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কোন অর্জন নেই।

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
	ডিসেম্বর ২০২২				
৩৯.	"বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অব প্রফেশনাল এর উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৬৪৮৪৪.০০	৩৯৭০.০০	৩৩৭৪.৫০ ৮৫%	১। ৫ তলা বিশিষ্ট স্টাফ ডরমেটরি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ২। ১৪ তলা বিশিষ্ট ইউটিলিটি কাম একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।
৪০.	"খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প এপ্রিল ২০১৬ হতে জুন ২০২৪	৩৩৫৩৫.০০	৫১২৫.০০	৪৩২১.৩৪ ৮৪.৩২%	১। অভ্যন্তরীণ রাস্তা (২য় পর্যায়) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২। সাব-স্টেশন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩। সোলার প্যানেল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪। সম্মুখভাগের দৃষ্টিনন্দন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ কাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে।
৪১.	"শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প এপ্রিল ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২	৩৯২০০.০০	৫৩৫৬.০০	৫৩৫৬.০০ ১০০%	১। ছাত্রী হল নির্মাণ (১০০০ আসন বিশিষ্ট ১০ তলা ভিতে ১০ম তলা পর্যন্ত) ২। টিএসসি কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ (৬ তলা ভিতে ১ম তলা ও ২য় তলা পর্যন্ত আনুভুমিক সম্প্রসারণ এবং ৩য় হতে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) ৩। পোল্ট্রি সেড নির্মাণ (৪ তলা) ৪। ভেটেরিনারি ক্লিনিক নির্মাণ ৫। বিভিন্ন ভবনের জন্য লিফট সরবরাহ
৪২.	"ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৩	৩৫২৩৬.০০	১৩৮৯৮.০০	১৩৬৫৪.০০ ৯৮%	১। একাডেমিক ভবন নির্মাণ ৭০০গ ব:মি: ২। আইসিটি ইনকিউবেটর নির্মাণ- ৪৫০০ ব.মি. ৩। প্রশাসনিক ও অন্যান্য ভবন নির্মাণ- ১০০০ ব.মি. ৪। নতুন গবেষণাগার নির্মাণ- ৪০০০ ব.মি.
৪৩.	"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি এবং গবেষণা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প ০১ অক্টোবর ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত	৪১৫০৯.০০	৫৯৪৪.০০	৫৪১৪.৩৯ (৯১.১০%)	১) ১টি নতুন ১০তলা বিশিষ্ট ভেটেরিনারী কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২) ১ টি ১০তলা বিশিষ্ট ২য় কৃষি অনুষদ ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩) ১০তলা বিশিষ্ট ১টি ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪) ১০তলা বিশিষ্ট ১টি ছাত্রীবাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫) ১টি ১০ তলা ভিতের উপর ৫তলা আন্তর্জাতিক কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
					৬) ১টি ৪তলা আনসার ব্যারাক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৪৪.	"রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প জানু ২০১-ডিসে ২০২৪	৫১০৯৯.০০	৮০১০.০০	৬৮০৮.৫০ ৮৫%	১| বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা হল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২| সবুজ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩| কৃষি অনুষদ ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪| ৪র্থ কলা ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৪৫.	"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও আবাসিক ভবনের অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৪	৬১৯৪৬.০০	১৩২২৮.০০	১০৬৪৯.৩১ ৮১%	১। ১০০০ ছাত্রের আবাসিক সুবিধাসম্পন্ন ১৫-তলার ভিতে ১০-তলা রবীন্দ্র ভবন নির্মাণ ২। আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ জগন্নাথ হলের আবাসিক শিক্ষকদের জন্য ১১-তলার ভিত দিয়ে ১১-তলা ভবন নির্মাণ ৩। ১০০০ ছাত্রের আবাসিক সুবিধাসম্পন্ন ১১-তলা ভিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ১১-তলা ভবন নির্মাণ ৪। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষকদের জন্য ১১-তলার ভিত দিয়ে ১১-তলা ভবন নির্মাণ ৫। তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য ২০-তলা ভিতে ২০-তলা টাওয়ার ভবন নির্মাণ ৬। আর্থ এন্ড এনভায়রণমেন্টাল সায়েন্সেস ও ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের জন্য সায়েন্স ক্যাফেটেরিয়ার জায়গায় দু'টি বেসমেন্টসহ ২১-তলা ভিতে ২১-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ
৪৬.	"চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১৬ হতে জুন ২০২৪	৩৫৯৯৬.০০	৭০০০.০০	৫৯২৮.৫২ ৮৫%	১. প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক/সমমান কর্মকর্তা স্টুডিও এপার্টমেন্ট (১০ তলা ভবন) এর স্টাকচারাল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২. দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ষ্টাফ কোয়ার্টার (৫ তলা ভবন) এর স্টাকচারাল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩. আবাসিক এলাকায় মসজিদ নির্মাণ এর স্টাকচারাল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪. মেডিক্যাল সেন্টার ভবন নির্মাণ এর স্টাকচারাল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫. অত্র প্রকল্পের বৃত্তির আওতায় ০১ জন

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
					পিএইচডি এবং ০৬জন মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন। ৬. অত্র প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিভাগের জন্য ১০ টি ল্যাবরেটরীর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
৪৭.	"রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প নভেম্বর ২০১৬ হতে ডিসে ২৪	৫৯৯৩০.০০	১৪৯২০.০০	৬৬৩৬.৫৫ ৪৪%	১। মেডিক্যাল সেন্টার নিমান (৩ তলা ভবন) ২। ভিসি বাংলো (২তলা) নির্মাণ
৪৮.	"চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সাইন্সেস ও ফিশারিজ গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৭২১০.০০	১২১.০০	১১৩.৯৬ ৯৪.১৮%	১। ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজের জন্য একাডেমিক ভবন নির্মাণ ২। অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ৩। আসবাবপত্র সংগ্রহ।
৪৯.	"ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৪১৩৭৫.০০	৬২০.০০	২২০.৯৩ ৩৬%	ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলাধীন ঘাটারচর ও মধ্যেরচর মৌজার মোট ১৭.০৮৯৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত জমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে
৫০.	"জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৫	১৩৩১২.০০	১৩০০.০০	১২৯৪.৪৪ ৯৯.৫৭%	১. বরিশাল আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ (চলমান) ২. রংপুর আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ (চলমান) ৩. চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ (চলমান)
৫১.	"শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	২০০৩৮.০০	৫৬০০.০০	৪৭০৮.৫৩ ৮৪.০৮%	১। সৈয়দ মুজতবা আলী হলের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ (৪তলা বিশিষ্ট) ২। সি ই ই বিভাগের ওয়ার্কশপ (২ তলা বিশিষ্ট)
৫২.	"জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প	৮৪০৫৬.০০	১৯২৭৬.০০	১৬০৭৩.০০ ৮৩.৩৯%	১.PWD ২০১৮ Rate schedule ২০১৮ অনুযায়ী ২৭০ কোটি টাকার টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ ও চুক্তি সম্পন্ন । ২.পাঁচ তলা ভিতবিশিষ্ট পাঁচতলা গেস্ট

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
	জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২৫				হাউস বিশ্ববিদ্যালয় নিকট হস্তান্তর। ৩.বর্তমানে একই সঙ্গে অনুমোদিত আরডিপি অনুযায়ী ২৪ টি অঙ্গের আজ চলমান আছে
৫৩.	"বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল এর উন্নয়ন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প	৮৯৬৫২.০০	৬৮০০.০০	৪৭৫২.০০ ৭০%	১। ১৪ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক কাম প্রশাসনিক (এফবিএস) ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ২। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন ল্যাব স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ৩। মাইক্রোওয়েভ, অ্যান্টেনা ল্যাব স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
৫৪.	"পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৪৮০৬০.০০	১৬০০০.০০	১৫৬২৫.০০ ৯৭.৬৬%	১। ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা ওয়ার্কশপ পুলিশ স্টেশন নির্মাণ সম্পন্ন। ২। মুক্তমঞ্চ নির্মাণ সম্পন্ন। ৩। ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট দ্বিতল আনসার ভবন (১ম পর্যায়) নির্মাণ সম্পন্ন। ৪। ৩ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা শিক্ষক কর্মকর্তা ক্লাব (১ম পর্যায়) নির্মাণ সম্পন্ন।
৫৫.	"শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন" প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৪	২৬৩৭৪১.০০	১৮৩৫২.০০	১০৭৫৬.৬৭ ৫৮.৬০%	১। নিরাপত্তা ব্যারাক ভবন নির্মাণ-১০০% ২। ক্যাফেটেরিয়া ভবন নির্মাণ-২৭%৬২. ৩। টিএসসি ভবন নির্মাণ-২৫%৩৮.
৫৬.	"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের স্থায়ী কাম্পাস নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩	১১৮৩৯৬.৮৪	১৩২৯৩.০০	৪৭১.০৪ ৩.৫৪%	১। আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২। ৬৪০ মিটার বাঁধ নির্মাণ কাজ ৯৫% কাজ সম্পন্ন করা হয়েছ। ৩। প্রকল্প অফিস পরিচালনার জন্য ২টি প্লটার ক্রয় করা হয়েছে
৫৭.	"কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৫	১৬৫৫০০.০০	৩০৪০৫.০০	২৫৮৩০.৫৪ ৮৪.৯৫%	১। উপাচার্যের বাসভবন নির্মাণ (২তলা ভিতের উপর ২তলা ডুপ্লেক্স ভবন)। বাস্তব অগ্রগতি ৭২.৪৮% । ২। মেডিক্যাল ও ডে- কেয়ার সেন্টার নির্মাণ (৩তলা ভিতের উপর ৩তলা ভবন)। বাস্তব অগ্রগতি ৩৯.০১% । ৩। ছাত্রী হল-২ নির্মাণ (১০তলা ভিতের উপর ১০তলা ভবন)। বাস্তব অগ্রগতি ৩৩.৬৫% ।

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
					৪। ডরমিটরী ভবন নির্মাণ (১০তলা ভিতের উপরে ১০তলা ভবন)। বাস্তব অগ্রগতি ২৪.৩৮% ।
৫৮.	"জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	১৪৪৫৩৬.০০	১৯০৫০.০০	১৫০৯১.০০ ৭৯.২২%	(১) দশতলা ভিতে দশতলা বিশিষ্ট (প্রত্যেকটিতে ১০০০ জন ছাত্রী) ৩টি ছাত্রী হলের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে হলগুলিতে ছাত্রীরা বসবাস করছে। (২) দশতলা ভিতে দশতলা বিশিষ্ট (প্রত্যেকটিতে ১০০০ জন ছাত্র) ৩টি ছাত্র হলের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে হলগুলিতে ছাত্ররা বসবাস করছে। (৩) ১৫২ জন ছাত্রের জন্য শহীদ রফিক-জব্বার হল সমাপ্তকরণ (পাঁচতলা ভিতে চতুর্থ ও পঞ্চম তলার উর্দ্ধমুখি সম্প্রসারণ) কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।
৫৯.	"খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও একাডেমিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প অক্টোবর ২০১৮-সেপ্টেম্বর ২০২৩	৮৩৮৩৬.৯৮	৯০০০.০০	৬৭৬২.৫০ ৭৫%	১। ইন্টারনাল আরসিসি রোড নির্মাণ ২। ছাত্র হলের আনুভূমিক সম্প্রসারণ-৫তলা ৩। স্টাফদের আবাসিক ভবন- ১০ তলা ৪। মেরামত ও সংস্কার (ওয়ার্কসপ, মসজিদ ও গ্যারেজ) ৫। সাব-স্টেশন নির্মাণ ৬। রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ ৭। ক্যাম্পাসের পশ্চিম পাশের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ
৬০.	"জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন, ভুমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪	১৯২০৩৯.৯৪	২৫০০০.০০	৯১০০.০০ ৩৬.৪০%	১। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন ২। মাস্টার প্ল্যান সম্পন্ন ৩। লেক ও পুকুর খনন ৪। সীমানা প্রাচীর সম্পন্ন
৬১.	"বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০১৮ জুন ২০২৩	৬৫৯৮০.০০	৫০২৯.০০	২৩৩৭.০০ ৪৬.৪৮%	১। অফিস সরঞ্জমাদির আওতায় একটি ডিজিটাল এক্সরে মেশিন ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে। ২। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং ফার্ম মেশিনারিজ এর আওতায় মেডিকেল ও সমজাতীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩। ১০ তলা ভিত্তিতে ১২০০ জন ছাত্রীর জন্য ১০ তলার ১টি নতুন ছাত্রী এর ১৮.০৬% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
					হয়েছে। ৪। ১০ তলা ভিত্তিতে শিক্ষকদের জন্য ১০ তলার ১টি নতুন স্টুডিও টাইপ ফ্ল্যাট এর ৪৫.৬০% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫। ৮ তলা ভিত্তিতে ৮ তলার ১টি নতুন মাল্টিপারপাস ভবন এর ৪১.৪৩% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
৬২.	"ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	৫৩৭০৭.০০	১২০০০.০০	৯৯৮৩.৭৫ ৮৩.২০%	১। ০৬-তলা ভিত্তির উপর বিদ্যমান ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ২। ০৫ তলা ভিত্তির উপর বিদ্যমান ০৫ তলা প্রভোষ্ট হাউজ টিউটরদের কোয়াটারের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৫ম তলা)। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ৩। ০৪-তলা ভিত্তির উপর বিদ্যমান মীর মশাররফ হোসেন একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৪র্থ তলা)। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ৪। ১০-তলা ভিত্তির উপর বিদ্যমান ১০-তলা (শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণের আবাসিক ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৬ষ্ঠ তলা থেকে ১০ম তলা পর্যন্ত, প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক/সমমানের কর্মকর্তা)। বাস্তব অগ্রগতি ৯৭%। ৫। ১০-তলা ভিত্তির উপর ১০-তলা ছাত্র হল নির্মাণ, (হল নং-১, আসন সংখ্যা ১০০০ ছাত্র)। বাস্তব অগ্রগতি ৭০%।
৬৩.	"পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যাপলয়ের অধিকতর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	৪৫১৪৭.০০	৬০০০.০০	৫০৫৮.৫৮ (৮৪.৬৬%)	১। ১০ তলা শেখ হাসিনা ছাত্রী হল- এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগ্রগতি ৩০%। ২। ১০ তলা শেখ রাসেল ছাত্র হল- এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%। ৩। ১০ তলা একাডেমিক ভবন ও ১০ তলা (অধ্যাপক / সমমানের কর্মকর্তাদের) আবাসিক ভবন এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০%। ৪। অন্যান্য ভবন- ৬ তলা একাডেমিক ভবন, ৪ তলা খামার ভবন, বিদ্যমান কবি বেগম সুফিয়া কামাল হলের ৩ তলা ডাইনিং হল, আবহাওয়া স্টেশন, ভাইস-

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
					চ্যান্সেলর বাস ভবন, আনসার ব্যারাক ইত্যাদির নির্মাণ কাজ চলমান আছে। গড় বাস্তব অগ্রগতি ২৫%। ৫। ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি সরবরাহ; বই সরবরাহ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। তলা শেখ হাসিনা ছাত্রী হল- এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগ্রগতি ৩০%। ২। ১০ তলা শেখ রাসেল ছাত্র হল- এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%। ৩। ১০ তলা একাডেমিক ভবন ও ১০ তলা (অধ্যাপক / সমমানের কর্মকর্তাদের) আবাসিক ভবন এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০%। ৪। অন্যান্য ভবন- ৬ তলা একাডেমিক ভবন, ৪ তলা খামার ভবন, বিদ্যমান কবি বেগম সুফিয়া কামাল হলের ৩ তলা ডাইনিং হল, আবহাওয়া স্টেশন, ভাইস-চ্যান্সেলর বাস ভবন, আনসার ব্যারাক ইত্যাদির নির্মাণ কাজ চলমান আছে। গড় বাস্তব অগ্রগতি ২৫%
৬৪.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়) জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৯৮৭৭৯.০০	৪৫০০.০০	৫৯০.৩২ (১৩.১২%)	বিগত অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কোন অর্জন নেই।
৬৫.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অ্যাপলাইড বায়োইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা ইনকিউবেটর স্থাপন জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২	১০১২.০০	৬০.০০	৪৮.০০ ৮০%	**১।** কেমিকৌশল বিভাগে একটি বিশ্বমানের বায়োইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়েছে। ২। উক্ত গবেষণাগারে ৪০ এর অধিক আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে। .৩। দেশীয় উৎস হতে নিউট্রাসিউটিক্যালস এর মূল উপাদান তৈরি, খাদ্যে ভেজাল চিহ্নিতকরন ও ক্লিনিকাল ইনোভেশনের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলমান। ৪। উক্ত গবেষণাগার থেকে একাধিক স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন ও হাই-ইমপ্যাক্ট জার্‌নাল প্রকাশিত।
৬৬.	কলেজ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট জুলাই ২০১৬-	১০৪০০০.০০	২৬০৫৬.০০	১৬৪৬৮.৫৫, ৬৩.২০%	১। অনার্স মাস্টার্স পর্যায়ে পাঠদানকারী কলেজসমূহের উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে National Strategic

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
	ডিসেম্বর ২০২৩				Plan for higher education colleges in Bangladesh: ২০২৩-২০৩১ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায় রয়েছে। ২। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আইডিজি এওয়ার্ডভূক্ত ১২০টি কলেজে প্রায় ১০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ উন্নয়নের নিমিত্ত ক্রয় কাযক্রম সম্পন্ন হয়েছে; ৩। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী এর আওতায় ৩টি জাতীয় কর্মশালা (কক্সবাজার ২টি ও ঢাকায় ১টি) অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী এর আওতায় ১৩টি আঞ্চলিক কর্মশালাসহ মোট প্রায় ৬০ টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে; ৫। নির্বাচিত ৩৫টি কলেজে ইনস্টিটিউশনাল সেলফ-অ্যাসেসমেন্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন; এবং ৬। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট প্রায় ১৯০৬ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।
৬৭.	বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন জুলাই ২০২১-জুন ২০২৩	৯৯৭.০০	৫৬২.০০	৪৪১.১১ ৭৮.৪৯%	১। সমীক্ষা যাচাই করা হয়েছে। ২। একাডেমিক মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। ৩। উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে । ৪।বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ (১ম পর্যায়) ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।
৬৮.	ইনট্রিগ্রেটেড ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর দ্যা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	৪৩৪.০০	১.০০	০.০০	**বিগত অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কোন অর্জন নেই।**
৬৯.	বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর	৪৭৩.০০	৪৭২.০০	৪০১.২০	সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
	রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতরর সম্প্রসার ও উন্নয়নের সমীক্ষা প্রকল্প ০১-০৩-২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৩			৮৫%	
৭০.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পুর্তি ও মহান স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্ত্রী উদযাপন উপলক্ষ্যে সেন্টিনারী মনুমেন্ট নির্মার্ণ ০১-০৩-২০২২ হতে ৩০-০৬-২০২৩	২০৭৪.০০	১২০০.০০	৯৪৮.৬৯ ৭৯.০৬%	১। সেন্টিনারি মনুমেন্ট নির্মাণ। ২। ওয়াটার গার্ডেন ওয়ার্কস। ৩। ঐতিহাসিক প্যানেল। ৪। মনুমেন্ট এবং আশেপাশের বৈদ্যুতিক ও আলোকসজ্জা সংক্রান্ত কাজ। ৫। বসার ব্যবস্থা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধাদি।
৭১.	চট্টগ্রাম ভেটিনারী এন্ড এ্যনিম্যাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে ঢাকাস্থ পূর্বাচল টিচিং ও ট্রেনিং স্পট হাসপাতাল ও গবেষনা কেন্দ্র স্থাপন এবং কক্সবাজারস্থ গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ০১-০৭-২০২২-৩১-১২-২০২৪	৪৭২৮.০০	২২৮.০০	২.০৬ (১%)	১. ৫ তলা ডরমিটরি ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (কার্যাদেশ মূল্যঃ ৬০১৫৯৭৬১.৬৪১ টাকা)। ২. ৫ তলা গবেষণা ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (কার্যাদেশ মূল্যঃ ২২৯৯৪৭০৪২১১. টাকা)। ৩. আসবাবপত্র ক্রয় (ফেইজ-১) এর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (কার্যাদেশ মূল্যঃ ৩২৯৯৯৯৫.২৪৮ টাকা)। ৪. অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (ফেইজ-১) এর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (কার্যাদেশ মূল্যঃ ২১০৩৩৯৪.০৫৮ টাকা)।
৭২.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিপ মডেল টেস্টিং সেন্টার স্থাপন (টোয়িং) ০১-০৭-২০১৫-৩০-০৬-২০২৩	৪৮৮৪.০০	৯.৯৭	৯.৯৭ ১০০%	১। ৩৪,২৫,৮১০.০০ (চৌত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশত দশ) ইউএস ডলার এলসি মূল্যের টোয়িং ট্যাংকের মূল যন্ত্রপাতি ২ টি শিপমেন্টের মাধ্যমে বুয়েটে এসে পৌছেছে যা Republic of Korea থেকে আগত ইঞ্জনিয়ার দ্বারা installation, commissioning সম্পন্ন হয়েছে। ২। ৫,৪৩,০০০ (পাঁচ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) ইউএস ডলার মূল্যের ৫ Axis CNC Gantry Milling Machine for ship model making যন্ত্রটির শিপমেন্ট প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর.এ.ডি.পি. বরাদ্দ	বিগত ১ বছরে আর.এ.ডি.পি. বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন
কারিগরিক সহায়তা প্রকল্প					
৭৩.	জার্মান বাংলাদেশ হায়ার এডুকেশন নেটওয়ার্ক ফর সাসটেইনেবল টেক্সটাইলস. জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২২	২২৭৮.৭৫	২.০০	০.০০	**বিগত অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কোন অর্জন নেই।**

তৃতীয় অধ্যায়

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও উদ্ভাবনী গবেষণায় উৎকর্ষতা অর্জন, টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের সাথে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার পরিধি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করায় বর্তমানে ইউজিসির কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান, উচ্চ স্তরের শিখন-শেখানো পদ্ধতির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, সর্বোচ্চ উদ্ভাবনী গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ঘটানো- ইউজিসির মূল দায়িত্ব ।

উল্লেখযোগ্য অর্জন/সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ:

- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য কমিশন প্রতিবছর Ph.D. গবেষণার জন্য ৫৫ জন এবং Post-Doctoral গবেষণার জন্য ১০ জন গবেষককে অর্থায়ন করে থাকে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একবছর মেয়াদী গবেষণা প্রকল্পেও কমিশন অর্থায়ন করছে। সেইসাথে প্রতিবছর UGC Gold Medal, UGC Banghabandhu Sheikh Mujib Fellowship, UGC Professorship দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদেশে Ph.D. ডিগ্রি করার জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছর থেকে বৈদেশিক বৃত্তি (Foreign Scholarship) প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদেরকেও উচ্চ-শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য Prime Minister Gold Medal দেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গুণগত শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে ১২৪টি (পাবলিক ৪১টি এবং বেসরকারি ৮৩টি) বিশ্ববিদ্যালয়ে IQAC প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের Cyber Security এবং পেশাদারিত্ব বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Development of Soft Skills and Short-term training" সংক্রান্ত একটি খসড়া প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দেশী-বিদেশী অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন চুক্তিভিত্তিক (Contractual) শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। অন্যদিকে জুনিয়র শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক University Teachers Training Academy প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে DPP প্রণয়ন করে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের যৌক্তিক সংখ্যা নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচিং লোড ক্যালকুলেশন নীতিমালা-২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে মান বজায় রাখার লক্ষ্যে 'The Policy regarding the Qualification and Experiences of the Teacher Recruitment and Promotion of Private Universities' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সংক্রান্ত বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীধারীগণ যাতে "Information Technology Engineers Examination" (ITEE) পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানসম্মত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে সে লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য "Standard Curriculum of BSc in CSE/IT/ICE/ICT" প্রণয়ন করা হয় এবং তা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- অর্থ ও হিসাব বিভাগের কাজকে সম্পূর্ণ অটোমেশন করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় Electronic Fund Transfer (EFT) এর মাধ্যমে প্রতি কিস্তির অর্থ পেয়ে থাকে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিশন কর্তৃক গঠিত যেকোন কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতা EFT এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়;
- কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজনেস স্ট্যাডিজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি (ক্রপ ও লাইফ) এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে এক বছর মেয়াদী গবেষণা প্রকল্পে কমিশন থেকে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গবেষণা কার্যক্রম আন্তর্জাতিক Peer reviewed জার্নালে প্রকাশের জন্য সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে;
- কমিশনের সকল বিভাগের অধিকাংশ কার্যক্রম ডি-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে;

গৃহীত এবং চলমান কর্মকান্ড:

- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগ, ইনস্টিটিউট, গবেষণা কেন্দ্র ও অন্যান্য অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন পাঠক্রম মূল্যায়ন;
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল প্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ এবং তা বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ;
- নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে খসড়া আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- সরকার বা আইন দ্বারা অর্পিত হয় এমন অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন;
- বিদেশে Ph.D. ডিগ্রি করার জন্য ২০২২-২৩ অর্থ বছর থেকে বৈদেশিক বৃত্তি (Foreign Scholarship) প্রদান কার্যক্রম শুরু করা;
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক ক্ষেত্রে অনিয়ম রোধ, বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার, আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতপূর্বক সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রশাসনে শৃঙ্খলা আনয়ন ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা ও আর্থিক ম্যানুয়াল" প্রণয়ন করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের যৌক্তিক সংখ্যা নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচিং লোড ক্যালকুলেশন নীতিমালা-২০২২" প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সঠিকভাবে নিরূপণ ও যাচাই-বাছাই করে একটি অভিন্ন নিয়োগ ও পদোন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ;

প্রণীত আইন ও বিধি:

- কমিশনের ১৬৩তম সভায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের টিচিং লোড ক্যালকুলেশন নীতিমালা-২০২২ অনুমোদিত হয়;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধন আইন, ২০২৩ এর খসড়া প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিবর্তনশীল বিশ্ব ও ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে গুণগত শিক্ষা বা মানসম্মত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন প্রণীত হয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের একাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিজস্ব রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স নেটওয়ার্কের সাথে সহযোগিতা ও সংগতি রেখে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কার্যক্রমের মানদন্ড নির্ধারণ করে থাকে।

অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার উদ্বোধন:

বর্ধিষ্ণু উচ্চশিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল তার প্রধান দায়িত্ব হিসেবে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এসব প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

চিত্র: উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক সম্মেলন ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.নিউজিল্যান্ড।

সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন:

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের হাতিয়ার Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF)। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে BNQF বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের

বিষয়ে শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও উচ্চশিক্ষায় কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের সংস্কৃতি তৈরির জন্য কাউন্সিল ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চারটি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, সিলেট, চট্রগ্রাম ও বরিশাল) চারটি Motivational Workshop আয়োজন করেছে। এ কর্মশালায় মোট ৬৩১ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ১২ দিনব্যাপী ১টি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এতে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন। BNQF বাস্তবায়ন ও অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে ১২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এ অর্থবছরে ১৬৮ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন।

চিত্র: চট্টগ্রাম **আঞ্চলে** উচ্চশিক্ষার অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি।

অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা:

দেশের উচ্চ শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং একাডেমিক প্রোগ্রাম পর্যায়ে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে কাউন্সিল ১০টি মানদন্ড ও ৬৩টি নির্ণায়ক অনুমোদন করেছে। অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/একাডেমিক প্রোগ্রামের বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণের জন্য এ অর্থবছরে ২৫ (পঁচিশ) জন অধ্যাপককে একাডেমিক অডিটর হিসেবে অনুমোদন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭৯টি প্রোগ্রামকে অ্যাক্রেডিটেশনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আবেদন পাওয়া গেছে। কাউন্সিল আবেদনকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন এবং অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য নির্ধারিত মানদন্ড ও নির্ণায়কের প্রতিপালন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

গবেষণা কার্যক্রম:

উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রণীত 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২' অনুসরণক্রমে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৬৯টি গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া যায়। **Double Blind Peer Review** পদ্ধতিতে ০৯টি প্রস্তাব নিবার্চন করা হয়েছে। গবষেকগণ তাদের গবষেণা সমাপনান্তে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করে। এই অধিদপ্তরের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ২৩৭৯১ টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪,৩১,২৮১ জন শিক্ষক এবং ১৪,৮৮,৮,৪৯৬ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। বাংলাদেশের সব জেলায় জেলা শিক্ষা অফিসে এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং ভিশন-২০৪১ কে সামনে রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

১) সাধারণ কার্যক্রম :

- এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) শিক্ষক-কর্মচারির বেতন ভাতা প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কাজ অনলাইনে করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের এমপিও এর বেতন ভাতা বাবদ ১৮৭,৮৮,৪৩,২৬৫ টাকা (একশত সাতাশি কোটি আটাশি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশত পয়ঁষট্টি টাকা মাত্র) প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে বেসরকারি বিদ্যালয়ে ১৩৭ কোটি ৯২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৩৮ টাকা এবং বেসরকারি কলেজে ৪৯ কোটি ৯৫ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর হতে বিভিন্ন শ্রেণি, প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদেরকে রাজস্ব খাতভুক্ত ঘোষিত বৃত্তিসহ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতভুক্ত সকল ধরনের বৃত্তির অর্থ G2P পদ্ধতিতে অনলাইনে EFT এর মাধ্যমে ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৪৯ জন শিক্ষার্থীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৭৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৫ টাকা প্রেরণ করা হয়েছে;
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রধান শিক্ষক পদে ৮০ জন এবং জেলা শিক্ষা অফিসার পদে ২৫ জন পদোন্নতি দেয়া হয়।
- বেসরকারি কলেজে কর্মরত ৪৩১৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত এবং ৭৩৭৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়েছে;
- বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ৮০০ (আটশত) প্রধান শিক্ষক, ৫০০ (পাঁচশত) সহকারী প্রধান শিক্ষক, ০১ (এক) হাজার সহকারী শিক্ষক, ৫০০ (পাঁচশত) কর্মচারীর এমপিওভুক্তি এবং ৬০০ (ছয়শত) শিক্ষকের উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়;
- ১৭৪ জন অফিস সহায়ক হতে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিদিন নূন্যতম ২টি ক্লাস গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। এ নির্দেশনার আলোকে এ অর্থ বছরে শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৯২টি ক্লাস গ্রহণ করেছে;

- সারাদেশে একাডেমিক সুপারভিশন ও ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) এর আওতায় মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা অফিস পরিদর্শনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের আলোকে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক **৯,৪৩৪** টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করা হয়েছে;

- মাউশি'র আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অফিসসমূহের জন্য ১৫ হাজার ৬৪১ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৪ হাজার টাকার বাজেট প্রণয়ন এবং বিতরণ করা হয়েছে;

- ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৬৩ কোটি টাকার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ যা মাউশি'র ইতিহাসে একটি মাইলফলক;

- স্ট্রেংদেনিং রিডিং হ্যাবিট অ্যান্ড রিডিং স্কিলস অ্যামাং সেকেন্ডারি স্টুডেন্টস স্কিমের আওতায় শিক্ষার্থীদের বই পড়ানো কর্মসূচি চালুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৯৩টি বই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাউশি বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে বই ক্রয়ের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির ম্যানুয়াল ও কর্মসূচিতে ব্যবহৃত লিফলেট, ফরম, নির্দেশিকা ইত্যাদি উপকরণসমূহ সম্বলিত ৬৫ পৃষ্ঠার ম্যানুয়াল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;

চিত্র : পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি কর্মশালায় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়

২) অন্যান্য কার্যক্রম :

- **নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নের বিষয় গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য:** মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির ক্লাস রুটিন, ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির সমন্বিত রুটিন ছক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির জন্য প্রণীত বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত জুম সভার মাধ্যমে নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ এবং সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করছে।

- **মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন :** মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৫৪০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২৮৫২টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (মহানগরী ও জেলার সদর উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত অনলাইনে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- **জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর:** সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) - এর আওতায় সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ১১৮৭টি পদ জনবলসহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের বিষয়ে বিগত ৬ মে ২০২১ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিগত ০৩.০২.২০২২ খ্রি. তারিখে ১১৮৭টি পদের মধ্যে ৮০১টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১২৬টি প্রেষণপদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরে সম্মতি প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিগত ১২৬টি পদের মধ্যে ৫৯টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

- **ভোকেশনাল কর্মসূচি বাস্তবায়ন:** সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) -এর আওতায় সাধারণ ধারার ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২০ সাল থেকে ২টি করে ট্রেডে (মোট ট্রেড ১০টি) ভোকেশনাল শিক্ষা চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অবকাঠামো নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি ট্রেডে ট্রেড ইন্সট্রাক্টর ও ল্যাব/ ট্রেড অ্যাসিস্টেন্ট নিয়োগ চলমান রয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মসূচির অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হল:

- ভোকেশনাল ভবন নির্মাণ : সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) -এর আওতায় ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬৪০টি ভবনের-ই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য,এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ১৩টি প্রতিষ্ঠানের ভোকেশনাল ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

- ভোকেশনাল যন্ত্রপাতি সরবরাহ: সাধারণ ধারার ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য ৩৯৫টি আইসিটি ল্যাবে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। সেসিপ-এর আওতায় নির্বাচিত ১০টি ট্রেডের ল্যাবের জন্য (মোট ট্রেডল্যাব ১২৮০টি) যন্ত্রপাতি ও মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে।

- ভোকেশনাল শিক্ষক নিয়োগ : সেসিপ-এর ভোকেশনাল কর্মসূচির আওতায় নির্ধারিত ভোকেশনাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে এনটিআরসিএ কর্তৃক তিনটি ধাপে মোট ১২৬৭ জন ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে সর্বমোট ৮১৪ জন ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর বর্তমানে কর্মরত আছেন। অবশিষ্ট ৪৬৬ টি ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর পদের মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ের ৩৯টি পদসৃষ্টি সাপেক্ষে, ননএমপিও (১টি মিশনারি বিদ্যালয়সহ) বিদ্যালয়ের ৫টি পদ এমপিওভুক্তি সাপেক্ষে এনটিআরসিএ-এর মাধ্যমে নিয়োগ এবং ৪২২ টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া এনটিআরসিএ চলমান রয়েছে। এছাড়া ১২৮০ টি ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট পদের মধ্যে এসএমসি ও এমএমসি এর মাধ্যমে ৪৬১ জন ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে কর্মরত আছেন ।

- **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য ২০ তলা ভবন-নির্মাণের লক্ষ্যে ড্রইং ডিজাইন প্রণয়ন :** মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য ২০তলা ভবন-নির্মাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক প্রাথমিক ড্রইং-ডিজাইন প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে গত ০৮ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত

সভায় ড্রইং-ডিজাইনে ভবনের বাহ্যিক অংশের অনুমোদন প্রদান করেছেন। মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে ভবনের অভ্যন্তরীণ অংশের পুনর্বিন্যাসপূর্বক ২৮.০৫.২০২৩ খ্রি. তারিখে সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় ড্রইং-ডিজাইনটি কিছু পরিমার্জন সাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়।

- **প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি :**
    - ডিসেমিনেশন অব নিউ কারিকুলাম স্কিমের আওতায় ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৬৩ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক তৈরির জন্য ২১১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ১৬,৪০০ জন প্রশিক্ষক এবং ২,৮০, ৭৯০ জন শ্রেণি শিক্ষক, জেলা পর্যায়ে ২৯,৫৬৪ জন প্রধান শিক্ষক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৯৭ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নতুন কারিকুলাম-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- উল্লেখ্য, "Building Capacity for Assessing Learning Losses and Ensuring an Effective Recovery" শিরোনামে ডায়াগনস্টিক অ্যাসেসমেন্ট এর উপর একটি নির্দেশিকা তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে যা নতুন কারিকুলাম-২০২২ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও নতুন কারিকুলাম-২০২২ বাস্তবায়নে চলমান শিক্ষক প্রশিক্ষণসমূহ উইং এর সকল কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে মনিটরিং করছে।

- প্রশিক্ষণ শাখার আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৩৬২৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণসমূহ হলো : বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি বিষয়ক ৬৬০ জন ,শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬৬৫ জন ,ইনোভেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ২০০ জন ,সেবা সহজিকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ক ১৫০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত) কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করেছে। কর্মকর্তাদের জন্য ০৩ টি ব্যাচ এবং কর্মচারী ০৭ টি ব্যাচে মোট ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের ৫৭২ জন শিক্ষককে *বি.এড* প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- প্রশিক্ষণ উইং কর্তৃক মোট ২১ জন শিক্ষক/কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছিলো। এর মধ্যে ১৯ জন কর্মকর্তা দক্ষিন কোরিয়াতে এবং ০২ জন কর্মকর্তা জাপানে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

- প্রশিক্ষণ উইং থেকে দেশের অভ্যন্তরে ৫৪ জন বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে পিএইচ.ডি/এমফিল কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। একইসময়ে বিদেশে ৩৪ জন বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে পিএইচ.ডি/মাস্টার্স গবেষণা কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

- অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক ১০ দিনব্যাপী মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ৮০০ জন কর্মকর্তাদের নিয়ে মাস্টার ট্রেইনার পুল গঠন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাস্টার ট্রেইনারগণ উপজেলা পর্যায়ের দিনব্যাপী ওরিয়েন্টশন ওয়ার্কশপ এবং সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সমূহে অনুষ্ঠিত ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

- একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা ও বাস্তবায়নের জন্য ১৮,৮১৭ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অটিজম ও এনডিডি শিশুর অভিভাবককে ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী অটিজম ও এনডিডি এবং একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অটিজম ও এনডিডি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও তার অপনোদন, সঠিক ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি,একীভুত শিক্ষা, রিজনেবল এ্যাকোমডেশন, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা,পরিবেশগত অভিযোজন, খাদ্যাভ্যাস, থেরাপি সেবা, বেসিক কাউন্সেলিং, সহপাঠী ও এসএমসির'র করণীয় ও বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শন এই প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত।

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) -এর আওতায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ে ২১,৫৯২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।এছাড়াও, ভোকেশনাল ট্রেডের যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক ভোকেশনাল ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ বিষয়ে ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর, ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট, প্রতিষ্ঠান প্রধান, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ ৭৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- জেনারেশন ব্রেক থ্রু (পর্যায়-২) প্রকল্পের আওতায় কিশোর-কিশোরীদের মাঝে (সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, রাঙ্গামাটি, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী জেলার ২১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৪০টি মাদ্রাসায়) জেন্ডার সাম্য আচরণ ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫০ জন প্রধান শিক্ষককে এবং ৭৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাপান এর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Arigatou International Geneva Office এর যৌথ তত্ত্বাবধানে "Ethics Education Fellowship pilot project" বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সারাদেশের ৮টি বিভাগের ৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩০ জন প্রধান শিক্ষককে ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ১৯টি বিদ্যালয়ের ৩৮ জন শিক্ষককে ৫ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬ মাসব্যাপী শ্রেণি কার্যক্রম বাস্তবায়ন মনিটরিং করা হচ্ছে ।

- **কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি :**
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) -এর আওতায় মনিটরিং ও মেন্টরিং, ভোকেশনাল কর্মসূচির আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ট্রেড ইনস্ট্রাক্টরদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন, কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল রিভিউসহ ০৭টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

- স্ট্রেংদেনিং রিডিং হ্যাবিট অ্যান্ড রিডিং স্কিলস অ্যামাং সেকেন্ডারি স্টুডেন্টস স্কিম এর আওতায় ম্যানুয়াল অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে ওরিয়েন্টশন কর্মশালা আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষক উদ্বুদ্ধকরণ ও পরিচিতি কর্মশালা ৩০০ উপজেলায় আয়োজন করা হয়েছে।

- পারফরমেন্স বেজড গ্রান্টস ফর সেকেন্ডারী সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউশনস (পিবিজিএসআই) স্কিমের এর আওতায় উপজেলা পর্যায়ে ৫০০টি ওয়ার্কশপ সফলভাবে আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের

PTA (Parent Teacher Association) এ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ১২ জুন, ২০২৩ তারিখে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

- দেশের মোট ৪৯০ টি উপজেলায় দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৪৯,০০০ জন সমাজের বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী (মাধমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মাদ্রাসার সুপার ও অধ্যক্ষ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি) এবং অটিজম ও এনডিডি শিশুদের অভিভাবকদের অটিজম ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

- মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অটিজম ও এনডিডি এবং একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৬৪টি জেলার মোট ১৪৪ টি স্কুলের প্রতিটিতে ১৫০জন শিক্ষার্থীসহ মোট ২১,৬০০জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে।

- অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজশাহী ও রংপুরে ২টি বিভাগীয় সেমিনারসহ মোট ৭ টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

- **অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যাদি :** সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভুক্ত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ৩২০টি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান যার মধ্যে ২১ টি বিদ্যালয়ের ৬ তলা ভিতবিশিষ্ট ১টি করে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মিত ২১ টি বিদ্যালয়ের ভবনের জন্য খেলাধুলা সামগ্রী এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

- **চিত্র** দৌলতখান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দৌলতখান, ভোলা

- ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণ/বন্দোবস্তকৃত ০৯টি জমির মধ্যে ৮টিতে (জয়পুরহাট, শ্রীমঙ্গল, রংপুর-কামালকাছনা ও উত্তম মৌজা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম-পূর্বপতেঙ্গা ও উত্তর পতেঙ্গা রাজশাহী- ছোটবনগ্রাম) একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

- তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প'এর আওতায় ১৮১টি ভবন নির্মাণের মধ্যে ৪৯টি কলেজে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ও ১২৭টির কাজ চলমান আছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪৭৮টি কলেজে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলমান ১২৭ টি কলেজের মধ্যে ৪৫টি ৭৬%-৯৯% ৩১টি ৫১%-

৭৫%, ৩৩টি ২৬%-৫০% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ১৮টির ১%-২৫% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন আছে ৫টি কলেজ।

- শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৬টি (সাধারণ একাডেমিক ভবন-১১টি, বিজ্ঞান ভবন-১টি, হোস্টেল ভবন ০২টি, মাল্টিপারপাস ভবন ০২টি) ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জোয়ারসাহারা সাইটটি প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে বাতিলের প্রস্তাব করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গত ০৪.০৪.২০২৩ তারিখের একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জোয়ারসাহারা এলাকার ০২টি সাইট পরিদর্শনপূর্বক চূড়ান্তভাবে জমি নির্বাচনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও, সাঁতারকুল, বাড্ডা, ঢাকা এর জমির মূল্য বাবদ জেলা প্রশাসক, ঢাকা কর্তৃক প্রাক্কলিত সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
- সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯৪টি ৬তলা একাডেমিক ভবনের মধ্যে ১৯ টি ভবনের নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, ৮৩টি কলেজে ফটোকপিয়ার মেশিন, ৭১টি কলেজে রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওভেন,ইলেকট্রিক ফ্লাস্ক ও ৫১টি কলেজে আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে । ইলেকট্রিক ফ্লাস্ক, ৫১টি কলেজে আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়ে।

- **অস্থায়ী একাডেমি চালুকরণ :** ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিস (NAAND) প্রকল্পের আওতায় রাজউক পূর্বাচলে মূল একাডেমির কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে রাজধানী ঢাকার সেগুনবাগিচায় একটি ভাড়াকৃত ভবনে অটিজম ও এনডিডি শিশুদের সীমিত পরিসরে সরাসরি সেবা প্রদানের জন্য একাডেমির কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে শুরু করা হয়েছে। ভাড়াকৃত অস্থায়ী একাডেমিতে অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীকে একীভূত শিক্ষায় একীভূতকরনের লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ৭ম শ্রেণী ও ৮ম শ্রেণীর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (এনডিডি) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

চিত্র-২-৪ : NAAND-এর অস্থায়ী ক্যাম্পাস ভবন ও কার্যক্রম

- **প্রকাশনা ও নীতিমালা প্রণয়ন :**
- শিক্ষার্থীদের জন্য গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশান উইং Learning Assessment of Secondary Institutions(LASI)-২০১৭ এবং National Assessment of Secondary Students(NASS)- 2019 কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এটি একটি নমুনাভিত্তিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা ব্যবস্থার দূর্বল ও সবল দিকগুলো চিহ্নিত করা যায় এবং শিক্ষার্থীদের শ্রেণি উপযোগী কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক শিখণ যোগ্যতা পরিমাপ করা যায়। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বিষয়, শ্রেণি, লিঙ্গ, আঞ্চলিক ও এলাকাগত বৈষম্যও পরিমাপ করা যায়। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে grade-৬, grade-৮ এবং grade-১০ এ বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের ওপর এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ইতোমধ্যে LASI- ২০১৭ এবং NASS- ২০১৯ এর চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে।

- প্রতি বছর প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ সম্পর্কিত ধারা, শ্লোগান, অটিজম ও এনডিডি শিশুদের শিক্ষা অধিকার বিষয়ক ব্রুশিয়ার, পোস্টার, ফেস্টুন, লিফলেট প্রকাশ করা হয় ও তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) -এর আওতায় নিম্নবর্ণিত নীতি নির্ধারণী ডকুমেন্ট প্রণীত হয়েছে:
- DSHE Institutional Assessment Report খসড়া প্রণীত হয়েছে।
- EMIS Capacity Development Plan খসড়া প্রণীত হয়েছে।
- ILC Capacity Development Plan খসড়া প্রণীত হয়েছে।
- সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিধি-বিধান ও নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন।

➢ **বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০২৩ :**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আগ্রহ, অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১২ সালে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং সর্বপ্রথম ২০১৩ সালে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের ১৩ মার্চ তারিখে প্রাতিষ্ঠান পর্যায়ে, ১৯-২০ মার্চ উপজেলা পর্যায়ে, ২মে জেলা পর্যায়ে, ৩মে ঢাকা মহানগর, ৯মে বিভাগীয় পর্যায়ে এবং ১৫মে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি বিভাগীয় এলাকা হতে প্রতি বিষয়ের প্রতি গ্রুপ হতে ১ জন সেরা শিক্ষার্থী বাছাই করে ৫টি বিষয়ের ৩টি গ্রুপ থেকে ১৫ জন হিসেবে ৯টি বিভাগ থেকে সর্বমোট ১৩৫ জন বিভাগীয় সেরা মেধাবীর মধ্যে ১৩০ জন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি গ্রুপ হতে ১ জন করে মোট ১৫ জন শিক্ষার্থীকে **'বছরের সেরা মেধাবী'** হিসেবে নির্বাচন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১১জুন ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে ১৫ জন সেরা মেধাবীদের প্রত্যেককে দুই লক্ষ টাকা, ক্রেস্ট, মেডেল ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় অন্য অংশগ্রহণকারীদের ত্রিশ হাজার টাকা, মেডেল ও সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে **'বছরের সেরা মেধাবী'**

চিত্র : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরুষ্কার গ্রহণ করছেন সেরা মেধাবীরা

- **জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৩ :**

দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শ্রেষ্ঠ শ্রেণি-শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিবছর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ০৬ মে ২০২৩ তারিখে শুরু হয়ে তারপর পর্যায়ক্রমে উপজেলায় ১৩-১৪ মে, জেলা পর্যায়ে ২০-২১ মে .বিভাগীয় পর্যায়ে ১৭-১৮ মে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ০৫-০৬ জুন সরকারি টিচার্স

ট্রেনিং কলেজ,ঢাকা এবং ধানমন্ডি গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি "ক" গ্রুপ, ৯ম থেকে ১০ম শ্রেণি "খ" গ্রুপ, ১১শ- ১২শ "গ" গ্রুপ, এবং ১৩শ-১৭ শ "ঘ" গ্রুপ এই চারটি গ্রুপে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। একইসাথে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী,শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান,শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান, শ্রেষ্ঠ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং শ্রেষ্ঠ জেলা শিক্ষা অফিসার নির্বাচন করা হয়। বিগত ১৯ জুন ২০২৩ তারিখে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কারের নগদ অর্থ,সনদ,ক্রেস্ট ও মেডেল বিতরণ করেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করছেন

➢ জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

৪৯তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জাতীয় পর্যায়ে ২০ হতে ২৪ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে ভাষা সৈনিক রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়েছে । বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল,মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে উপজেলা/থানা, জেলা, উপ-অঞ্চল, অঞ্চল হয়ে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত প্রতিযোগিতায় ০৫টি খেলা অনুষ্ঠিত হয় । খেলাগুলো হলো- সাঁতার(ছাত্র-ছাত্রী), ফুটবল (ছাত্র-ছাত্রী) হ্যান্ডবল (ছাত্র-ছাত্রী), কাবাডি(ছাত্র-ছাত্রী) ও দাবা (ছাত্র-ছাত্রী) ।

৪৯তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২২ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ডিসপ্লে।

➢ ৫১তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক আয়োজিত প্রতিষ্ঠান পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ৫১তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। ০২ হতে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে শামস্-উল-হুদা স্টেডিয়াম, যশোর অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত প্রতিযোগিতায় ০৮টি খেলা অনুষ্ঠিত হয় । খেলাগুলো হলো- এথলেটিকস(ছাত্র-ছাত্রী), ক্রিকেট (ছাত্র-ছাত্রী), ভলিভল (ছাত্র-ছাত্রী), ব্যাডমিন্টন-একক ও দ্বৈত (ছাত্র-ছাত্রী), টেবিল টেনিস-একক ও দ্বৈত (ছাত্র-ছাত্রী), হকি (ছাত্র-ছাত্রী), বাস্কেটবল (ছাত্র-ছাত্রী), সাইক্লিং (ছাত্র-ছাত্রী)।

➢ **"শিক্ষক দিবস-২০২২"**

এই প্রথমবারের মতো আড়ম্বরপূর্ণ**ভাবে** এবং উৎসবমুখর পরিবেশে গত ২৭ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে শিক্ষক দিবস ২০২২ পালন করা হয়। এ আয়োজনে দুই মন্ত্রণালয়ের (শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের) উদ্যোগে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শিক্ষক দিবস ২০২২ উদযাপিত হয়। এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে কর্মকর্তাসহ ও শিক্ষকগণ যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করে। এবারের শিক্ষক দিবসের প্রতিপ্রাদ্য বিষয় ছিল- "The Transformation of Education Begins with Teachers" অর্থাৎ 'শিক্ষকদের হাত ধরেই শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর শুরু' ।

শিক্ষক দিবস-২০২২ উপযাপন-উপলক্ষ্যে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন

শিক্ষক দিবস-২০২২ উপযাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষকগণের জন্য Teachers Leadership and Innovation এবং Conveying Professional Quality Development of Teachers Thinking of Future Education বিষয়ে

Testimonies (Video Clips) প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় সারা দেশের ১৩৮ জন শিক্ষক Video Clips প্রস্তুত করে তা অনলাইনে Submit করে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধ বিধস্ত বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূন:নির্মাণ ও মেরামতের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে একটি প্রকৌশল ইউনিট গঠন করেন। পরবর্তীতে এ ইউনিট রুপান্তরিত হয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নামে নামকরণ করা হয়। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন ভবন নির্মান, বিদ্যমান ভবনগুলোর সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যুগোপযোগী ও মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, আইসিটি ল্যাব স্থাপন, ইন্টারনেট সংযোগ, আইসিটি সুবিধাসহ ভবন নির্মাণ করে যাচ্ছে।

- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পরিচালন বাজেটের আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৩৭২১৯৫.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্বাহ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে, ৭১টি সরকারি ও বেসরকারি কলেজ এবং ৭৭০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ৬৭৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ২টি ছাত্রাবাস, ২টি ছাত্রীনিবাস, সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪১৫২টি মেরামত ও সংস্কার কাজ উল্লেখযোগ্য।

ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলায় নির্মিত এম. কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়

- নির্মিত ভবনসমূহে ৮,৯৯,৩০০ জন শিক্ষার্থীর উন্নতর পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল ভবনে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশুদ্ধ সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, নিরাপত্তার জন্য বজ্রপাত নিরোধক, পর্যাপ্ত

আলো বাতাসের জন্য ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প ও সহায়ক টয়লেটের সংস্থানসহ শহর ও গ্রামের শিক্ষার পরিবেশের সমতা স্থাপিত হয়েছে । শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রবণতাও হ্রাস পেয়েছে। এই সকল প্রক্রিয়া গ্রহণের ফলে এসডিজি-৪ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হয়েছে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিসহ শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাঁচ তলা একাডেমিক ভবন, মালিগাঁ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ হাসিনা ছাত্রাবাস, রামশীল কলেজ, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ৩৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান আছে। চলমান প্রকল্পসমূহের সর্বমোট প্রকল্পমূল্য ৭৪২৬৫.৬১

কোটি টাকা। প্রকল্প সমূহের বাস্তব গড় অগ্রগতি শতকরা আশি ভাগ। প্রকল্প সমূহের আওতায় কাজসমূহের মধ্যে প্রায় ২৫০০টি সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রায় ৫০০টি সরকারি/বেসরকারি কলেজ এবং ১৩০০টি মাদ্রাসায় বহুতল একাডেমিক ভবন নির্মিত হয়েছে।

খুলনা জেলায় নির্মিত ডুমুরিয়া টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ

মুজিববর্ষের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন ক্যাটাগরির শুন্যপদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

এছাড়াও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি ২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- **শূন্যপদ পূরণ, জনবল নিয়োগ ও পদন্নোতি সংক্রান্ত:** শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৫৪ জন কর্মকর্তা ও ৭৩৭ জন কর্মচারীসহ মোট ৯৯১ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়। সম্প্রতি ১১-১৬ তম গ্রেডের ৫১৩টি পদ পূরণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতে ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৮ জন কর্মচারীগণকে পদন্নোতি প্রদান করা হয়েছে।

- **DPP প্রণয়ন সংক্রান্ত:** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বর্তমানে চলমান প্রকল্পসমূহের পাশাপাশি নতুন প্রকল্প প্রনয়ন ও বিদ্যমান প্রকল্পসমূহের দর সংশোধনের নিমিত্ত প্রকল্প প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া ডিপিপি প্রনয়নের জন্য অত্র দপ্তরের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে গণি মডেল হাইস্কুল এবং

লুধুয়া স্কুল এন্ড কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন, চাঁদপুর প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে এবং আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও অনেকগুলো চলমান প্রকল্পের সময় বর্ধনসহ দর সংশোধন হয়েছে।

- **স্বতন্ত্র ডিজাইন শাখা/সেল উদ্বোধন:** শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় নির্মাণাধীন অবকাঠামোর ডিজাইন/ড্রয়িং যথাসময়ে সরবরাহের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র ডিজাইন শাখা উদ্বোধন করা হয়। একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে উক্ত শাখা পরিচালিত হচ্ছে এবং এ শাখাকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে জনবল বৃদ্ধিসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- **রচনা প্রতিযোগিতা:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সন্তানদের মধ্যে একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজনপূর্বক ক্যাটাগরি ভিত্তিক ০৯ জন বিজয়ীর মধ্যে সম্মাননা ক্রেস্ট ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

- **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:** শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চলমান ৫টি প্রকল্পের নতুন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া, বর্তমানে নতুন করে ৩টি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

- **অর্গানোগ্রাম**: শিক্ষা অবকাঠামো খাতে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে বিদ্যমান ৩১৭৪ জনবলের সাথে ১৮৬২টি নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাবসহ ৫৬৮৩ জনবলের একটি নতুন অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য প্রস্তুত পূর্বক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ ।

- **মামলা নিস্পত্তি সংক্রান্ত:** ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে ৫৬ টি মামলার মধ্যে ২১টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে এবং ৩৬ টি মামলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মামলাসমূহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ডাটাবেইজে মামলার শুনানীসহ প্রাসঙ্গিক অগ্রগতির জন্য হালনাগাদ করা হচ্ছে। এ ছাড়া, বর্তমানে ১২টি বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **প্রশিক্ষণ আয়োজন সংক্রান্ত:** জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৯২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে ৩০ জন, নবনিয়োগপ্রাপ্ত উপসহকারী প্রকৌশলীগণের ওরিয়েন্টেশনে ১৭ জন, গোপনীয় অনুবেদন সংক্রান্ত অনলাইন প্রশিক্ষণে ৬৮ জন, ব্যাসিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, রোলস্ এন্ড রেস্পন্সিবিলিটিজ অব ডিডিও ইনক্লুডিং ডিস্পোজাল অব

অডিট অবজেকশনস্ প্রশিক্ষণে ৪৫ জন, পিপিআর ও পিপিএ এবং ই-জিপি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ৫০ জন, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ১৯২ জন, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত কর্মশালায় ১৪৯ জন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালায় ৪৭ জন ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা বিষয়ক কর্মশালায় ৪০ জন-সহ বিবিধ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের সার্বিক উন্নয়নে এবং নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার আলোকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **নারী কর্মকর্তাদের জন্য আলাদা কর্মপরিবেশ সৃষ্টি:** শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের করমপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে পৃথক ওয়াশব্লক তৈরি করা হয়েছে।
- **ডিজিটাল আর্কাইভ প্রস্তুতকরণ:** শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের ডিজাইন ও ড্রয়িং ডিজিটালি সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- **এসিআর সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও এসিআর সপ্তাহ পালন:** শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের এসিআর লিখনে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যথাসময়ে ও যথাযথভাবে এসিআর জমা প্রদান বিষয়ক প্রশিক্ষন আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া ২০২২-২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে এসিআর সাপ্তাহ পালন করা হয় এবং এ সময়ের মধ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এসিআর জমা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- **PIMS হালনাগাদ করণ:** শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের তথ্য হালনাগাদের জন্য একটি পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের ৭৫টি কার্যালয়ের তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে এবং এ অর্থ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
- **ই-নথি/ডি-নথি কার্যক্রম:** শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কাজসমূহ ই-নথির মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত অর্থ বছরে ইইডি প্রধান কার্যালয়ের ৮৫% কার্যক্রম ই-নথি ও ডি-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এনসিটিবি প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ী, দাখিল ও ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কাজ করে থাকে।

১. নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন ও বিস্তরণ:

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কারণে জীবন-জীবিকার দ্রুত পরিবর্তন, কোভিডের ন্যায় অতিমারি, স্থানীয়-বৈশ্বিক অভিবাসন, মানুষের জীবনধারা ও মনোসামাজিক জগতে দ্রুত পরিবর্তন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণের লক্ষ্যে সরকার ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন ও বিস্তরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন;

- ‘জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১’ অনুযায়ী প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ সালে সারাদেশে ৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাইলটিং করা হয়েছে এবং ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে সারাদেশে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে চালু করা হয়েছে;

- ৫২০২৩ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক কর্তৃক বিভিন্ন জেলা , উপজেলা, থানা পর্যায়ে ১,৮৯,৩০৯৫৮ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ২৩,৮২,৭০,৫৮৮ কপি বই বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্র: পাঠ্যপুস্তক উৎসব-২০২৩

- ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে অষ্টম ও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন-শেখানো সামগ্রী (পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা) প্রণয়নের কাজ চলছে।
- ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিখন-শেখানো উপকরণ শিক্ষার্থীদের প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে;
- পর্যায়ক্রমে ২০২৭ সালের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিখন-শেখানো উপকরণ শিক্ষার্থীদের প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে;

- জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ এর ভিত্তিতে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম বিস্তরণের লক্ষ্যে ১৮৫১২ জন মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করে দেশব্যাপী মাধ্যমিক স্তরের ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৪২৯ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের ৫৯৭ জন কর্মকর্তাকে নতুন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

চিত্র: ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এর উদ্বোধন

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নির্দেশনায় গঠিত ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের ১৯৭৪ সালে প্রণীত সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশে পৃথক একটি শিক্ষাতথ্য সংস্থা হিসেবে 'বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ব্যানবেইস দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও প্রচারের জন্য একমাত্র সরকারি সংস্থা। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান কার্যক্রম ছাড়াও শিক্ষা সেক্টরে আই.সি.টি. প্রশিক্ষন ও আই.সি.টি. শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- **জনবল নিয়োগ:** বিপিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত ডকুমেন্টেশন অফিসার পদে ১জন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন এবং পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদে মোট ৯জন কর্মকর্তা ও ৬ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়;

➢ **প্রশিক্ষণ:** অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ে ৮৭জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে ২০৫জন, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে ১২১ জন এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে ৬৬জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বিষয়ে ২৫৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং অফিস ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৬০৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ১২৫টি উপজেলা আইসিটি এন্ড ট্রেনিং সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) এ বেসিক আইসিটি বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৭৩০১ **শিক্ষক**কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

➢ **অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়:** APA এর আওতায় ব্যানবেইস কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহের বিষয়ে অংশীজননের মতামত গ্রহণ করে সেবার মান উন্নতি করার লক্ষ্যে অংশীজনদের সমন্বয়ে গত অর্থ বছরে (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত) বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ে দেশের অভ্যন্তরে ৭টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মোট ৩৭৬ জন অংশীজনদের অংশগ্রহণ করেন।

➢ **ই-বুক ও প্রকাশনা**

1. টেলিফোন নির্দেশিকা-২০২৩।

2. Bangladesh Education Statistics-2022.
3. Pocket Book on Bangladesh Education Statistics-2022.
4. Integration of ICT in secondary level education in Bangladesh.
5. Achievements, challenges and way forward for quality secondary education in Bangladesh.
6. Use of ICT devices and its impact on Teaching-Learning at secondary education.
7. Study on Criteria of establishing secondary education institution- A critical review.
8. Study of higher secondary teacher's capacity on using ICT for learning.

A need assessment of modernizing Dakhil Madrasah Education introducing Technical and Vocational Education and Training (TVET).

10. Study on diploma graduates of government polytechnic institutes at selected areas of Bangladesh.

এছাড়া প্রকাশনা ইউনিট এর তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায় থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে প্রতি বছর টেলিফোন নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের মাধ্যমে প্রকাশের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি: ২০২২-২৩ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় নতুন ৯৭টি গবেষণা প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়।

বাস্তবায়িত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন সংক্রান্ত কর্মশালা: ২০২১-২২ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত ১৩২টি গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে ৮০টি গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল মূখ্য গবেষকগণ কর্তৃক বাছাই ও মনিটরিং কমিটি ও জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির নিকট উপস্থাপনের নিমিত্তে সমাপ্ত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

গবেষণার ফলাফল সম্বলিত প্রকাশনা: এ কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত গবেষণা কার্যক্রমের তথ্য ও ফলাফল সম্বলিত প্রকাশনা প্রকাশের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭ সদস্যের একটি সম্পাদকীয় কমিটি গঠন করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সম্পাদকীয় কমিটি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত ৭৭টি গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল সম্বলিত করে ভলিউম-৫ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত ৭৭টি গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল সম্বলিত করে ভলিউম-৬ প্রকাশনা প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষকগণ নিজ নিজ গবেষণার বিষয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করে থাকেন।

চিত্র: শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির চেক হস্তান্তর কর্মশালা।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নোক্ত ৫টি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়:

ক. Factors and Impacts of Drop out at Secondary Education in Bangladesh

খ. Exploring the existing library facilities, use level and challenges at secondary education in Bangladesh.

গ. Impact of Co-Curricular Activities on Student's Performance at Secondary educational Institutions in Bangladesh.

ঘ. Exploring the role of BMTTI to improve the quality of madrasah education in Bangladesh.

ঙ. Assessing the Demand of 4th Industrial Revolution in the Educational Context of Bangladesh.

বার্ষিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ:

২০২১-২২ অর্থ বছরে ব্যানবেইস স্কুল, স্কুল ও কলেজ, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সহ নয় ধরনের জরিপ প্রশ্নমালা (Questionnaire) অংশীজনের মাধ্যমে আপডেট বা হালনাগাদ করা হয়। হালনাগাদকৃত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে অনলাইন সফট্ওয়্যার হালনাগাদ করা হয় এবং অনলাইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ পরিচালিত হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও Education Institution Annual Survey 2022 (online) সম্পন্ন করা এবং ডাটাবেজ হালনাগাদ করে জিআইএস ম্যাপিং হালনাগাদ করা হয়েছে। ২০২২ সালে ইআইআইএনভুক্ত ৩৬৩৩০ টি প্রতিষ্ঠানের তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে। ইআইআইএন বর্হিভূত ৪৭৫টি কারিগরি, পেশাগত, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেকেন্ডারি উৎসের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত কারিগরি ও ভোকেশনাল ৫৯২২ টি প্রতিষ্ঠানের তথ্যসহ Bangladesh Education Statistics 2022 এর প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়েছে।

১০. Capacity Development for Education (CapEd):

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনে সহায়তার জন্য ইউনেস্কো কর্তৃক উল্লিখিত প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রোগ্রামে একটি স্টিয়ারিং কমিটি এবং ডাটা টেকনিক্যাল কমিটি কাজ করছে। এর আওতায় National Indicator Framework (NIF), Data Mapping (DM) and Action Plan (AP), Data Quality Assessment framework (DQAF) এবং National Strategy for the Development of Education Statistics and Action Plan (NSDES & AP) for Bangladesh মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়েছে।
- National Indicator Framwork (NIF) এর ইন্ডিকেটরের জন্য Methodology ও Meta data development এর উদ্দেশ্যে কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- SDG-4 এর Additional Indicator এবং Benchmark Development এর জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে সাত (০৭) দিন ও দশ (১০) দিনের ট্রেনিং পরিচালনা করা হয়েছে।

- CapEd প্রোগ্রামের আওতায় "Rapid National Capacity Assessment on Sector-Wide Policy and Planning for Education in Bangladesh" শীর্ষক Component এর রিপোর্ট প্রস্তুত ও অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক জরিপ কার্যক্রমে সহায়তা:** ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক জরিপ কার্যক্রম এর ৫টি Software মডিউল প্রস্তুত করা হয়। জরিপ পরবর্তী Education Statistics এর সকল টেবিল প্রস্তুত করা হয় এবং ডাটাবেজ থেকে রিপোর্ট প্রস্তুত করে পরিসংখ্যান বিভাগে প্রদান করা হয় ।
  - **ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে একটি ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা আনায়নের লক্ষ্যে পিপিআর, পিপিএ ও ইজিপির গাইডলাইন অনুযায়ী বাজেটের প্রায় ৭০% বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ)

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এনটিআরসিএ দ্বারা প্রতি বছর নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিশীল মেধাবী প্রার্থীরা মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের পুলে প্রবেশ করতে পারে। ২০০৫ সালের বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইনের দ্বারা এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- **নিয়োগ সুপারিশ সংক্রান্ত কার্যক্রম:** বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শূন্য পদের চাহিদা সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও জাতীয় মেধা তালিকার ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) প্রথম প্রবেশ পর্যায়ের (Entry level)শূন্য পদে প্রার্থী নির্বাচনপূর্বক নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করে। সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে এনটিআরসিএ'র মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৮৫,৪৫৬ (পঁচাশি হাজার চারশত ছাপ্পান্ন) জন নিবন্ধনধারীকে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

- বিগত ২২ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় ৩২,৪৩৮ (বত্রিশ হাজার চারশত আটত্রিশ) জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ সকল নির্বাচিত প্রার্থীর পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- **সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০:** বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ অনুসারে এনটিআরসিএ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) ২০০৫ সাল থেকে অদ্যাবধি ১ম থেকে ১৬তম শিরোনামে ১৬টি ও একটি বিশেষসহ মোট ১৭টি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০২২ এর কার্যক্রম ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু করা হলেও কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে পরীক্ষার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। ২০২২ সালে সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার কার্যক্রম পুনরায় আরম্ভ করা হয়। গত ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি: তারিখে সারাদেশের ০৮টি বিভাগের ২৪ টি জেলায় ১৭তম নিবন্ধন পরীক্ষার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গত ০৫ ও ০৬ মে, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
- **জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত:** এনটিআরসিএ কার্যালয়ে শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সিস্টেম এনালিস্ট পদে ০১(এক) জন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ০১ (এক) জন এবং অফিস সহায়ক পদে ০১(এক) জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- **এনটিআরসিএ-এর TO&E সংশোধন:** ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর এনটিআরসিএ-এর কার্যক্রম ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাওয়ায় TO&E সংশোধনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানের পর অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া যায়। বিগত অর্থবছরে এনটিআরসিএ-এর TO&E এর সংশোধনের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- **এনটিআরসিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন ও পরিমার্জন:** এনটিআরসিএএর বিদ্যমান জনবল কাঠামো ও সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট অনুযায়ী পদ সৃষ্টির যৌক্তিকতা, প্রস্তাবিত পদের নাম, পদসংখ্যা, বেতন স্কেল, গ্রেড, প্রতিটি পদের দায়িত্ব ও খসড়া নিয়োগ বিধিসহ প্রস্তুত করে গত ১০ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
- **সিলেবাস প্রণয়ন:** পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতির বিষয় বিবেচনা করে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য প্রণীত সিলেবাসসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্কুল, স্কুল-২ ও কলেজ পর্যায়ের ট্রেড/বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ শীর্ষক ০৬টি কর্মশালা এনটিআরসিএ'র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।
- **বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ:** বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর ধারা ১৭ অনুসারে প্রতি বৎসর ৩০ মার্চ বা তার পূর্বে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বর এর মধ্যে সম্পাদিত কাজের রিপোর্ট প্রস্তুত করার ও সরকারের নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। উক্ত বিধানের আলোকে এনটিআরসিএ-র ২০২১

সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বীয় কার্যাবলীর প্রস্তুত করা হয়েছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. মহোদয়ের নিকট প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের কপি হস্তান্তর করা হয়েছে।

- **মাঠ পর্যায়ে গণশুনানি/কর্মশালা/অবহিতকরণ সভা আয়োজন:** এনটিআরসিএ এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে এনটিআরসিএ'র চলমান নিয়োগ সুপারিশ এবং শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ, আবেদন ও নিবেদন সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং নাগরিক সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা শহরে গণশুনানির আয়োজন করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে কর্মশালা/অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।
- **তথ্য অধিকার পুরস্কার:** এনটিআরসিএ-র সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতানিশ্চিত করার নিমিত্ত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে এনটিআরসিএ-র কার্যক্রম আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে প্রশংসিত হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্য অধিকার বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করায় আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে অধিদপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে তথ্য অধিকার পুরস্কার-২০২২ এ এনটিআরসিএ ১ম স্থান অর্জন করেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মুজিবর্ষ এবং করোনাকালীন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (সময় উল্লেখসহ);

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের অংশ হিসেবে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে জাতির পিতার ভাবাদর্শ তুলে ধরার জন্য তাঁর লিখিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' এবং "আমার দেখা নয়াচীন" পুস্তকসমূহ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সরবরাহ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বর্ণাঢ্য জীবন তুলে ধরে এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে লিফলেট, পোষ্টার ও কোটপিন বিতরণ করা হয়। এনটিআরসিএ ২০১৬ সাল হতে সম্মিলিত মেধা তালিকা অনুযায়ী প্রাপ্ত শূন্য পদের চাহিদার ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষকদের নিয়োগের সুপারিশ করে থাকে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে এনটিআরসিএ কর্তৃক খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাঁথা শ্রবণ ও মুক্ত আলোচনার আয়োজন, এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার স্থাপন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা/চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃতকরণ, রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন, একটি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন, প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ার প্রদান, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের জন্য সাদা ছড়ি প্রদান, জাতির পিতার কর্মময় জীবন ও ৭ই মার্চ এর ভাষণের তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনার আয়োজন, আলোক সজ্জার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধাশ্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২২ এ অধিদপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে ১ম স্থান অর্জনের সম্মান সূচক ক্রেস্ট মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এর নিকট হতে গ্রহণ করছেন জনাব মো: এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), এনটিআরসিএ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

দেশের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা যাতে অর্থের অভাবে থেমে না যায় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল, ২০১০ খ্রি. তারিখে স্বহস্তে লিখিত সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রদান করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ প্রণীত হয়। ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৩(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী মে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করা হয়। উক্ত আইনের ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'ট্রাস্টি বোর্ড' রয়েছে যার সভাপতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- **স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ :**

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি'র অর্থ উপকারভোগী/শিক্ষার্থী কর্তৃক কোনো প্রকার ক্যাশআউট চার্জ প্রদান ছাড়াই সরাসরি উপকারভোগী/শিক্ষার্থীর একাউন্টে মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে।

- **স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণের বিবরণ:**

উপবৃত্তির বছর	ছাত্রী সংখ্যা (জন)	ছাত্র সংখ্যা (জন)	মোট শিক্ষার্থী (জন)	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
২০২২-২৩	৮৪,০২৮ (৫৭.৫৫%)	৬১,৯৬১ (৪২.৪৪%)	১,৪৫,৯৮৯	৭৯,৪৭,৬১,৬৫০

- **মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ :** প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (HSP) এর মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণের বিবরণ।

উপবৃত্তির বছর	মোট শিক্ষার্থী (জন)			উপবৃত্তি ও টিউশন ফি (টাকা)		বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ লিঙ্গভিত্তিক		মোট
	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	উপবৃত্তি	টিউশন ফি	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	
২০২২-২৩	২০২২০৯৫ (৪০%)	৩০৩১৫৬৬ (৬০%)	৫০৫৩৬৬১	১২৮৩১৬১৩৮১৬	১৯২৩৬৫৯৯৪৪	৫৮৭২৩১১৫৭০	৮৮৮২৯৬২১৯০	১৪৭৫৫২৭৩৭৬০

- **উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ :** প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণের বিবরণ:

উপবৃত্তির বছর	মোট শিক্ষার্থী (জন)			উপবৃত্তি ও টিউশন ফি		বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ লিঙ্গভিত্তিক		মোট
	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	উপবৃত্তি	টিউশন ফি	ছাত্র	ছাত্রী	
২০২২-২৩	৩১৫৬১৮ (৪১.৩৮%)	৪৪৬৯৭৫ (৫৮.৬১%)	৭৬২৫৯৩	৪৫৭৪৩৪১৪৮৪	৪৬১৭১৩৮২৬	২০৮৪২৯৬২১৫	২৯৫১৭৫৯০৯৫	৫০৩৬০৫৫৩১০

➢ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান :

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ লক্ষ্যে অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদানের জন্য নির্বাচিত প্রতিজন শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক পর্যায়ে এককালীন ৫,০০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮,০০০ টাকা এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১০,০০০ টাকা হারে ভর্তি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩৫৭১ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি সহায়তা বাবদ মোট ২,৪৯,৫৭,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

অর্থবছর	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
২০২২-২৩	১২৯৯ (৩৬.৩৭%)	২২৭২ (৬৩.৬২%)	৩৫৭১	২৪৯৫৭০০০/-

➢ **দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসায় এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান :**

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা সেবা নির্বিঘ্ন ও ব্যয় সহনীয় করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদানের ফলে অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটবে না তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হবে। এ লক্ষ্যে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। এ নির্দেশিকার আলোকে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের এককালীন সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।

➢ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিতরণকৃত সহায়তার বিবরণ:

অর্থবছর	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
২০২২-২৩	২০ (৯০.৯০%)	০২ (৯.০৯%)	২২	৮,৬০,০০০/-

- **ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান:**

দেশের অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল পরিচালন নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নির্দেশিকার আলোকে ২০২০-২১ অর্থবছর হতে এককালীন সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিতরণকৃত সহায়তার বিবরণ:

অর্থবছর	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
২০২২-২৩	২৯ (৫২.৭২%)	২৬ (৪৭.২৭%)	৫৫	১৭,৯৫০০০/-

- **উচ্চ শিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান :**

দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে এম.ফিল.এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধনপ্রাপ্ত গবেষকগণের গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পিএইচ.ডি. কোর্সে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদ মাসিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা হারে গবেষকদের ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১ জন পিএইচডি গবেষকের অনুকূলে মোট ১৩,৫০০০০/- ছাড় করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পিএইচডি গবেষণায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এর বিবরণ:

অর্থবছর	ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান	গবেষকের সংখ্যা	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
২০২২-২৩	পিএইচ.ডি.	১১ জন	১৩,৫০০০০/-

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে 'বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত নির্দেশিকার আলোকে অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য দেশের অভ্যন্তরস্থ সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৩ টি অধিক্ষেত্রে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে প্রতিযোগীতামূলকভাবে নির্বাচিত ১৩ (তের) জন

অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে বঙ্গবন্ধু স্কলার অ্যাওয়ার্ড ২০২১ প্রদান করা হয়। অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেককে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ স্বাক্ষরে ১টি সনদপত্র, এককালীন ৩ লক্ষ টাকার একাউন্ট পে-চেক ও ১টি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এটি ট্রাস্টের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান নির্দেশিকা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড ২০২২ প্রদানের বিবরণ:

অর্থবছর	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
২০২২-২৩	১২ (৫৪.৫৪%)	১০ (৪৫.৪৫%)	২২	৬৬,০০০০০/-

- SDG বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

SDG লক্ষ্যমাত্রা ৪.১ অনুযায়ী - ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ষষ্ট থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। উপবৃত্তি প্রদানের ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভর্তির ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক সমতা অর্জিত হয়েছে।

SDG লক্ষ্যমাত্রা ৪.৩ অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী পুরুষের সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে স্নাতক পর্যায়ের উপবৃত্তিতে নারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদানের ফলে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৬০% হচ্ছে নারী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন-এর শাপলা হলে মাধ্যমিক থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন-এর শাপলা হলে ১১ জুন ২০২৩ তারিখে মাধ্যমিক থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি বিতরণের ফলে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। উপবৃত্তি ছাড়াও ভর্তি সহায়তা এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা অনুদান দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে। উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়ায় নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষা প্রসার, বাল্য বিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সর্বোপরি আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বিভাগের শীর্ষস্থানীয় একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টার (EEC) প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে এটিকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এ রূপান্তর করা হয়। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি গুণগত মানসম্পন্ন কেন্দ্র এবং এটি শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে কাজ করে যাচ্ছে। নায়েমের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য শিক্ষকগণকে জ্ঞান, পেশাগত দক্ষতা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্বের গুণাবলি দ্বারা সমৃদ্ধ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠদান পদ্ধতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং গবেষণার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নায়েম প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

২০২২- ২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নায়েম কর্তৃক ৫০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ৩০৭৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

Sl No.	Title
01	The Learning Gap of the Secondary School Students of Bangladesh due to Covid-19 Lockdown
02	Assessing the Effectiveness of Blended Education Provided through Radio and Television Media in Bangladesh
03	NAEM`s Foundation Training Course in Building Teachers` Professional Skills : An Assessment
04	Understandings and Perceptions of Bangladeshi Teachers Towards Information Literacy
05	Supervision as Quality Assurance Approach for Improving Teaching-Learning at Secondary Education in Bangladesh : Issues and Challenges
06	Assessing the level of Using Machine Learning Approaches in Higher Educational Institutions of Bangladesh : A Study of Three Science and Technology Universities
07	Status of Knowledge Management in Universities in Bangladesh : An Assessment of Four Selected Universities
08	Practicing Gender-responsive Inclusive Pedagogy in Higher Secondary Education in Bangladesh : Perspective of SDG-4
09	Present Status of Science Laboratories in Secondary Schools for Better Implementation of Experiential Learning
10	Peer Relations among the Classmates for Improving Teaching Learning Environment : A Study on Higher Secondary Level Education in Bangladesh
11	Primary Teachers` Knowledge, Attitude and Practice toward Blended Education in Bangladesh
12	Practice of Career-related Lifelong Learning for Secondary School Teachers : An Exploratory Study
13	Measuring the Leadership Styles of Principals : A Study of selected Govt. Colleges in Bangladesh
14	Exploring Freelancing as a path to Self-Employment of National University Graduates : Challenges and Prospects
15	Assessing the Effectiveness of Teaching-Learning Activity at the Higher Secondary Level in Bangladesh
16	Usefulness of Entrepreneurship Education in Bangladesh : A Link Between Education and Practice

- বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের নবাগত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যাকলগ দূরীকরণের জন্য জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ কোর্স ছাড়াও নিম্নোক্ত ৬(ছয়)টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩৪৫ জনকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

➢ নায়েম এর উদ্যোগে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত ১৬(ষোল)টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে ঃ

- ➢ ইউএস এ্যাম্বাসি, ঢাকা ও নায়েম এর যৌথ উদ্যোগে নায়েম এর CEC (Communicative English Course) প্রশিক্ষণের ম্যানুয়াল পরিমার্জনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
- ➢ ১৬/১২/২০২২ খ্রি. তারিখে ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় বিদস উপলক্ষে নায়েমে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।
- ➢ নায়েম অডিটোরিয়াম-২ এর সংস্কার কাজ করা হয়েছে। নায়েম অমর একুশে হোস্টেলের সংস্কার কাজ করা হয়েছে।
- ➢ নায়েম সাব-স্টেশনের ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং নায়েমের বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের এলটি প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।
- ➢ নায়েম-এ বিদ্যমান ০৭ তলা প্রশাসনিক ভবনের ৮, ৯ ও১০ তলার ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের ৮০% সম্পন্ন হয়েছে।
- ➢ NAEM Unicef Collaboration Project -এর আওতায় Teachers' Compelency Framwork (TCF) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ➢ ইউএস এ্যাম্বাসি, ঢাকা ও নায়েম এর যৌথ উদ্যোগে নায়েম এর CEC (Communicative English Course) প্রশিক্ষণের ম্যানুয়াল পরিমার্জনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

১৭৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান	১৯২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম. পি.

১৯২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এপিএ'র অর্ধ বার্ষিক ফিডব্যাক প্রদান সংক্রান্ত কর্মশালায় মূখ্য আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন জনাব মো: সোলেমান খান, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণসহ প্রয়োজনীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা আন্দোলনের তথ্যসংগ্রহ ও গবেষণা এবং ইউনেস্কোর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে এ-সংক্রান্ত তথ্যাবলি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আইন ২০১০ অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে এটি ইউনেস্কোর ক্যাটেগরি ২ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- **মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদযাপন**

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলখ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩/০৮ই ফাল্গুন ১৪২৯ মঙ্গলবার বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও ভাষণ প্রদান করেন ডা. দীপু মনি এম. পি., মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এম. পি.

ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর-এর শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এম. পি.

- **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক ২০২৩ প্রদান**

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে অনন্য সাধারণ অবদান, মাতৃভাষার চর্চা, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পদক প্রদান করা হয়। মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশে বিশেষ অবদান, মাতৃভাষার চর্চা, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশি ও বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অনুকূলে উল্লিখিত নীতিমালার আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক প্রতি এক বৎসর পরপর প্রদান করা হয়। প্রদেয় পদকের সংখ্যা ৪টি ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২৩-এর আবেদন/প্রস্তাব আহবান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ০৩টি বাংলা জাতীয় দৈনিক (সমকাল, ইত্তেফাক ও প্রথম আলো) এবং ০২টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক (The Daily Observer and The Daily Star) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রাপ্ত আবেদনপত্র/প্রস্তাবসমূহ থেকে বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক মনোনয়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয় থেকে চূড়ান্ত অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ‘‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২৩’’ এবং ‘‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২৩’’ প্রদান করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুজন বাংলাদেশি নাগরিক-কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২৩ প্রদান করেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন ভারতীয় নাগরিক ও কানাডাভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান-কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২৩ প্রদান করেছেন:

আন্তর্জাতিক সেমিনার

- Fourth Industrial Revolution, Technology and Mother Language শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের একটি মূল প্রবন্ধ (keynote paper) ও ০৪ (চার)-টি সম্পূরক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। মূল প্রবন্ধ (keynote paper) উপস্থাপন করেন Prof. em. Dr. George van Driem University of Bern, Switzerland। তাঁর মূল প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল Mother Language Day, Linguistic Minorities and Modern Technology। মূল প্রবন্ধ (keynote paper) উপস্থাপন করছেন Prof. em. Dr. George van Driem University of Bern, Switzerland
- ১ম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর অদিতি ঘোষ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম One Language, Two Nations: Bangla as a Unifier। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধের বিষয়ে 'আলোচক' হিসেবে আলোচনা করেন প্রফেসর ড. শায়লা সুলতানা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ২য় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী, পরিচালক ও সহযোগী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম Technology Integration in Mother Tongue-based Multilingual Education for Ethnic Minority Children।

সেমিনারে ৩য় ও ৪র্থ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে Giga Tech, Dhaka-এর জনাব ফয়সাল আহমেদ খান এবং জনাব নাজিফা নূহা চৌধুরী।

জাতীয় সেমিনার

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৪টি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- 'বহুভাষিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

মূল প্রবন্ধ (keynote paper) উপস্থাপন করছেন অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার, প্রাক্তন উপাচার্য রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

কর্মশালা আয়োজন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৩ (তেরো)টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

'বাংলাদেশের বিপর্যস্ত ভাষা-পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রণীতব্য ভাষানীতির রূপকল্প' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ

➢ **মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩''উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা**

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩উদযাপনউপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনের ধারাবাহিকতায় ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ডা. দীপু মনি এম.পি., শিক্ষামন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নিজ হাতে চিত্রাঙ্কন করে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন

- **ভাষামেলা-২০২৩ আয়োজন**

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) প্রথমবারের মতো ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ভাষামেলার আয়োজন করা হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে আমাই প্রাঙ্গণে ভাষামেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ডা. দীপু মনি এম.পি., মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ভাষামেলায়ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগ, বিভিন্ন দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ভাষা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যাদি তুলে ধরে, সেসব প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে মোট ১৬টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মেলায় আমাই-এর স্টলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট হতে প্রকাশিত ভাষাবিষয়ক গবেষণাধর্মী বিভিন্ন পত্রিকা, জার্নাল, স্মরণিকা, পুসিত্মকা, সেমিনার ও কর্মশালার প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়।

- **বইমেলা-২০২৩**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উদ্যাপনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। মাসব্যাপী বইমেলার স্টলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট হতে প্রকাশিত ভাষাবিষয়ক গবেষণাধর্মী বিভিন্ন পত্রিকা, জার্নাল, স্মরণিকা, পুসিত্মকা, সেমিনার ও কর্মশালার প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়।

- **২৬শে মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন**

২৬শে ২০২৩ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-প্রাঙ্গণে স্থাপিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

২৬শে মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসউদযাপনউপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে স্থাপিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

➢ মাতৃভাষা পিডিয়া'র প্রকাশ কার্যক্রম-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-কর্তৃক 'মাতৃভাষা পিডিয়া' প্রকাশ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

'মাতৃভাষা পিডিয়া' প্রকাশ কার্যক্রম-এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

- **প্রকাশনা**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের নিম্নোক্ত ২৫ (পঁচিশ)-টি প্রকাশনা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে-

১. মাতৃভাষা-বার্তা (৯ম বর্ষ: ২য় সংখ্যা) এপ্রিল - জুন ২০২২

২. মাতৃভাষা-বার্তা (৯ম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা), জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২২

৩. মাতৃভাষা-বার্তা (৯ম বর্ষ: ৪র্থ সংখ্যা), অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২২

৪. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

৫. উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন প্রতিবেদন ২০২২

৬. মাতৃভাষা পিডিয়ার তথ্য সংগ্রহ ২০২২

৭. মাতৃভাষা পিডিয়া ও নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহ ২০২২

৮. '১৫ই আগস্ট ২০২২: শোক থেকে শক্তির ক্রম উত্থান' সেমিনার প্রতিবেদন ২০২২

৯. নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র বিষয়ক কর্মশালা ২০২২

১০. জাতীয় সেমিনার ও International Conference প্রতিবেদন ২০২২

১১. মাতৃভাষা পত্রিকা (বর্ষ ৭: সংখ্যা ১-২, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২১)

১২. Mother Language (Vol. 5, Issue 1-2, Januarz-December ২০২১)

১৩. শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ - স্মরণিকা

১৪. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক ২০২৩-এর জন্য পুস্তিকা

১৫. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি চাকমা, মারমা, কুড়মালি, ককবরক, গারো, সাদরি প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশ

১৬. বহুভাষী পকেট অভিধান (আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষায়)

১৭. বহুভাষী পকেট অভিধান (চায়নিজ, জাপানিজ ও কোরিয়ান ভাষায়)

১৮. বহুভাষী পকেট অভিধান (জার্মান, রুশ ও স্প্যানিশ ভাষায়)

১৯. 'The One Ezed Witch and Other Stories bz Humazun Ahmed' শিরোনামে অনুবাদ (ইংরেজি) গ্রন্থ

২০. ঠার-বাংলা অভিধান

- **গবেষণা নীতিমালা অনুমোদন ও গবেষণা বৃত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত গবেষণা বাছাই কমিটির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা বৃত্তির জন্য ০৫টি ক্যাটেগরিতে আবেদনকৃত মোট ১৩টি গবেষণা প্রস্তাব থেকে যাচাই-বাছাইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে মোট ০৫ জনকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত আবেদনকারীদের গবেষণা প্রস্তাব চূড়ান্ত নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- **প্রশিক্ষণ প্রদান**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, ই-ভগর্ন্যন্স ও উদ্ভাবন কপরিকল্পনা, ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সরকারি বিধি-বিধান’ বিষয়ক ১২ (বার)-টি ব্যাচে মোট ২৬৩ (দুইশত তেষট্টি) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ০৪টি (চার)টি ব্যাচে মোট ১২০ (একশত) জনকে ভাষা সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

'ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় AMMS-(2.0) ব্যবহার করে অডিট আপত্তির জবাব প্রদান' প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত কার্যালয় হিসেবে ইউনেস্কো এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির মধ্যে লিয়াঁজো স্থাপন এবং সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। ইউনেস্কো, আইসেস্কো ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিএনসিইউ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে।

২০২২- ২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- **শিক্ষায় রুপান্তর (Transforming Education) বিষয়ক জাতীয় পরামর্শ সভা আয়োজন**
- বিগত ১১ আগস্ট ২০২২ তারিখ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন এর উদ্যোগে আমাই এর সভাকক্ষে শিক্ষায় রুপান্তর (Transforming Education) বিষয়ক জাতীয় পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। বর্ণিত সভার মাধ্যমে শিক্ষার রুপান্তরের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতিসমূহ চূড়ান্ত করা হয়। এই প্রতিশ্রুতিসমূহের সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত ন্যাশনাল স্টেটমেন্ট অব কমিটমেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ট্রান্সফর্মিং এডুকেশন সামিটে তুলে ধরেন।
- **National Sharing Workshop on Transforming Education Summit and Follow-up Actions** আয়োজন করা হয়।

- **ইউনেস্কোর শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব, যেমন:** Transforming Education Summit, Special Event of 10th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development, World Conference on Early Childhood Care and Education (WCECCE) 2022 ও Sub-regional launch of Addressing Hate Speech through Education, UNESCO Framework for Culture and Arts Education সংক্রান্ত এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক পরামর্শ সভা, Asia and Pacific regional learning symposium on school-relatedgender-based violence, ESD-Net 2030 Asia-Pacific Regional Meeting উল্লেখযোগ্য।

- **গ্রিনিং এডুকেশন পার্টনারশিপ (জিইপি) তে সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের যোগদান:** UN Transforming Education Summit এর ফলো-আপ কার্যক্রম হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক পরিচালিত গ্রিনিং এডুকেশন পার্টনারশিপ কার্যক্রমে সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ যোগদান করেছে।

- আইসেস্কোর First Consultative Meeting on "Strategic Indicators for Development in the Islamic World: Knowledge indicator as a model" এবং 43rd Session of ICESCO's Executive Council- এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

- আইসেস্কোর সহায়তায় "The Fourth Industrial Revolution (4IR): What it means, how to respond"- শীর্ষক ০৩ দিনব্যাপী কর্মশালা এবং সেমিনার আয়োজন করে।

- আইসেস্কো সহায়তায় "Global Citizenship Education (GCED) and Education for Sustainable Development (ESD) for Madrasah Teachers in Dhaka, Bangladesh" শীর্ষক ০৩ দিনব্যাপী কর্মশালা এবং সেমিনার আয়োজন করে।

- UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) পরিচালনার একটি অপরিহার্য কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২৩-২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের National Coordinator-দের অংশগ্রহণে **Virtual Global Conference of ASPnet National Coordinators** অনুষ্ঠিত

- National Commission and the Zbigniew Herbert Foundation কর্তৃক গৃহীত "Gift a Poem" উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ব্যতিক্রমী উদ্যোগ "Gift a Poem" স্বার্থক করে তুলতে এর থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন "প্রিয়জনের জন্য কবিতা" শীর্ষক এক স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদশে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়রে আওতাধীন একটি জনগুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তর। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সরকারি নীতমিালা অনুসরণ, সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ১ অক্টোবর ১৯৮০ সালে এ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২০২২- ২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- সরকারি/বেসরকারি স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান্সমূহ পরিদর্শন ও নিরীক্ষার / তদন্তের মাধ্যমে আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা। এ দপ্তরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন নিম্নোরুপ:

নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
সরকারি/বেসরকারি স্কুল	১২৫০	১২৬১
সরকারি/বেসরকারি কলেজ	৩০০	৩১১
সরকারি/বেসরকারি মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৬৫০	৬৫১
	২২০০	২২২৩

- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্তকৃত ৬৭৮ টি জাল সনদের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মেধ্যে ৫১২ টি এনটিআরসিএ, ১৩৪ টি নেকটার, ১৬ টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ০৪ টি রয়েল বিশ্ববিদ্যালয়,০১ টি উন্মক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ০১ টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ০২ টি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ০১ টি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের,০১ টি উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়,০১ টি ঢাকা শিক্ষা বোর্ড, ০১ টি কারিগরি শিক্ষা বোর্ড,০১ টি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ০১ টি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ও ০১ টি কম্পিউটার কাউন্সিল হতে যাচাইয়ের মাধ্যমে যাচাই করে জাল সনদ সনাক্ত করা হয়। মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে উক্ত শিক্ষকদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত করেছে।

- এ অর্থবছরে ১৩৪৯টি প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে শিক্ষক কর্মচারীগণ কর্তৃক অবৈধভাবে গৃহীত ৯৬,৪৯,৯৪,৮৬২/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরৎ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেহাত হওয়া ৪৬৪.৫১৯৬ একর জমি উদ্ধারের জন্য সুপরিশ করা হয়েছে।

- তদন্তের মাধ্যমে দেশের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক, একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যাপক অনিয়ম উদঘাটন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা মহানগরীর মনিপুর স্কুল এন্ড কলেজ, ভিকারুন নিসা ন্যূন স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম উদঘাটন করা হয়েছে।

- এ অধিদপ্তর উদ্ভাবিত অটোমেশন সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম আরো জোরদার করা হয়েছে। সফ্টওয়্যারের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর দ্বিতীয় ভার্সন চালু করার পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

- এ অধিদপ্তর কর্তৃক ০১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Capacity Development of DIA' স্কিম অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩১২.৮৯ কোটি টাকা। স্কিমের আওতায় Peer Inspection Software Development, 4IR প্রযুক্তি ব্যবহার করে অটোমেশন সফ্টওয়্যার আপগ্রেডেশন ভার্সন ডেভলপমেন্ট ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০২২ এবং SDG-4 এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অটোমেশন সফটওয়্যার প্রস্তুত, পাইলটিং ও আপগ্রেড করা হয়েছে। এর ফলে স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক ও মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কমচারী অবসর সুবিধা আইন, ২০০২ এর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড গঠন করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর আওতাভুক্ত এমপিওভূক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা প্রদান কার্যক্রম এই বোর্ডের আওতাভুক্ত। এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের এমপিও থেকে ৬% টাকা সঞ্চয় করে অবসর সুবিধাদি প্রদান করা হয়ে থাকে।

২০২২- ২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারী ১২,৪৭৬ জন অনলাইনে মাধ্যমে তাদের অবসর ভাতার জন্য আবেদন করেন;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে ১০ হাজার ২শত ১৮জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ১১শত ৮৬কোটি ৮৮লক্ষ ৫হাজার ৯১৮ টাকা প্রদান করা হয়;

- বর্তমান সরকার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ প্রদান করেছে;
- অবসর সুবিধা বোর্ডের আর্থিক ঘাটতি নিরসনের জন্য বর্তমান সরকার ২০২২-২০২৩অর্থবছর পর্যন্ত ১৪শত ৫৭কোটি টাকা প্রদান করেছেন। ২০২৩-২০২৪অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে ৭শত কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে;
- পূর্বে শিক্ষক-কর্মচারীদের জমাকৃত আবেদনসমূহ ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই এবং নিরীক্ষা করা হতো। বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস এর এপিআই সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অনলাইনেই যাচাই-বাছাই এবং নিরীক্ষা সম্পন্ন করে ইএফটির মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের ব্যাংক একাউন্টে তাদের প্রাপ্য অর্থ প্রেরণ করা হয়;
- অবসর সুবিধা বোর্ডের হালনাগাদ তথ্য আদান প্রদানের জন্য "অবসর" নামে অ্যাপ চালু করা হয়েছে। অ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীগণ তাদের জমাকৃত আবেদনের হালনাগাদ অবস্থা জানতে পারেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অবসর সুবিধা বোর্ডের অ্যাপ উদ্বোধন করেন।

- ২৭ জুন ২০২২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে অবসর সুবিধা বোর্ডের সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরেরর এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয় (ছবি সংযুক্ত)।

২৭ জুন ২০২২ অবসর সুবিধা বোর্ডের সাথে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরেরর এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বেসরকারী খাতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের কল্যাণ সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত। এটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ১৯৯০ অনুযায়ী গঠিত হয়।

২০২২- ২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৭,১৪৫ জন এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৭৪৫ কোটি ৮২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ করা হয়েছে;
- এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৮০০ কোটি টাকা কল্যাণ সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ ;
- ১৮,২৩৭ জন এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৮১৯ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা কল্যাণ সুবিধা ইএফটি এর মাধ্যমে স্ব স্ব ব্যাংক হিসেবে কল্যাণ সুবিধা প্রেরণ করা হয়েছে;
- করোনাকালীন মার্চ, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ১২,২৫৩ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের আবেদনের বিপরীতে ৫১৮ কোটি ১৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭১৯ টাকা কল্যাণ সুবিধা ইএফটি এর মাধ্যমে স্ব স্ব ব্যাংক হিসেবে কল্যাণ সুবিধা প্রেরণ করা হয়েছে;

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

১৯২১ সালের ৭ই মে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নামে যাত্রা শুরু হয় এ প্রতিষ্ঠানের। The Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 অনুসারে ঢাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

২০২২- ২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ৩,৪৮,৯৪৬ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়;
- নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিংবডি অনুমোদনের সংখ্যা ১০৯৬টি;
- শিক্ষার্থীদের সনদ বিতরণের সংখ্যা ১,৩৭,৫৬৭ টি;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সংখ্যা ১৪৯ টি, নাম সংশোধনের সংখ্যা ৩৩,১৫৪ টি, আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি কর্তৃক অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩১টি;

- শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর মোট ৬৪২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধিমালা ২০২৩ এর সংশোধিত প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন-২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর ক্যাম্পাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপনের পাশাপাশি হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, দেয়ালিকা, পানির ফোয়ারা, ১নং ভবনের ৫ম তলা বর্ধিতকরণ, ল্যাম্পপোস্ট নির্মাণ করা হয়েছে;
- বোর্ডের নিকট বিভিন্ন ব্যক্তি/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য অর্থ বাবদ ১৪৮,৭২,৫৫,৭৪৮/- (একশত আটচল্লিশ কোটি বাহাত্তর লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার সাতশত আটচল্লিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে;
- নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে মোট স্বীকৃতি নবায়নকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৬০ টি;

➢ **০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন অনলাইন আবেদন**

➢ **মোট**

ক্রমিক নং	মোট প্রাপ্ত আবেদন	নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	শতকরা
১।	২১৮৮২৯	২০৬৫২৯	৯৪.৩৮%

➢

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী ১৯৬১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান রাজশাহী জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড ও দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের জে.এস.সি, এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পরীক্ষার নিবন্ধন, ফরম পূরণ ও ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি অনলাইন পদ্ধতিতে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড থেকে সম্পন্ন হয়। সর্বোপরি অর্ধ-শতাব্দীব্যাপি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সততা, নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতার সঙ্গে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে আসছে।

- ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২,০৬,৩৩০ জন, উত্তীর্ণের সংখ্যা ১,৭৮,৯৫৮ জন ও পাশের হার ৮৭.৮৯%
- ২০২২ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,২৬,৭০০ জন, উত্তীর্ণের সংখ্যা ১,০৩,৩৮৫ জন ও পাশের হার ৮১.৬০%
- ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা ১,৫১,৫৪৮ জন;
- ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিংবডি অনুমোদনের সংখ্যা ২৩০১ টি, শিক্ষার্থীদের সনদ বিতরণের সংখ্যা (ফ্রেশ কপি+দ্বিনকল) ৫০২০১, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সংখ্যা ১২৬ টি, নাম সংশোধনের সংখ্যা ১৩,১৭৫ টি, আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি কর্তৃক অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা ২৩ টি।
- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণের বিবরণ:

প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা	0৩	৬০
অভিযোগ প্রতিকার ও ব্যবস্থাপনা (জি.আর.এস)	০৪	৮০
সেবা সহজিকরণ ও ইনোভেশন	০১	২০
নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার	০২	৩৬
সেবা প্রদান ও প্রতিশ্রুতি	০৪	৯৪
সর্বমোট=	১৫	২৯৫

- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী'র খসড়া প্রবিধানমালা ও অর্গানোগ্রাম ২০২৩ অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী এর ক্যাম্পাসে ৬ তলা ভবনের সামনে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ম্যুরাল" স্থাপন করা হয়েছে।	রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

ক্রমিক নং	শাখার নাম	মোট আবেদন	নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	শতকরা
১	কলেজ শাখা (নিবন্ধন)	৮৩০৫	৮১২০	৯৭.৭৭২
২	কলেজ শাখা নথি	১৭৪	১৭৪	১০০
৩	বিদ্যালয় শাখা (নিবন্ধন)	৭৪০৫	৭০৭৩	৯৫.৫১৭
৪	বিদ্যালয় শাখা নথি	২১৬৫	২১২৭	৯৮.২৪৫
৫	সনদ শাখা	৫৫৫৩৬	৫০২০১	৯০.৩৯৪
৬	নাম ও বয়স সংশোধন	১৫১৮৬	১৩১৭৫	৮৬.৭৫৮

উল্লেখযোগ্য তথ্য:

- বোর্ডের নিকট বিভিন্ন ব্যক্তি/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য অর্থ বাবদ ৯৩,৮৬,৬৭,৭৩১.৭৫ (তিরানব্বই কোটি ৮৬ লক্ষ সাতষট্টি হাজার সাতশত একত্রিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ইজিপি টেন্ডারের মাধ্যমে ০৫ টি ক্রয় সম্পাদন করা হয়েছে।
- নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে মোট স্বীকৃতি নবায়নকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৫০ টি

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার এ ৫টি জেলা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বোর্ডে ১৩৩০টি বিদ্যালয় ও ২৭৭টি কলেজ আছে। ১৯৯৬ সাল হতে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড এসএসসি ও এইচএসসি এবং ২০১০ সাল হতে জেএসসিসহ ৩টি পরীক্ষা গ্রহণের কাজ করছে। দুর্গম পার্বত্য এলাকা এ বোর্ডের আওতাধীন হলেও সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে শিক্ষার প্রসারে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের নিচতলায় হেল্প ডেক্স স্থাপনের মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সেবা প্রত্যাশিদের হয়রানি অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব হয়েছে।
- সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে একাউন্টিং সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। যার ফলে সেবা সংক্রান্ত সকল ফি ঘরে বসেই প্রদান করা যাচ্ছে;
- চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কলেজ পরিদর্শন করা হয়েছে ৪০টি, বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে ৩০০টি, কলেজের গভর্নিং বডি গঠন করা হয়েছে ৫৫টি, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে ২৮০টি (এডহক কমিটি ৫০টি, নিয়মিত ও নির্বাহী কমিটি ২৩০), ২০২২ সালে এইচএসসি শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা ১০৯৪৪৪ জন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার লক্ষ্যে The Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর প্রতিষ্ঠিত হয়। এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা, জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ছাত্র/ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা, পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রদান করা এ বোর্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে অনলাইন সহজীকরণ পদ্ধতিতে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠদানের অনুমতি প্রদান
- নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদান ও স্বীকৃতি নবায়ন করা হয়;
- একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনে ভর্তি ও ৯ম ও ১১শ শ্রেণির শিক্ষার্থী নিবন্ধন করা হয়;
- ই-নথি নিস্পত্তিকরণ, তথ্য অধিকার আইনে নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য প্রদান;
- শিক্ষার্থী বদলি/ছাড়পত্র ও ভর্তি বাতিল করা হয়;
- অনলাইনে নাম ও বয়স সংশোধনের আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হয়;
- মোবাইল ব্যাংকিং এর সহায়তায় পরীক্ষকদের বিল পরিশোধ করা হয়:
- অনলাইনের মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা
- ই-জিপির মাধ্যমে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পাদন করা
- ই-ফাইলিং ও ই-নথি কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন করা
- পরীক্ষা সমাপ্তের পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পুন:নিরীক্ষার ফল প্রকাশ ও বৃত্তির তালিকা প্রকাশ করা হয়;
- দ্রুততার সাথে পাসকৃতদের মাঝে সনদ, মার্কশিট ও প্রভিশনাল সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়;
- স্কুল/কলেজসহ সকল সেবা গ্রহীতার আবেদন অনলাইনে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হয়;
- শিক্ষার্থীর নিবন্ধন ও ফরমফিলআপের ফিস অনলাইনের মাধ্যমে ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়;
- শিক্ষার্থীর নিবন্ধন কার্ড ও প্রবেশপত্র অনলাইনে বিতরণ করা হয়;
- পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলসহ সকল তথ্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মোবাইলে প্রেরণ করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল বাংলাদেশের বরিশাল বিভাগের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে। এটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত বোর্ডের অর্ডিন্যান্স অনুসারে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের এস. এস. সি এবং এইচ. এস. সি পরীক্ষা পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৯৯ সালে কার্যক্রম শুরু করে।

২০২২- ২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থাদিতে সমৃদ্ধ একটি উন্নত গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধি/বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অনুদানের পরিমান মুজিববর্ষে ৩,০০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪,০০,০০০/-টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর শততম জন্মবার্ষিকীতে প্রদান করা হয়েছে।
- প্রশাসনিক কার্মকান্ডে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে।
- বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের অভ্যন্তরীণ এবং বহি:যোগাযোগের সকল কার্যক্রম অন-লাইন ভিত্তিক সম্পন্ন করা হয়েছে।
- পরীক্ষার ফলাফল, রেজিস্ট্রেশন, ফরম পূরণ, প্রবেশ পত্র বিতরণ, পরীক্ষক নিয়োগ ও সম্মানী প্রদান, অন-লাইন একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া, ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর অন-লাইনে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বরিশাল শিক্ষাবোর্ডকে Optical Fiber Connectivity Cable Network এর আওতায় আনয়ন করা হয়েছে।
- অন-লাইনে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ও এডহক কমিটি এবং স্বীকৃতি অনুমোদন।
- অন-লাইনে কলেজের গভর্নিং বডি ও এডহক কমিটি এবং স্বীকৃতি অনুমোদন।

- বোর্ডের সকল স্তরের কমকর্তা ও কর্মচারীদের দাপ্তরিক উপস্থিতির জন্য ডিজিটাল হাজিরার ব্যবস্থা করণ।
- উত্তরপত্র পরীক্ষণ ও নিরিক্ষণ এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সকল রকম অন-লাইন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষকদের অন-লাইন কেন্দ্রীক নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- অভ্যন্তরীন পরীক্ষা পরিচালনার জন্য অন-লাইন কেন্দ্রীক প্রশ্নপত্র প্রণয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- NIS, GRS ,RTI, Citizen Charter, Innovation and e-Governance এর উপর নিয়মিত ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রত্যয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রীক নিয়মিত মোটিভিশনের আয়োজন করা হয়েছে। সময়মত অফিসে উপস্থিত ও অফিস ত্যাগের জন্য ডিজিটাল হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ (Ordinance No. XXXIII of 1961) দ্বারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন,পাঠদানের অনুমতি,স্বীকৃতি, তদারকি, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কুমিল্লা ১৯৬২ সালে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা কান্দিরপাড়ের লাকসাম রোডে এর বর্তমান দাপ্তরিক ভবন অবস্থিত। এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা, জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ছাত্র/ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা, পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রদান করা এ বোর্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

২০২২- ২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- এ বোর্ডের আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৪৫৮ টি ম্যানেজিং কমিটি ও ১৪১ টি গভর্নিং বডির অনুমোদন দেয়া হয়েছে ।
- ২০২২ সালে এ বোর্ডের আওতাধীন নিম্নমাধ্যমিক ,মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ২৯৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে ।

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ১৬,৪৪৭টি নাম ও বয়স সংশোধন করা হয়েছে
- প্রাপ্ত ৪৪ টি অভিযোগের মধ্যে ৪৪ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে ১০৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- উদ্ভাবন সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পেনশনারদের মাসিক পেনশন সহজীকরণ সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে ।
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষকদের ভূমিকা শিরোনামে এ বোর্ডের আওতাধীন ৬ জেলার কলেজ অধ্যক্ষকে নিয়ে ২ দিনের ২ টি সেমিনার আয়োজন করা হয় ।
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষকদের ভূমিকা শিরোনামে চাঁদপুর জেলার মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণকে নিয়ে ১ দিনের ১ টি সেমিনার আয়োজন করা হয় ।
- নিম্নমাধ্যমিক ,মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ৬,২৯৬ জনকে ছাড়পত্র প্রদান ও
    - ১২,০৬৯ জন পরীক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- নিম্নমাধ্যমিক ,মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নবায়ন ৩৩৯ টি ।
- সনদ, নম্বরফর্দ, রেজি: কার্ড ও প্রবেশপত্রের দ্বি-নকল ও ত্রি-নকল প্রদান ৬,৩৭১ টি
- সংশোধিত সনদ.নম্বরপর্দ,রেজি:কার্ড ও প্রবেশ পত্রের ফ্রেশকপি প্রদান ২৪,০৬১ টি ।
- নিম্নমাধ্যমিক ,মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কেন্দ্র পরিদর্শন ১৬৮ টি ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট

সিলেট বিভাগের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার লক্ষ্যে The Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট প্রতিষ্ঠিত হয়। এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা, জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ছাত্র/ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা, পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রদান করা এ বোর্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

- ৯৭,২৬৪ জন শিক্ষার্থী অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়েছে।
- নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮টি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬টি এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ২টি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ২টি এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

- ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে মোট ৩২৫,৩০২ জন (জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি) শিক্ষার্থীর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- অনলাইন ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে বিভিন্ন ফি সংগ্রহ এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও নিরীক্ষকগণের সম্মানী প্রদান করা হয়েছে।
- নিজস্ব অর্থায়নে বোর্ড ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পথে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর

মানসম্মত, যুগোপযোগী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে রংপুর বিভাগের রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলাসমূহের স্থানীয় অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বধান এবং উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালের ২২ অক্টোবর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর স্থাপন করা হয়। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা শুরু করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের কার্যক্রম, বোর্ডের বিভিন্ন কমিটি এবং অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কার্যক্রম বোর্ড চেয়ারম্যানের তত্ত্বধানে পরিচালিত হয়। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের আওতাভুক্ত নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৬৩২টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ২৭৬৫টি, স্কুল এন্ড কলেজ-২৩২টি ও কলেজ-৪৩৮টি সহ মোট ৪০৬৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণঃ

বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তা -কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৪৭৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

শিক্ষাবোর্ডের মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত কর্নারে বঙ্গবন্ধুর রচিত গ্রন্থাবলিসহ আরো পর্যাপ্ত সংখ্যক মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা বহনকারী পুস্তকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। তা জাতির পিতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মনে মুক্তিযুদ্ধ ও মহান স্বাধীনতার চেতনাকে শাণিত রাখতে সহায়ক হবে।

সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদান সহজিকরণের লক্ষ্যে অত্র শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব ভবনের নিচতলায় সোনালী ব্যাংকের একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা স্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতির আলোকে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিজ্ঞান মনস্ক নৈতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ, সুনাগরিক তৈরির অবিরাম প্রয়াসে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড সফলভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে অত্র শিক্ষা বোর্ড প্রাঙ্গনে বিভিন্ন জাতের ফলজ ও বনজবৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

২০২২ সালে এইচএসসি তে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যাঃ ১৩১৭৫৭ জন।

২০২২ সালে গভর্নিং বডির অনুমোদনের সংখ্যা/শিক্ষার্থীদের সনদ বিতরণের সংখ্যা/পরিদর্শনের সংখ্যা/ নাম সংশোধনের সংখ্যা/অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যাঃ

গভর্নিং বডির অনুমোদনের সংখ্যা	শিক্ষার্থীদের সনদ বিতরণের সংখ্যা	পরিদর্শনের সংখ্যা	নাম সংশোধনের সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা	মন্তব্য
১৬৬	২৮৭৮৪৬	১৫৮	৬৫০১	১০	

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুরের প্রশাসনিক ভবন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি, পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি প্রদান, শিক্ষার্থী ভর্তি, শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন প্রদান, পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষার ফল প্রকাশ, ফল পুনঃনিরীক্ষণ এবং নম্বর পত্র ও সনদ পত্র প্রদানের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে থাকে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

- ১১ টি স্থাপন, ২৯ টি পাঠদান ও ১৭ টি প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং ০৪ টি প্রতিষ্ঠানের বিষয় ও শিফট খোলা হয়েছে।
    - এইচএসসিতে অনলাইনে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

- বিগত ০৩ বছরে ৩৮৭১ নাম ও ৪১৫ শিক্ষার্থীর বয়স সংশোধন করা হয়েছে। বোর্ডের সকল প্রকার ফিস অনলাইন/ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।
- বোর্ডের ০১ নং ভবনের নীচতলায় হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। বোর্ডের নিজস্ব অর্থায়নে ময়মনসিংহ বিভাগের ০৪ টি জেলার নির্বাচিত ০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়।

২০২২ সালের গ্রীষ্মকালীন আন্তঃবোর্ড ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ছবি